তি. গো. ভ. ১/১	তিন গোয়েন্দা, কঙ্কাল দ্বীপ, রূপালী মাকড়সা	৪১/-
তি. গো. ভ. ১/২	ছায়াশ্বাপদ, মমি, রত্নদানো	৪০/-
তি. গো. ভ. ২/১	প্রেতসাধনা, চক্তচক্ষু, সাগরসৈকত	৩৬/-
তি. গো. ভ. ২/২	জলদস্যুর দ্বীপ, ১, ২ সবুজ ভূত	৩৩/-
তি. গো. ভ. ৩/১	হারানো তিমি, মুক্তোশিকারী, মৃত্যুখনি	৩৫/-
তি. গো. ভ. ৩/২	কাকাতুয়া রহস্য, ছুটি, ভূতের হাসি	৩৫/-
তি. গো. ভ. ৪/১	ছিনতাই, ভীষণ অরণ্য, ১, ২	৩৩/-
তি. গো. ভ. ৪/২	ড্রাগন, হারানো উপত্যকা, গুহামানব	৩৫/-
তি. গো. ভ. ৫	ভীতুসিংহ, মহাকাশের আগন্তুক, ইন্দ্রজাল	৩৬/-
তি. গো. ভ. ৬	মহাবিপদ, খেপা শয়তান, রত্নচোর	৩৩/-
তি. গো. ভ. ৭	পুরনো শত্রু, বোম্বেটে, ভূতুড়ে সুড়ঙ্গ	৩৫/-
তি. গো. ভ. ৮	আবার সম্মেলন, ভয়ালগিরি, কালো জাহাজ	৩৭/-
তি. গো. ভ. ৯	পোচার, ঘড়ির গোলমাল, কানা বেড়াল	৩৭/-
তি. গো. ভ. ১০	বাক্সটা প্রয়োজন, খোঁড়া গোয়েন্দা, অথৈ সাগর ১	৩৬/-
তি. গো. ভ. ১১	অথৈ সাগর ২, বুদ্ধির ঝিলিক, গোলাপী মুক্তো	৩৫/-
তি. গো. ভ. ১২	প্রজাপতির খামার, পাগল সংঘ, ভাঙা ঘোড়া	৩৯/-
তি. গো. ভ. ১৩	ঢাকায় তিন গোয়েন্দা, জলকন্যা, বেগুনী জলদস্যু	৩৫/-
তি. গো. ভ. ১৪	পায়ের ছাপ, তেপান্তর, সিংহের গর্জন	৩৮/-
তি. গো. ভ. ১৫	পুরনো ভূত, জাদুচক্র, গাড়ির জাদুকর	৩৮/-
তি. গো. ভ. ১৬	প্রাচীন মূর্তি, নিশাচর, দক্ষিণের দ্বীপ	৪০/-
তি. গো. ভ. ১৭	ঈশ্বরের অশ্রু, নকল কিশোর, তিন পিশাচ	৩৬/-
তি. গো. ভ. ১৮	খাবারে বিষ, ওয়ার্নিং বেল, অবাক কাণ্ড	৩৭/-
তি. গো. ভ. ১৯	বিমান দুর্ঘটনা, গোরস্থানে আতঙ্ক, রেসের ঘোড়া	৩৬/-
তি. গো. ভ. ২০	খুন!, স্পেনের জাদুকর, বানরের মুখোশ	৩৬/-
তি. গো. ভ. ২১	ধূসর মেরু, কালো হাত, মূর্তির হুঙ্কার	৩৭/-
তি. গো. ভ. ২২	চিতা নিরুদ্দেশ, অভিনয়, আলোর সঙ্কেত	৩৪/-
তি. গো. ভ. ২৩	পুরানো কামান, গেল কোথায়, ওকিমুরো কর্পোরেশন	৩৫/-
তি. গো. ভ. ২৪	অপারেশন কক্সবাজার, মায়া নেকড়ে, প্রেতাত্মার প্রতিশোধ	৩৩/-
তি. গো. ভ. ২৫	জিনার সেই দ্বীপ, কুকুর খেকো ডাইনী, গুপ্তচর শিকারী	৩৫/-
তি. গো. ভ. ২৬	ঝামেলা, বিষাক্ত অর্কিড, সোনার খোঁজে	৩৬/-
তি. গো. ভ. ২৭	ঐতিহাসিক দুর্গ, রাতের আঁধারে, তুষার বন্দি	৩৬/-
তি. গো. ভ. ২৮	ডাকাতের পিছে, বিপজ্জনক খেলা, ভ্যাম্পায়ারের দ্বীপ	৩৯/-
তি. গো. ভ. ২৯	আরেক ফ্রাঙ্কেনস্টাইন, মায়াজাল, সৈকতে সাবধান	৩৩/-
তি. গো. ভ. ৩০	নরকে হাজির, ভয়ঙ্কর অসহায়, গোপন ফর্মুলা	৩৭/-
তি. গো. ভ. ৩১	মারাত্মক ভুল, খেলার নেশা, মাকড়সামানব	৩৪/-

বিক্রয়ের শর্ত: এই বইটি ভাড়া দেয়া বা নেয়া, কোনভাবে প্রতিলিপি তৈরি করা, এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত এর কোন অংশ মুদ্রণ বা ফটোকপি করা নিষিদ্ধ।

প্রেতের ছায়া

প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৮

গভীর নিদ্রা থেকে ধীরে ধীরে জেগে উঠল মনিকা হাওয়ার্ড। সারা গায়ে ভেজা ভেজা, ঠাণ্ডা কি যেন চেপে রয়েছে। বাতাসে লোনা গন্ধ। সৈকতে আছড়ে পড়ছে ঢেউ। আবার ঘুমের জগতে হারিয়ে যেতে ইচ্ছে করল ওর। পারল না। পুড়ে যাচ্ছে মুখ।

চোখ খোলার চেষ্টা করল। কিন্তু ফুলে বন্ধ হয়ে গেছে যেন পাতা। উঠে বসতে চাইল। ভারি কি যেন বুকে চেপে আছে।

সামান্য ফাঁক হলো চোখের পাতা। মাথার কাছে শুকনো একতাল শ্যাওলার ওপরে মাছি ভনভন করছে। একটা মাছি এসে গালে বসল। পাতলা, রোমশ পা।

প্রথমে ঠোঁটে উঠল মাছিটা। সুড়সুড়ি লাগল। সরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করল সে। হাত তুলতে পারল না। ঠোঁট থেকে নেমে গাল বেয়ে ফোলা চোখের দিকে উঠতে লাগল। অসহ্য সুড়সুড়ি।

বিকেলের চড়া রোদ লাগছে চামড়ায়। ঠোঁট চাটল। ফেটে গেছে নরম চামড়া। ফোস্কা পড়ার উপক্রম। গলা শুকিয়ে সিরিশ কাগজের মত খসখসে হয়ে গেছে। ঢোক গিলতে ব্যথা লাগে।

নড়তে পারছি না কেন? কিসে আটকে রেখেছে?

জোর করে চোখের পাতা মেলে তাকাল।

গায়ের ওপর বালির পাহাড়। মনে পড়ল, সে-ই এভাবে চাপা দিতে বলেছিল। ভয়ানক বোকামি করে ফেলেছে।

অনেক কষ্টে মাথা উঁচু করে দেখল কাছে চলে এসেছে ঢেউ। সাগরে জোয়ার। আতঙ্কে কাঁপুনি শুরু হলো বুকের মধ্যে। উঠতে হবে ওকে। উঠে পালাতে হবে। নইলে ডুবে মরবে।

গরম বালিতে মাথা রেখে সাহায্যের জন্যে চিৎকার করে উঠল সে। ঘড়ঘড়ে শোনাল কণ্ঠস্বর। শুকনো ঠোঁটে ব্যথা লাগল।

কেউ সাড়া দিল না।

'শুনছ?' আবার চিৎকার করে ডাকল সে। 'শুনতে পাচ্ছ? আমাকে বাঁচাও।'

অনেক ওপর থেকে ডেকে উঠল একটা সী-গাল। ওর চিৎকারকে ব্যঙ্গ করল যেন।

নিষ্ঠুর রোদ শত্রুতা করে যেন পুড়িয়ে দিতে চাইছে ওর মুখ।

হাত বের করার চেষ্টা চালাল। পারল না। পানি উঠে এসে বালি ভিজিয়ে দিয়েছে। শুকনো বালির চেয়ে ভেজা বালি অনেক বেশি ভারী। ঠেলে সরানো কঠিন। তা ছাড়া ভয়াবহ গরম যেন তার শক্তি শুষে নিয়েছে।

কতক্ষণ ঘুমিয়ে ছিল মনে করার চেষ্টা করল। কতক্ষণ শুয়ে আছে? জাস্টিনরা কোথায়?

চাঁদিতে ব্যথা শুরু হলো। মেঘশূন্য উজ্জ্বল আকাশের দিকে তাকিয়ে আবার ঝিমুনি আসতে চাইল তার।

হাত নড়াতে পারলে বালি ঠেলে সরানোর চেষ্টা করতে পারত। নড়াতেই পারছে না। বের করা দুঃসাধ্য।

বুকের মধ্যে জোরে জোরে লাফাচ্ছে হৃৎপিণ্ডটা। কপাল থেকে গড়িয়ে নামছে ঘাম। আবার চিৎকার করে উঠল সে।

জবাব নেই। কেবল ঢেউয়ের শব্দ আর ওপরে সী-গালের কর্কশ, তীক্ষ্ণ ডাক।

'এই, শুনছ!' চেঁচিয়ে ডাকল আবার সে।

বাড়ি ফিরে গেল নাকি জাস্টিনরা? তাহলে যত জোরেই চেঁচাক না কেন সে, ওদের কানে পৌঁছবে না।

গলা বাড়িয়ে তাকাল। ষাট ফুট ওপরে পাহাড়ের চূড়ায় বাড়িটা। কাঠের সিঁড়ি উঠে গেছে।

পুরু পাথরে তৈরি দেয়াল। দুর্গের মত। ওই বাড়ি থেকে কেউ শুনতে পাবে না তার চিৎকার। কেউ আসবে না বাঁচাতে।

তবু চিৎকার করেই চলল সে।

দুই

প্রিয় মনিকা,

কেমন আছ?

গত গ্রীষ্মে রেড হিল ক্যাম্পে এত কম সময়ের জন্যে দেখা হয়েছে আমাদের, ঘনিষ্ঠতাটা বাড়াতেই পারিনি। তাই আবার দেখা করতে চাই।

আগস্টের প্রথম সপ্তাহে আমার বাবা-মা বাইরে চলে যাচ্ছে। বলেছে, ইচ্ছে করলে ওই সময়টা আমি আমার বন্ধুদের নিয়ে আমাদের সাগরপারের সামার হাউজে কাটাতে পারি।

তো, কি বলো, মনিকা? আসবে নাকি? আবার একসঙ্গে একটা সপ্তা কাটাতে চাই—তুমি, আমি, অ্যাঞ্জেলা আর নিকি। রেড হিল ক্যাম্পে যে চারজন বান্ধবী ছিলাম।

সময় খুব কম। এলে তাড়াতাড়ি করতে হবে তোমাকে। বাড়িতে ছুটি কাটাতে নিশ্চয় একঘেয়ে লাগবে তোমাদের। কথা দিতে পারি, এখানে লাগবে না।

এসো। আমি অপেক্ষা করব।

—জাস্টিন

* * *

ওই চিঠিই নির্জন এই সৈকতে মনিকাকে টেনে এনেছে। জাস্টিনের আমন্ত্রণ পেয়ে অবাক হয়েছিল সে। তবু সঙ্গে সঙ্গে চলে এসেছে।

রিভারসাইড কাউন্টিতে ওদের বাড়ি। গরমকালটা ওখানে ভয়াবহ। বিশ্রী। ওর কোন বন্ধু নেই ওখানে। যে রেস্টুরেন্টে পার্ট টাইম চাকরি করত, সেটাও গরমের কারণে বন্ধ হয়ে গেছে। সুতরাং বাড়িতে হাত-পা গুটিয়ে বসে বসে অযথা সেদ্ধ না হয়ে চলে এসেছে রকি বীচের সাগরপারে আরামে কাটানোর জন্যে।

চার বান্ধবীর একসঙ্গে হওয়ার ব্যাপারটাও বেশ রোমাঞ্চকর। একেকজন একেক শহরে থাকে ওরা। গত গ্রীষ্মে রেড হিলে ক্যাম্প করতে গিয়ে পরিচয় হয়েছিল। একটা সপ্তাহ বেশ হাসি-আনন্দে কেটে গিয়েছিল। এত মজা…এত মজা…কিন্তু শেষ পর্যন্ত সব মাটি করে দিল দুর্ঘটনাটা…

* * *

জাস্টিনের চিঠি পাওয়ার দুই সপ্তাহ পরে এক সুন্দর সকালে রকি বীচে আসার জন্যে বাসে চেপে বসল মনিকা। দীর্ঘ যাত্রা। সময় কাটানোর জন্যে একটা বই নিয়েছিল সঙ্গে। কিন্তু পড়া আর হয়নি। যাত্রার পুরো সময়টা জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে প্রকৃতি দেখেছে আর ভেবেছে ক্যাম্পের কথা, জাস্টিন এবং অন্য তিন বান্ধবীর কথা।

রকি বীচে পৌঁছে বাস-স্টেশনে নেমে দেখে আগেই এসে ওর জন্যে বসে আছে অ্যাঞ্জেলা আর নিকি। ওরই সমবয়েসী দুজনে। কৈশোর শেষ হতে চলেছে।

নিকির কাঁধে হালকা একটা ডিজাইনার ব্যাগ। আর অ্যাঞ্জেলার সঙ্গে বড় বড় চারটে ব্যাগ, সবগুলোর পেট ফোলা। হাসি চাপতে পারেনি মনিকা। কোথাও গেলে এত বেশি জিনিস সঙ্গে করে নিয়ে যায় অ্যাঞ্জেলা, যেন চিরকালের জন্যে বাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছে। রেড হিল ক্যাম্পে নিয়েছিল বড় বড় দুটো ট্রাংক বোঝাই জিনিসপত্র আর একটা বিশাল ব্যাগে ভরে কসমেটিকস। এ নিয়ে বান্ধবীদের হাসাহাসি করতে দেখলে কৈফিয়ত দেয় অ্যাঞ্জেলা, কোথাও বেরোতে গেলে কোন জিনিসটা নেয়া উচিত, আর কোনটা বাদ দিলেও চলে, বুঝতে পারে না সে।

বাস থেকে নেমে হাত নেড়ে ওদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইল মনিকা। এগিয়ে গেল। এই সময় চকচকে রূপালী একটা মার্সিডিজ গাড়ি প্রায় নিঃশব্দে এসে থেমে গেল বাস-স্টেশনের কাছে। ড্রাইভিং সীট থেকে দরজা খুলে নেমে এল জাস্টিন। দৌড়ে গিয়ে জড়িয়ে ধরল নিকি আর অ্যাঞ্জেলাকে।

জাস্টিনের দিকে তাকিয়ে হাঁটছে মনিকা। এক বছর পর দেখা। আরও লম্বা হয়েছে জাস্টিন। ওজন কমেছে আগের চেয়ে। ওর সোনালি চুলও লম্বা

হয়েছে। আকাশী রঙের ডিজাইনার টপ আর সাদা টেনিস শর্টসে সুন্দর লাগছে ওকে।

নিকি সেই আগের মতই আছে। হালকা সবুজ চোখ, জলপাই রঙের চামড়া, টসটসে ঠোঁট, আর সোজা কালো চুল আলগাভাবে ঝুলে রয়েছে, কোমর ছুই ছুই করছে।

অ্যাঞ্জেলারও পরিবর্তন নেই। চারজনের মধ্যে খাটো সে। হালকা বাদামী পাতলা চুল। হাঁটতে গেলে ওর গোলাকার মুখের ওপর বিচিত্র ভঙ্গিতে নেচে ওঠে চুলগুলো। নিজেকে বয়স্ক আর ভারিক্কি করে তোলার জন্যে চোখে পরেছে ওইআর-রিমড চশমা।

মনিকাকে প্রথম দেখতে পেল নিকি। 'মনিকা!' এত জোরে চিৎকার করে উঠল সে, স্টেশনের সবগুলো চোখ ঘুরে গেল তার দিকে।

মনিকা জবাব দেয়ার আগেই তার কাছে দৌড়ে এল নিকি। জড়িয়ে ধরল। খুব আন্তরিক সে।

অ্যাঞ্জেলা এল। জড়িয়েও ধরল। তবে ছেড়ে দিল সঙ্গে সঙ্গেই।

জাস্টিনও জড়িয়ে ধরল মনিকাকে। তাড়াতাড়ি ছেড়ে দিয়ে বলল, 'এসো। দেরি করা যাবে না। এটা পার্কিঙের জায়গা নয়।'

কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই সাগরপারের রাস্তা ধরে এগিয়ে চলল গাড়ি। এয়ারকন্ডিশনড। মাখন রঙা কোমল সীট। আরাম করে গা এলিয়ে দিয়ে বাইরে তাকাল মনিকা।

ছোট ছোট একসারি দোকানের পাশ দিয়ে চলল গাড়ি। সার্ফিঙের জিনিসপত্র আর মাছ ধরার সরঞ্জাম বিক্রি হয় ওগুলোতে। কতগুলো সামার-বাংলোর পাশ কাটাল। বাংলোর পর বড় বড় কয়েকটা বাড়ি। তারপর ফাঁকা।

'জাস্টিন,' অ্যাঞ্জেলা বলল, 'আমি তো ভেবেছিলাম রকি বীচ শহরের ভেতরেই তোমরা থাকো।'

'না,' রাস্তার দিক থেকে চোখ সরাল না জাস্টিন, 'বাড়িটা শহর থেকে পনেরো মাইল দূরে, সী-সাইড হিলসে। তবে চিঠি পোস্ট করতে হলে রকি বীচে আসতেই হয়।'

রাস্তাটা মোড় নিল। দুধারে লম্বা ঘাসে ঢাকা বালির ঢিবি আর টিলা। তার ওপাশে শোনা যাচ্ছে সমুদ্রের মৃদু গর্জন।

'সৈকতের এই অংশটা সংরক্ষিত এলাকা,' জাস্টিন বলল, 'বার্ড স্যাংচুয়ারি।'

স্যাংচুয়ারির ভেতর দিয়ে কয়েক মাইল এগোল গাড়ি। অন্য পাশে বেরিয়ে এল। সরু হয়ে গেছে রাস্তা। খোয়া বিছানো। একটামাত্র গাড়ি চলতে পারে।

ফিলিপ ম্যানশন চোখে পড়তে অস্ফুট শব্দ করে উঠল মনিকা। সামনে আচমকা মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে যেন বাড়িটা। ক্যাম্পে থাকতে জাস্টিনের কাছে এটার ছবি দেখেছে সে। কিন্তু বিশাল বাড়িটার আকার আর সৌন্দর্য ছবিতে ফোটেনি তেমন।

মোটা তারের জাল দিয়ে বেড়া দেয়া হয়েছে বাড়ি ঘিরে। সেই বেড়াকে আড়াল করে রেখেছে সুন্দর করে ছাঁটা লম্বা পাতাবাহারের বেড়া। গাড়ি থেকে নেমে গিয়ে একটা ধাতব গেট খুলল জাস্টিন। গাড়ি ঢোকাল ভেতরে। ধূসর পাথরে তৈরি বাড়ি। সামনে চমৎকার লন। এত সুন্দর করে সাজানো, মনে হয় রূপকথার পাতা থেকে তুলে আনা হয়েছে।

বাড়ির একপাশে গিয়ে শেষ হয়েছে গাড়িপথ। কাঁচের গম্বুজওয়ালা কনজারভেটরি চোখে পড়ল মনিকার। পেছনে ছড়ানো আঙিনায় টেনিস কোর্ট, রঙিন ঝলমলে গ্যাজেবো, বাগান, বিরাট সুইমিং পুল এবং কতগুলো ছোট ছোট বাড়ি।

তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে হাত তুলে দেখাতে লাগল জাস্টিন, 'ওটা বোট হাউজ। ওটা যন্ত্রপাতি রাখার ঘর। আর ওটা ক্যাবানা—সাঁতার কাটতে যাওয়ার সময় ঘর থেকে যদি কাপড় বদলে যেতে ইচ্ছে না করে তাহলে ওখানে বদলাতে পারবে। আর ওই যে ওটা মালীর ঘর, তারপরেরটা ছুতোর মিস্ত্রীর···আর বাড়ির পেছনের ওই বড় বাড়িটা গেস্ট হাউজ।'

'জাস্টিন,' রসিকতা করে বলল নিকি, 'তোমার কাছে ম্যাপ আছে? এত্তবড় বাড়ি। ম্যাপ দেখে দেখেও সাতদিন লাগবে শুধু বাড়ির কোথায় কি আছে সেটা জানতে।'

'ম্যাপ লাগবে না, সব সময় আমিই থাকব সঙ্গে। হারাবে না।'

একসঙ্গে দশটা গাড়ি রাখার মত বিশাল গ্যারেজে গাড়ি ঢোকাল জাস্টিন।

★

'সব সময় সঙ্গে থাকব!'

জাস্টিনের কথাটা এখন এক মস্ত রসিকতার মত কানে বাজতে লাগল মনিকার। জোয়ার আসছে ওকে ডুবিয়ে মারতে। সব সময় সঙ্গে থাকার প্রতিজ্ঞা ভুলে এখন কোথায় গেল জাস্টিন? অ্যাঞ্জেলা আর নিকিই বা কোথায়? এই প্রচণ্ড রোদে বালির নিচে ওকে একা রেখে কি করে চলে যেতে পারল ওরা?

চোখ বুজল মনিকা। গলা ব্যথা করছে। মুখের চামড়া পুড়ছে। ঘাড়ে সাংঘাতিক সুড়সুড়ি হচ্ছে। কিন্তু হাত আটকা। চুলকাতে পারছে না।

চাপা দিয়ে রাখা বালির ঢিবির প্রান্ত ছুঁয়েছে ঢেউ। যে কোন মুহূর্তে পৌঁছে যাবে নাকের কাছে। শ্বাসরুদ্ধ করে দেবে।

বুকে এক ধরনের চাপ অনুভব করছে।

এগিয়ে আসছে ঢেউ।

ডুবেই মরব! বাঁচব না আর বেশিক্ষণ!

চোখ মেলল সে। ছায়া দেখতে পেল। মনে হলো মৃত্যুর ছায়া।

ছায়াটা ভারী হচ্ছে। আরও। আরেকটু।

দ্রুত এগিয়ে আসছে মৃত্যু।

মরিয়া হয়ে শেষবারের মত আরেকবার নিজেকে মুক্ত করার ব্যর্থ চেষ্টা

চালাল মনিকা।

ছায়াটা ঢেকে দিল ওকে।

তিন

কিসের ছায়া বুঝতে অনেক সময় লাগল মনিকার। একজন মানুষ এসে দাঁড়িয়েছে ওর ওপর। মানুষটার ফাঁক হয়ে থাকা পা চোখে পড়ল। পানি পড়ছে টপ টপ করে। ভেজা গোড়ালিতে বালি লেগে আছে।

ওপর দিকে তাকাল মনিকা।

সুন্দর এক জোড়া কালো চোখ তাকিয়ে আছে ওর দিকে। কোঁকড়া চুল লেপ্টে আছে মাথার সঙ্গে। পরনে কমলা রঙের বেদিং স্যুট। ষোলো-সতেরো বছরের এক কিশোর।

'সাহায্য লাগবে?' জানে লাগবে, তবু কথা শুরু করার জন্যে মোলায়েম-গলায় জিজ্ঞেস করল ছেলেটা।

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকানোর চেষ্টা করল মনিকা। 'হাত বের করতে পারছি না।'

বড় একটা ঢেউ এসে আছড়ে ভাঙল সৈকতে। সাদা ফেনা মেশানো পানি উঠে এল মনিকার নাকের কাছে।

দুই হাতে ভেজা, ভারী বালি সরাতে শুরু করল ছেলেটা। 'সাঁতার কেটে উঠে তোমার চিৎকার শুনলাম। তুমি কি একা?' অন্য কেউ আছে কিনা দেখার জন্যে সৈকতের এদিক ওদিক চোখ বোলাল সে।

জবাব দেয়ার চেষ্টা করল মনিকা। খসখসে গলা দিয়ে স্বর বেরোল না। মাথা ঝাঁকাল কেবল।

ঢেউ এগিয়ে আসতে দেখে আরও দ্রুত হাত চালাল ছেলেটা। বালি সরিয়ে মনিকার হাত ধরে টান দিল। 'বেরোও। পারবে?'

'পারব,' কোনমতে বলল মনিকা। মাথার মধ্যে কেমন ঝিমঝিম করছে।

'মুখের চামড়া তো পুড়েছে ভালমতই,' ওর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে ছেলেটা।

'ঘুমিয়ে পড়েছিলাম বোধহয়,' কাঁপা গলায় বলল মনিকা। বালির নিচে চাপা পড়ে থাকা পা বের করে এনে দাঁড়ানোর চেষ্টা করল। 'আমার বন্ধুরা আমাকে ফেলে চলে গেছে। বুঝলাম না কেন!···আমি···'

দাঁড়াতে কষ্ট হচ্ছে। টলমল করছে পা। ছেলেটার কাঁধে ভর দিলে পড়ে যেত। রোদের দিকে তাকাতে গিয়ে আপনাআপনি সরু হয়ে এল চোখের পাতা। ধবধবে সাদা বালিতে রোদ যেন চমকাচ্ছে। দূরে চমকাচ্ছে ফিলিপদের সাদা রঙ করা বোট হাউজটা। দেখা যাচ্ছে এখান থেকে।

'তুমি না এলে কি যে হত···' কথা আটকে গেল মনিকার। মাথা ঝাড়া দিয়ে নানচে চুল থেকে বালি ফেলার চেষ্টা করল।

ভেজা, আঠাল বালি চামড়া কামড়ে রেখেছে। সারা গা বালিতে মাখামাখি। ভীষণ চুলকায়। পা চুলকাতে শুরু করল সে।

ছেলেটা বলল। 'না ধুলে কমবে না।'

'ভালমত গোসল করতে হবে,' গুঙিয়ে উঠল মনিকা।

'ফিলিপদের বাড়িতেই তো যাবে তুমি?' পাহাড়ের ওপরের প্রাসাদটা দেখাল ছেলেটা। 'চলো, দিয়ে আসি।'

একা যাওয়ার সাহস করল না মনিকা। রাজি হয়ে মাথা ঝাঁকাল।

'আমার গলা পেঁচিয়ে ধরো। কাঁধে ভর দিয়ে হাঁটো। লজ্জার কিছু নেই। ধরো। নইলে পারবে না।'

নীরবে নির্দেশ পালন করল মনিকা। ছেলেটার ভেজা শরীর ওর নিজের তেতে ওঠা শরীরের তুলনায় আশ্চর্য শীতল মনে হলো। পোড়া চামড়ায় যেন শান্তির পরশ বুলাল। পানিতে ভেজাতেই এমন ঠাণ্ডা হয়েছে হয়তো। পরম নিশ্চিন্তে ভর দিল ছেলেটার কাঁধে।

খুব সুন্দর চেহারা। আড়চোখে তাকিয়ে মনে মনে না বলে পারল না মনিকা। সবচেয়ে সুন্দর ওর চোখ দুটো। মায়াময়। 'আমি মনিকা,' পরিচয় দিল সে। 'মনিকা হাওয়ার্ড। ফিলিপদের বাড়িতে বেড়াতে এসেছি।'

জবাব দিল না ছেলেটা। মনিকাকে ধরে ধরে পাহাড়ের নিচে সিঁড়ির গোড়ায় নিয়ে এল। কাঠের সিঁড়ি উঠে গেছে পাহাড়ের চূড়ায়। ফিলিপ এস্টেটে।

ছেলেটার জবাবের অপেক্ষা করছে মনিকা।

'পোড়া চামড়ায় এক্ষুণি কিছু লাগানো দরকার,' ছেলেটা বলল। 'ফোস্কা পড়ে ঘা হয়ে যাবে নইলে।' নির্দ্বিধায় মনিকার কোমর জড়িয়ে ধরল সে। সরু সিঁড়ি বেয়ে উঠতে সাহায্য করল।

ছেলেটার এই সহজ, নির্বিকার ভঙ্গি খুব ভাল লাগল মনিকার। 'তোমার নামটা কিন্তু বললে না?'

দ্বিধা করল ছেলেটা। 'আমি? অলিভার।'

'কাছাকাছিই থাকো?'

অদ্ভুত হাসি ফুটল ছেলেটার ঠোঁটে। 'নাহ্।'

অবাক লাগল মনিকার। কি বোঝাতে চাইল?

সিঁড়ির মাথায় উঠে এল ওরা। লোহার তৈরি গেট। বন্ধ। ধাক্কা দিল মনিকা। শব্দ হলো। কিন্তু খুলল না গেট।

'সব সময় তালা দেয়া থাকে,' অলিভার বলল। 'চোর-ডাকাতের ব্যাপারে ফিলিপরা খুব সতর্ক। কুত্তাও পালে।' গেটের পাশের ঝোপের ভেতরে খুঁজতে লাগল সে। বেশিক্ষণ লাগল না, পেয়ে গেল কালো একটা বাক্স। ডালা তুলল। ভেতরে ইলেকট্রনিক কীপ্যাড। কয়েকটা নম্বর টিপল। কট করে একটা শব্দ হলো। খুলে গেল গেট।

'তুমি ওদের কোড জানলে কি করে?' জিজ্ঞেস করল মনিকা।

রহস্যময় হাসি হাসল অলিভার। 'আরও অনেক কিছুই জানি আমি।'

অনেকটা শক্তি ফিরে পেয়েছে মনিকা। সাহায্য ছাড়াই হাঁটতে পারছে এখন। টেনিস কোর্ট আর সুইমিং পুল পার হয়ে এসে দাঁড়াল পেছনের আঙিনায়। একটা স্লাইডিং ডোরের ওপাশে জাস্টিনকে দেখতে পেল।

মনিকাকে দেখে অবাক হয়েছে জাস্টিন। দরজা খুলে দৌড়ে বেরিয়ে এল। পরনে সাদা টেনিস খেলার পোশাক। পেছন পেছন বেরোল অ্যাঞ্জেলা আর নিকি।

'মনিকা!' চিৎকার করে উঠল জাস্টিন, 'এতক্ষণে এলে! আমি তো ভাবলাম বহু আগেই ফিরে এসে ঘরে ঘুমিয়ে আছ। ডিসটার্ব করতে যাইনি আর। যা ঘুম দেখলাম তখন চোখে...'

'ভেবেই খুশি থাকো,' তিক্তকণ্ঠে বলল মনিকা। 'আমাকে বালির নিচে সেদ্ধ হওয়ার জন্যে ফেলে এসেছ...'

'আমাদের দোষ দিচ্ছ কেন? তুমিই তো আমাদের বললে বালি চাপা দিয়ে দিতে...'

'চাপা দিতে বলেছি। কিন্তু ফেলে চলে আসতে বলিনি!' ফুঁসে উঠল মনিকা। 'জোয়ার শুরু হয়ে গেছে! আরেকটু হলেই আজ গেছিলাম!...জেগে উঠে দেখি নরক হয়ে গেছে জায়গাটা...রোদ কি! বাপরে বাপ! এমন জানলে কে যেত চামড়া ট্যান করতে! কিন্তু আমাকে ফেলে এলে কেন তোমরা?'

'জানলে আসতাম না। বিশ্বাস করো। ভাবতেই পারিনি এই রোদের মধ্যে তুমি এতক্ষণ বালির নিচে থাকতে পারবে!'

'গেছিলে কোথায় তোমরা?'

জবাব দিল অ্যাঞ্জেলা, 'জাস্টিন জিজ্ঞেস করল, বার্ড স্যাংচুয়ারিটা দেখতে যাব নাকি? রোদের মধ্যে অহেতুক দাঁড়িয়ে না থেকে হাঁটতে লাগলাম। পাখি দেখার পর তোমাকে আনতে যেতে চেয়েছিলাম...'

বাধা দিল জাস্টিন, 'কথা পরেও বলা যাবে। ওর মুখের অবস্থা দেখেছ! তাড়াতাড়ি মলম লাগানো দরকার। নইলে ফোস্কা পড়ে যাবে।'

'বালির নিচ থেকে একা একা বেরোতে পারলে?' জানতে চাইল নিকি।

'পারতাম না,' মনিকা বলল। 'অলিভার সাহায্য না করলে।'

ভুরু কুঁচকে গেল জাস্টিনের, 'কে সাহায্য করেছে?'

'অলিভার...এই তো, আমার সঙ্গেই এসেছে।'

পরিচয় করিয়ে দেয়ার জন্যে ঘুরল মনিকা।

কিন্তু কোথায় অলিভার! কেউ নেই। কখন চলে গেছে টেরও পায়নি মনিকা।

★

শাওয়ারে ভালমত গোসল করল মনিকা। ঢিলেঢালা একটা নীল-হলুদ সানড্রেস পরল।

এক বোতল অ্যালো লোশন আর চামড়ার জ্বলুনি বন্ধ করার এক কৌটা স্কিন ক্রীম নিয়ে ঘরে ঢুকল জাস্টিন। পুরো এক বোতল ফ্রিজের ঠাণ্ডা পানি খাওয়াল মনিকাকে।

বার বার দুঃখ প্রকাশ করছে জাস্টিন। বলল, 'নিজেকে কখনও ক্ষমা করতে পারব না আমি। হাঁটা শেষ করে অন্য পথে বাড়ি ফিরেছি আমরা। বালির ঢিবিগুলোর ভেতর দিয়ে। নইলে তোমাকে দেখতে পেতাম। আমি ভেবেছি...'

'দোষ আমারও আছে। এত রোদের মধ্যে কেউ ঘুমায়! সম্ভব? জেগে থাকলেই তো তোমাদের চলে যেতে দেখলে ডাক দিতে পারতাম।' ড্রেসারের আয়নায় নিজের আগুনের মত লাল হয়ে যাওয়া মুখের দিকে তাকিয়ে রাগ করে বলল মনিকা, 'অ্যানটিহিস্টামিন ট্যাবলেটের জন্যেই হয়েছে এরকম। ঘোড়ার ডিমের ওষুধ দিয়েছে ডাক্তার। এত রোদের মধ্যেও ঘুম পাড়িয়ে দেয়...'

চামড়ায় হাত বোলাতে গিয়ে গুঙিয়ে উঠল সে, 'মাগো, ফোস্কা পড়ে যাবে! তারপর শুরু হবে চামড়া ওঠা। উফ্, মুখের চেহারাটা যা হবে! মাংস খসা ভূত...'

'আরে নাহ্, অত ভেবো না। কিছুই হবে না,' সান্ত্বনা দিতে চাইল জাস্টিন। 'তোমার চুল কিন্তু খুব সুন্দর লাগছে। আগের চেয়ে লম্বা হওয়াতেই বোধহয়। চুলের রঙ আর মুখের রঙে মানিয়ে গেছে।'

কৌটা খুলে এক খাবলা ক্রীম নিয়ে মুখে ঘষতে শুরু করল মনিকা। 'মানাক আর না মানাক, জীবনে আর এই বোকামি করব না আমি।'

★

বাড়িটার অন্য সব কিছুর মতই ডাইনিং রুমটাও বিশাল। অনেক লম্বা।

একধারে মার্বেল পাথরের একটা টেবিল ঘিরে বসল ওরা। পুরো ঘরটাই খালি পড়ে রইল। অনেক বড় একটা ঝাড়বাতি ছাত থেকে ঝুলে আছে ঘরের মাঝখানে বসানো বিরাট টবের ওপর। তাতে হলুদ আর সাদা কৃত্রিম ফুল।

'এত বড় ঘর,' চারদিকে চোখ বোলাতে বোলাতে বলল অ্যাঞ্জেলা, 'আমার অস্বস্তি লাগছে।'

'অস্বস্তির কি হলো?' জাস্টিন বলল, 'যেন পরের বাড়িতে এসেছ। বসো আরাম করে।'

'ঠিক আছে, এই বসলাম,' চেয়ারে জাঁকিয়ে বসার ভঙ্গি করে হাসল অ্যাঞ্জেলা।

'রাতের মেনু কি?' জানতে চাইল নিকি।

মাথা নাড়ল জাস্টিন, 'জানি না। সে দায়িত্ব হিউগির ওপরই ছেড়ে দিয়েছি। দেখে এলাম বার্গার বানাচ্ছে। রান্না এমনিতে খারাপ না ওর। মজা করেই খেতে পারবে। তবে চোখে দেখে না তো, কোনটার মধ্যে কি দিয়ে বসবে কে জানে!' হেসে রসিকতার ঢঙে বলল, 'বার্গারে শুয়োরের বদলে কুত্তার মাংসও দিয়ে ফেলতে পারে।'

ওয়াক ওয়াক শুরু করল নিকি।

হাসল মনিকা। 'চোখের অবস্থা এতটাই খারাপ? চশমা নেয় না কেন?'

ঠোঁট ওল্টাল জাস্টিন। 'কি জানি! কত বলি নিতে, শোনে না। একটা অহেতুক ভয়—চশমা পরলে নাক আর কানের গোড়া নাকি ব্যথা হয়ে যাবে।'

হিউগির সঙ্গে পরিচয় হয়েছে ওদের। হাসিখুশি, কুমড়োর মত গোল, মাঝবয়েসী লোকটার মাথায় অদ্ভুত গোলাপী রঙের টাক। নাকের ডগায় যেন একটা মার্বেল বসিয়ে দেয়া হয়েছে। তার নিচে সরু গোঁফ। জাস্টিন জানিয়েছে এক হপ্তার জন্যে এ বাড়িতে ও-ই একমাত্র কাজের লোক। বাকি সবাইকে ছুটি দিয়ে গেছেন তার আম্মা। তাঁরা ফিরলে তারপর আসবে।

দুই হাতে ধরে রূপার বড় একটা বোল নিয়ে ঘরে ঢুকল হিউগি।

'ওখানে রেখে যাও,' জাস্টিন বলল, 'আমিই বেড়ে দিতে পারব। তুমি বাকি খাবার নিয়ে এসোগে।'

'আচ্ছা,' টেবিলের একধারে বোলটা রাখল হিউগি। সালাদ। 'বার্গারও বানানো হয়ে গেছে। নিয়ে আসছি।'

জুতোর মচমচ শব্দ তুলে ঘর থেকে চলে গেল সে।

উঠে গিয়ে ওদের দিকে পেছন করে চীনামাটির প্লেটে সালাদ বাড়তে শুরু করল জাস্টিন। ওখান থেকেই বলল, 'এত বেশি ব্যস্ত ছিলাম ক্যাম্প থেকে আসার পর, তোমাদের কোন খোঁজই নিতে পারিনি এতদিন। সব সময় মনে হয়েছে তোমাদের কথা। কতবার যে ভেবেছি চিঠি লিখব, লেখা আর হয়ে ওঠেনি। কিছু মনে কোরো-না।'

মনিকা জিজ্ঞেস করল, 'এতক্ষণ পর মাপ চাওয়াচাওয়ি কেন?'

'এখন মনে পড়ল তাই…'

খাবার বাড়ায় হাত চালু নয় জাস্টিনের। সময় লাগল। সবাইকে একটা করে প্লেট দিয়ে নিজেরটা নিয়ে গিয়ে চেয়ারে বসল।

চামচ তুলে নিয়ে খেতে শুরু করল ওরা।

'এখন বলো,' সালাদ চিবাতে চিবাতে বলল জাস্টিন, 'গত এক বছরে কার কি নতুন অভিজ্ঞতা হয়েছে?…একসঙ্গে হই-হই করে উঠো না সবাই। কারোরটাই শোনা যাবে না শেষে।'

এক টুকরো শসা তুলে মুখে দিল মনিকা। ভাবছে, কি বলবে। বছরটা তেমন ভাল যায়নি তার। বড়ই একঘেয়েভাবে কেটেছে। নতুন কিছু ঘটেনি।

নিকি আর অ্যাঞ্জেলার দিকে তাকাল সে। অবাক হয়ে দেখল বিকৃত হয়ে যাচ্ছে নিকির চেহারা।

'কি ব্যাপার…' জিজ্ঞেস করতে গেল মনিকা।

কথা শেষ হলো না তার। বিকট এক চিৎকার দিয়ে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল নিকি। ঠেলা লেগে চেয়ারটা মেঝেতে উল্টে পড়ল ঠাস করে।

চার

চেঁচিয়েই চলেছে নিকি। কারও দিকে তাকাচ্ছে না। চুল খামচে ধরেছে।

'কি, নিকি? কি হয়েছে?' ব্যস্তভাবে জানতে চাইল জাস্টিন।

থরথর করে কাঁপছে নিকি। একটা হাত চুল থেকে সরিয়ে এনে সালাদের প্লেটের দিকে ইঙ্গিত করল। নিজে তাকাল না।

পাশে কাত হয়ে প্লেটে কি আছে দেখল মনিকা। নিকির মতই চোখ-মুখ বিকৃত হয়ে গেল তারও। লেটুস পাতার মধ্যে নড়ছে একটা বাদামী রঙের কেঁচো।

অ্যাঞ্জেলা উঠে এসে নিকির কাঁধে হাত রাখল, 'কি?'

'কেঁচো!' মনিকা বলল।

দুই হাতে মুখ ঢাকল নিকি। 'আ-আমি…যদি মুখে চলে যেত…ওহ্, মাগো!' কেঁপে উঠল সে।

নিকির গলা জড়িয়ে ধরে ওকে শান্ত করার চেষ্টা করল অ্যাঞ্জেলা।

চিৎকার করে হিউগির নাম ধরে ডাকতে লাগল জাস্টিন।

আস্তে করে মুখ থেকে হাত সরাল নিকি। 'সরি! একটা কাণ্ডই করে ফেললাম। কিন্তু কি করব? যা ভীষণ ভয় লাগে আমার। সেবার ক্যাম্পে দেখোনি শুঁয়াপোকা দেখে কি করেছিলাম!…আমি আসলে মানুষকে জ্বালাই খুব।'

'থাক ওসব কথা,' মনিকা বলল।

ক্যাম্পের কথা উঠতেই দুর্ঘটনাটার কথা আবার মনে পড়ে গেল তার। কিন্তু ভাবতে চাইল না। এখানে এসেছে আনন্দ করার জন্যে। উল্টোপাল্টা ভেবে মন খারাপ করলে মজাই নষ্ট হবে কেবল।

ছুটতে ছুটতে এল হিউগি। ওর লাল মুখ আরও টকটকে হয়ে গেছে। 'কি হয়েছে, মিস?'

'সালাদে কেঁচো এল কি করে?' ধমকের সুরে জিজ্ঞেস করল জাস্টিন।

মুহূর্তের জন্যে হাঁ হয়ে গেল হিউগি। সামলে নিল দ্রুত। নিকির প্লেটটা টেনে নিয়ে কেঁচোটা দেখল। 'আমাদের বাগানের লেটুসই তো দিলাম। কি করে যে এল…' সালাদের বোল আর প্লেটগুলো গুছিয়ে নিয়ে তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে গেল সে।

ও চলে যাওয়ার পর অ্যাঞ্জেলা বলল, 'এটা কোন কৈফিয়ত হলো—আমাদের বাগানের লেটুসই তো দিলাম? যে কোন বাগানেই কেঁচো থাকতে পারে…কি বোঝাতে চাইল সে?'

'কি আর বোঝাবে?' হেসে বলল মনিকা। 'হয়তো বলল কেঁচোটাও আমাদের বাগানেই জন্মেছে।'

'মাঝে মাঝে বড়ই উদ্ভট আচরণ করে হিউগি,' মুখ কালো করে মাথা নাড়তে নাড়তে জাস্টিন বলল। 'ওর চশমা নেয়া জরুরী। চোখে দেখলে আর কেঁচো দিত না।'

নিচু হয়ে চেয়ারটা তুলে নিল নিকি। অনেকটা সামলে নিয়েছে। আঙুল চালিয়ে পেছনে সরান সামনে চলে আসা কালো চুল। সবুজ চোখে উজ্জ্বলতা ফিরে আসছে।

ওর দিকে তাকিয়ে ভাবছে মনিকা। তিন বান্ধবীর মধ্যে নিকিকে সবচেয়ে বেশি পছন্দ করে সে। কেন করে জানে না। করার কথা নয়। নিকি অতিরিক্ত আবেগপ্রবণ, অস্থিরতা বেশি, স্বভাবে ওর নিজের সঙ্গে মেলে না। নিকির চেয়ে অনেক বেশি শান্ত সে। অনেক কিছু মুখ বুজে সহ্য করতে পারে···

জাস্টিনের কথায় ভাবনা কেটে গেল তার। বিশ্রী ঘটনাটা ভুলিয়ে দেয়ার জন্যে নতুন প্রসঙ্গে চলে গেল জাস্টিন, 'মনিকা, তখন একটা ছেলের কথা বলেছিলে। বালি খুঁড়ে বের করে এনেছিল তোমাকে?'

'ঠিক। বলো না ওর কথা, শুনি?' চশমাটা নাকের ওপর ঠেলে তুলে দিয়ে আগ্রহের সঙ্গে মনিকার দিকে তাকাল অ্যাঞ্জেলা।

বড় রুপার ট্রে-টা নিয়ে ঘরে ঢুকল হিউগি। চীজবার্গারে বোঝাই। টেবিলে নামিয়ে রেখে চলে গেল। ফিরে এল এক বোল ফ্রেঞ্চফ্রাই নিয়ে।

যার যার প্লেটে বার্গার তুলে নিল ওরা।

মনিকা বলল, 'ও বলল ওর নাম অলিভার। সাঁতার কেটে উঠে নাকি আমার চিৎকার শুনতে পেয়েছে।'

'সাঁতার কেটেছে? আমাদের সৈকতে?' চোখের পাতা সরু করে ফেলল জাস্টিন। 'দেখতে কেমন?'

'ভালই তো। বেশ লম্বা। কোঁকড়া কালো চুল। সবচেয়ে সুন্দর ওর চোখ দুটো।'

'ওর নাম অলিভার বলল?'

মাথা ঝাঁকাল মনিকা।

'আশ্চর্য! কখনও দেখিনি ওকে,' চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল জাস্টিন। 'আমাদের সৈকতে কখনও কোন ছেলেকে ঢুকতে দেখিনি।'

'আমার মনে হয় দেখলে চিনতে পারবে,' মনিকা বলল। 'তোমাদের পেছনের গেট খোলার কোড জানে ও।'

জাস্টিনের চীজবার্গারটা হাত থেকে প্রায় খসে পড়ে গেল প্লেটের ওপর। 'বলো কি!'

'ও-ই আমাকে গেট খুলে দিল। নইলে ঢুকলাম কি করে?'

'অসম্ভব!' ভয় দেখা দিল জাস্টিনের নীল চোখে। 'একটা অচেনা ছেলে আমাদের গেট খোলার কোড জানে! সত্যি বলছ, মনিকা? রোদের মধ্যে কতক্ষণ পড়েছিলে তুমি, বলো তো?'

'অনেকক্ষণ। কেন?'

'ভুল দেখোনি তো? হ্যালুসিনেশন? বাস্তবে হয়তো ওরকম কোন ছেলে ছিলই না। তুমি কল্পনা করেছ।'

'আহ্, কল্পনায় আমিও যদি অলিভারকে দেখতে পেতাম!' হালকা গলায় রসিকতা করল অ্যাঞ্জেলা।

হেসে উঠল নিকি।

রাগ লাগল মনিকার। জোর দিয়ে বলল, 'কল্পনা করিনি। ও আছে। আমাকে বাঁচিয়েছে। বালি খুঁড়ে বের করেছে।' বার্গারে কামড় বসাল সে। ফাঁক দিয়ে ফুড়ুত করে বেরিয়ে কোলের ওপর পড়ল টমেটো সসের কোঁটা। 'আরে দূর! খাওয়াও ভুলে গেলাম নাকি আজ!' কাপড় থেকে সস মুছতে লাগল সে।

'কিন্তু কোন ছেলে থাকে না আমাদের বাড়ির আশেপাশে,' জাস্টিন বলল। 'আর আমাদের গেটের কোড জানা তো অসম্ভব। এমন কোন্ ছেলে···'

আচমকা কি মনে পড়ায় থেমে গেল সে। হাঁ হয়ে যাচ্ছে মুখ। তাড়াতাড়ি হাত তুলে চাপা দিল। বোধহয় চেঁচিয়ে উঠতে যাচ্ছিল। চওড়া হয়ে গেল নীল চোখ। গভীর ভাঁজ পড়ল কপালে।

ওর ভাবভঙ্গিতে চমকে গেল নিকি। 'কি হলো, জাস্টিন? বার্গারেও কেঁচো পেলে নাকি?' তাড়াতাড়ি নিজের আধখাওয়া বার্গারটা চোখের সামনে এনে দেখতে শুরু করল সে।

ওর কথা যেন কানেই ঢোকেনি জাস্টিনের। আনমনে মাথা নেড়ে বলল, 'আশ্চর্য!' মনিকার দিকে তাকিয়ে আছে। 'এ কি করে সম্ভব?'

'কোনটা? কী কি করে সম্ভব? এমন রহস্য করে কথা বলছ কেন?' জানতে চাইল মনিকা।

'এতক্ষণে বুঝতে পেরেছি, ও কে!' কণ্ঠস্বর খাদে নামিয়ে ফেলেছে জাস্টিন। 'সত্যি দেখেছ তুমি ছেলেটাকে, মনিকা, মিথ্যে বলোনি। হ্যালুসিনেশনও নয়। কিন্তু ও ছেলে নয়, মনিকা, ছেলে নয়!'

'কি আবল-তাবল বকছ?'

'ছেলেই ও,' টেবিলে ফেলে রাখা জাস্টিনের হাতটা অল্প অল্প কাঁপছে, দেখতে পেল মনিকা। 'কিন্তু বেঁচে নেই। ওটা ভূত। মরে যাওয়া একটা ছেলের ভূত!'

পাঁচ

হেসে ফেলল মনিকা। 'ভয় দেখানোর চেষ্টা করছ? পাব না। কারণ আমি নিজের চোখে দেখেছি ওকে। ভূতফুত কিছু না। ও বলল ওর নাম অলিভার।'

'আমিও ওকে জ্যান্তই ভেবেছিলাম,' ফিসফিস করে বলল জাস্টিন, 'যখন প্রথম দেখেছিলাম। কিন্তু ও জ্যান্ত নয়। ভূত।'

চকচক করছে নিকির সবুজ চোখ। 'তারমানে বলতে চাইছ তোমাদের বাড়িতে ভূত আছে?'

মাথা ঝাঁকাল জাস্টিন। লম্বা জানালাটার দিকে আঙুল তুলল। পেছনের আঙিনা দেখা যায়। 'ওই গেস্ট হাউসে বাস করে। বেশির ভাগ ওখানেই দেখেছি ওকে।'

'তারমানে অনেকবার দেখেছ?' জিজ্ঞেস করল নিকি।

প্লেটটা সামনে থেকে ঠেলে সরিয়ে দিল অ্যাঞ্জেলা। জাস্টিনের দিকে তাকিয়ে আছে।

হালকা হাসি ফুটেছে মনিকার ঠোঁটে। জাস্টিনের কথা বিশ্বাস করছে না।

'একবার দেখেছি টেনিস কোর্টে,' জাস্টিন বলল। ওর নীল চোখের দৃষ্টি দ্রুত নড়াচড়া করছে তিনজনের ওপর। 'সাদা, কড়া মাড় দিয়ে ইস্তিরি করা পুরানো ধাঁচের পোশাক পরে ছিল। হাতে কাঠের তৈরি একটা টেনিস র‍্যাকেট। আগের কালে যে জিনিস দিয়ে খেলত টেনিস প্লেয়াররা। খুব মন খারাপ করে রেখেছিল। ওর দিকে তাকিয়ে হাত নেড়েছিলাম আমি।'

'টেনিস খেলেছ নাকি ওর সঙ্গে?' হেসে জিজ্ঞেস করল মনিকা।

রসিকতায় কান দিল না জাস্টিন। প্রশ্নটা এড়িয়ে গিয়ে বলল, 'আমার দিকে ঘুরেই বুঝল আমি ওকে দেখছি। কয়েক সেকেন্ড বিষণ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল আমার দিকে। তারপর উধাও হয়ে গেল।' তুড়ি বাজাল সে। 'একেবারে বাতাসে মিলিয়ে গেল যেন।'

চোখের পাতা সরু করে জাস্টিনের দিকে তাকাল মনিকা, 'সত্যি সত্যি বলছ?'

'হ্যাঁ। একটুও বানিয়ে বলিনি।'

'কিন্তু আমি যাকে দেখলাম সে তো বাস্তব! দুই হাতে বালি সরাল। হাত ধরে টেনে তুলল আমাকে। ওকে স্পর্শ করেছি আমি। ওর গলা জড়িয়ে ধরে কাঁধে ভর দিয়ে হেঁটেছি। স্বাভাবিক মানুষের মত শক্ত কাঁধ। বাতাস কিংবা ছায়া নয়।'

'ওর কোন কিছুই অস্বাভাবিক লাগেনি?'

'তা লেগেছে!' দ্বিধায় পড়ে গেল মনিকা। 'ওর গা খুব ঠাণ্ডা ছিল। কিন্তু...'

'দেখলে?' টেবিলে চাপড় মারল জাস্টিন। 'গা ঠাণ্ডা। মরা মানুষের গা ঠাণ্ডা থাকে, মনিকা। লাশ।'

'কিন্তু ও আমাকে বলেছে সাঁতার কেটে উঠে এসেছে। পানিতে বেশিক্ষণ থাকলে মানুষের শরীর ঠাণ্ডা হয়ে যায়।'

'হয়, কিন্তু এক্ষেত্রে তা হয়নি,' মাথা নাড়ল জাস্টিন। 'তোমাকে ভুল বুঝিয়েছে। সাঁতার কেটে ঠাণ্ডা হয়নি, হয়েছে মৃত বলে। একশো বছর আগে মারা গেছে ও।'

'তুমি জানলে কি করে?' উত্তেজিত হয়ে উঠেছে নিকি। কপালে এসে পড়া এক গোছা চুল আঙুলে পেঁচিয়ে টানতে লাগল। 'ভূতটার সঙ্গে কথা

বলেছ?'

'না,' নিকির দিকে ফিরল জাস্টিন। 'জায়গাটা আমরা কেনার সময় জমির দালাল লোকটা বলেছিল এই গল্প। একশো বছর আগে গেস্ট হাউসে নাকি খুন হয়েছিল ছেলেটা। খুনী ধরা পড়েনি। তার পর থেকে এবাড়িতে এবং বাড়ির আশেপাশে ঘুরে বেড়ায় ছেলেটার ভূত। একা একা হাঁটতে যায়, সাঁতার কাটে, বাগানে ঘুরে বেড়ায়।'

বরফ মেশানো চায়ে লম্বা চুমুক দিল সে। 'তিনবার দেখেছি আমি ওকে। শেষবার তো অনেক কাছে চলে এসেছিল। মনে হলো কিছু বলবে আমাকে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বলল না। আমি ওকে 'হালো' বলার সঙ্গে সঙ্গে গায়েব হয়ে গেল।'

'বাপরে!' মাথা নেড়ে বিড়বিড় করে কি বলতে লাগল নিকি।

'দেখতে কিন্তু খুব সুন্দর ও,' জাস্টিন বলল। 'চেহারা আর পোশাক যদিও সবই পুরানো।'

'অদ্ভুত কথা শোনালে!' আস্তে করে বলল অ্যাঞ্জেলা। জোরে বলতে ভয় পাচ্ছে যেন।

'ওকে আমার দেখতে ইচ্ছে করছে,' নিকি বলল। 'ভূত আছে একথা আমি বিশ্বাস করি। চিরকালই আমার দেখার শখ।'

'ওর গা-টা অতিরিক্ত ঠাণ্ডা ছিল!' চিন্তিত ভঙ্গিতে নিজেকেই যেন প্রশ্ন করল মনিকা, 'এত রোদের মধ্যেও কি করে এত ঠাণ্ডা হয়? লাশের গায়ের মত?' কেঁপে উঠল সে। 'কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছি না একটা ভূত এসে আজ বিকেলে আমাকে বাঁচিয়েছে!'

হো-হো করে হেসে উঠল জাস্টিন। 'তাহলে কোরো না।'

অবাক হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে রইল মনিকা। 'মানে?'

'মিথ্যে কথা বললাম,' হাসতে হাসতে বলল জাস্টিন। ওর নীল চোখে আলোর ঝিলিক।

'মানে?' চিৎকার করে উঠল মনিকা।

নাকের ওপর চশমাটা ঠেলে দিল অ্যাঞ্জেলা। স্তব্ধ হয়ে গেছে।

'সব বানিয়ে বলেছি,' বন্ধুদের ঠকাতে পেরে খুব মজা পাচ্ছে জাস্টিন। 'পুরোটাই বানানো গপ্পো। এখানে কোন ভূতুড়ে ছেলে নেই। কোনকালে ছিল না। গেস্ট হাউসে কখনও খুন হয়নি। টেনিস কোর্টে বিষণ্ন চেহারার কোন ছেলের সঙ্গেও দেখা হয়নি আমার।'

'জাস্টিন!' চিৎকার করে উঠল মনিকা। রেগে গেছে। মারবে যেন।

হাসির দমকে ফুলে ফুলে উঠছে জাস্টিন।

'আমি সত্যি সত্যি বিশ্বাস করে ফেলেছিলাম!' হতাশ কণ্ঠে বলল নিকি।

'আমিও,' অ্যাঞ্জেলা বলল।

'ইস্, ভিডিও রেকর্ডারটা সঙ্গে রাখা উচিত ছিল!' হেসেই চলেছে জাস্টিন। 'তোমাদের চেহারাগুলো রেকর্ড করে রাখতে পারতাম।' মনিকার দিকে তাকাল সে। 'তুমি আমাকে আজ সত্যি অবাক করলে, মনিকা।

ক্যাম্পে তোমাকে কখনও ভয় দেখানো যেত না। যত দুনিয়ার ভূতপ্রেত আর ভয়ের গল্প বলে তুমিই আমাদের ভয় দেখাতে। তুমি কি করে আমার বানানো গপ্পো বিশ্বাস করে বসলে?'

গাল লাল হয়ে যাচ্ছে, বুঝতে পারছে মনিকা। চিলের মত চেঁচিয়ে উঠল, 'কিন্তু একটা ছেলে যে বাঁচিয়েছে আমাকে, সেটা তো মিথ্যে নয়! নামও বলল, অলিভার। আমাকে গেটের কাছে পৌঁছে দিয়ে স্রেফ গায়েব হয়ে গেল।'

'তাই নাকি! সত্যি!' বিশ্বাস করল না জাস্টিন। হাসতেই থাকল।

ভ্রূকুটি করল মনিকা। কে এই অলিভার?

★

সেদিন রাতে। দোতলার বেডরুমে শুয়ে আছে মনিকা। ঘুম আসছে না। খানিকক্ষণ গড়াগড়ি করে উঠে গিয়ে বড় জানালার সাদা পর্দা সরিয়ে বাইরে তাকাল। সৈকতে আছড়ে পড়া ঢেউয়ের শব্দ কানে আসছে একটানা।

পেছনের লনে তির্যক ভঙ্গিতে হলদে আলো ফেলছে সার্চলাইট। টেনিস কোর্ট আর সুইমিং পুলের চারপাশে এত আলো, প্রায় দিনের আলোর মতই স্পষ্ট করে তুলেছে।

ডিনারের পর ভিসিআরে একটা ছবি দেখেছে ওরা। পুরানো আমলের গল্প নিয়ে হাসির ছবি। নাকের ওপর চশমা ঠেলে দিয়ে নাকমুখ কুঁচকে অ্যাঞ্জেলা মন্তব্য করেছে, 'দাদার আমলের ওই মেয়েগুলো গবেট ছিল একেকটা। ছেলেদের খুশি করার চেষ্টা ছাড়া আর কিছুই যেন জানত না।'

'হ্যাঁ,' আনমনে জবাব দিয়েছে মনিকা, 'এখনকার মেয়েদের চেয়ে অন্য রকমই।'

সিনেমা দেখা শেষ করে 'গুডনাইট' জানিয়ে ওপরে চলে এসেছে ওরা, যার যার ঘরে। ঘুম ঘুম লাগছিল মনিকার। রোদে পোড়া চামড়ার জ্বালা কমানোর জন্যে ঘরে এসেই গরম পানিতে গোসল করেছে আরেকবার। বিছানায় আরাম করে শোয়ার জন্যে লম্বা একটা নাইটশার্ট গায়ে দিয়ে আরেক খাবলা ক্রীম মেখেছে মুখে।

হাই তুলতে তুলতে এসে দাঁড়িয়েছে দরজার কাছে। কাঁচের দরজায় হেলান দিয়ে তাকিয়েছে পেছনের আঙিনার দিকে। ঘুমানোর আগে শেষবারের মত তাকানোর কৌতূহল দমাতে পারেনি। এত সুন্দর, বিলাসবহুল ঘরে আর রাত কাটায়নি সে। আলো, সাজানো বাগান, পাহাড়ের নিচ থেকে ভেসে আসা সাগরের ঢেউয়ের মৃদু শব্দ রাতের পরিবেশকে যেন পরীর রাজ্যে রূপান্তরিত করেছে।

গেস্ট হাউজের জানালার দিকে চোখ পড়তে আটকে গেল দৃষ্টি। অস্ফুট শব্দ বেরিয়ে এল মুখ থেকে।

সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে, গালে হাত ঠেকিয়ে, চোখ সরু করে, তীক্ষ্ণ করল দৃষ্টি। ভালমত তাকাল।

হ্যাঁ।

একটা ছায়া নড়ছে গেস্ট হাউজের জানালায়।

একটা ম্লান আলো জ্বলছে।

কেউ আছে ওখানে। আরও ভালমত দেখার জন্যে কাঁচের গায়ে নাক ঠেসে ধরল।

জানালার কাঁচে এসে পড়া ছায়া দেখে ছায়ার মালিককে চেনার চেষ্টা করল।

অলিভার?

ভূত?

কঠিন একটা হাত কাঁধ চেপে ধরল মনিকার।

ছয়

আতঙ্কে চিৎকার করে উঠল সে। চরকির মত পাক খেয়ে ঘুরে দাঁড়াল। ভূতের দিকে তাকিয়ে আরেকবার চেঁচিয়ে ওঠার জন্যে ফাঁক হয়ে গেল ঠোঁট।

কিন্তু বেরোল না চিৎকারটা।

'সরি, মনিকা,' কাঁধ থেকে হাত সরিয়ে নিচু স্বরে বলল জাস্টিন, 'তুমি এতটা ভয় পেয়ে যাবে ভাবিনি।'

'জাস্টিন! আ-মি…আমি…' জোরে জোরে নিঃশ্বাস পড়ছে মনিকার। এখনও যেন কাঁধে জাস্টিনের হাতের স্পর্শ লেগে রয়েছে।

'এত মনোযোগ দিয়ে কি দেখছিলে?' জানতে চাইল জাস্টিন।

সরে এসে পর্দাটা টেনে দিল মনিকা। 'গেস্ট হাউজের জানালায় কার যেন ছায়া দেখলাম।'

'তাই?' অবাক হলো জাস্টিন। দরজার কাছে এসে আবার সরাল পর্দাটা।

'শুধু ছায়া না,' মনিকা বলল, 'আলোও দেখেছি।'

'তা কি করে হয়?' মাথা নাড়তে লাগল জাস্টিন। 'গেস্ট হাউজে কেউ থাকে না। হিউগি ছাড়া বাড়িতে অন্য কোন লোকও নেই যে থাকতে যাবে।'

'কিন্তু আমি দেখেছি…'

'সার্চলাইটের আলোর প্রতিফলন দেখে থাকবে হয়তো,' দরজার কাছ থেকে সরে এল জাস্টিন। 'আলো অতিরিক্ত উজ্জ্বল। এত আলো দেখলে চোর-ডাকাত ঢুকতে সাহস করবে না ভেবে লাগিয়েছে বাবা। কিন্তু বাড়াবাড়ি রকমের বেশি। আমার ভাল লাগে না।' মনিকার দিকে সরাসরি তাকাল সে। 'জানালায় প্রতিফলনই দেখেছ, অন্য কিছু না।'

'হবে হয়তো,' অনিশ্চিত শোনাল মনিকার কণ্ঠ।

'তোমার কিছু লাগবে কিনা দেখতে এসেছিলাম।'

'না, লাগবে না,' হাই তুলল মনিকা। 'রোদ আমার বারোটা বাজিয়ে

দিয়েছে, আজকে।'

'হুঁ, আসলেই খুব কড়া ছিল। অনেক পুড়েছে।'

জাস্টিনের বলার ভঙ্গিটা ভাল লাগল না মনিকার। কেমন যেন! ওর দুর্গতিতে মায়া হচ্ছে মনে তো হলোই না, বরং যেন খুশি হয়েছে।

দূর! কি যা-তা ভাবছি! শরীর, মগজ অতিরিক্ত ক্লান্ত হয়ে গেছে আমার। সেজন্যেই যতসব উল্টোপাল্টা দেখা, আজেবাজে ভাবনা···ঘুমালেই ঠিক হয়ে যাবে।

জাস্টিনকে গুডনাইট জানিয়ে আলো নিভিয়ে দিল সে। মখমলের চাদরে ঢাকা নরম বিছানায় উঠে এল।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যে হারিয়ে গেল ঘুমের অতলে। কিন্তু এর মধ্যেও অবচেতন মনে আটকে রইল অলিভারের চেহারাটা। ঘুমের মধ্যেও এসে দেখা দিল সে।

★

এক ঘুমে পার করে দিল রাতটা। পরদিন সকালে ঘুম ভাঙলে শরীর টানটান করে পড়ে রইল নরম বিছানায়।

পর্দার ফাঁক দিয়ে ঘরে এসে পড়ছে সকালের রোদ। একটা দরজা কয়েক ইঞ্চি ফাঁক হয়ে আছে। সেটা দিয়ে ঢুকছে সাগরের নোনা গন্ধ। কানে আসছে সৈকতে আছড়ে পড়া ঢেউয়ের শব্দ।

গায়ের চাদর সরিয়ে উঠে বসল মনিকা। বিলাসবহুল ঘর। দামী দামী আসবাব আর জিনিসপত্রে ঠাসা।

বিছানার ঠিক উল্টো দিকে বসানো চেরিকাঠের একটা আয়না লাগানো ড্রেসার। তাতে রাখা নানা ধরনের পারফিউমের শিশি। পাশে মানানসই চেস্ট অভ ড্রয়ারস। দেয়াল ঘেঁষে বসানো একটা ছোট লেখার টেবিল। লেখার জন্যে প্রয়োজনীয় কাগজ, কলম আর অন্যান্য জিনিস সাজানো রয়েছে টেবিলের ওপর। এককোণে সুন্দর ফুলদানীতে রাখা একগোছা তাজা ফুল।

টেবিলের পাশে বাথরুমের দরজা। ওর মতে সবচেয়ে সুন্দর হলো বাথরুমটা। গত রাতে বিরাট বাথটাবে পানিতে গা ডুবিয়ে বসে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব দেখেছে। পুরো ছাত জুড়ে সাগরকন্যার ছবি আঁকা।

ভাবছে মনিকা, এ রকম বাড়িতে সব সময় প্রাচুর্যের মধ্যে থাকতে, দামী দামী জিনিস ব্যবহার করতে কেমন লাগে জাস্টিনের? কখনও কি খেয়াল করেছে এই বাড়ি, বাড়ির ঘর আর জিনিসপত্রগুলো কতটা সুন্দর?

বড়লোকেরা বোধহয় করে না—নিজেই নিজের প্রশ্নের জবাব দিল মনিকা।

জাস্টিনের বান্ধবী হলেও ওদের পরিবার সম্পর্কে খুব একটা জানে না সে। জাস্টিনের বাবা অরিগন ফিলিপ একজন বিরাট ব্যবসায়ী। পৃথিবীর উন্নত দেশগুলোর বড় বড় শহরে তাঁর ব্যবসা ছড়িয়ে আছে। মাঝে মাঝে ফোনে জাস্টিনের সঙ্গে কথা বলেন তিনি। কখনও ভিয়েনা, কখনও স্টকহোম, কখনও বার্সেলোনা থেকে।

মিসেস ফিলিপও পারতপক্ষে বাড়িতে থাকতে চান না। স্বামীর সঙ্গে সঙ্গে দেশে-বিদেশে ঘুরে বেড়ান।

এত বড় বাড়িতে একা থাকতে নিশ্চয় ভাল লাগে না জাস্টিনের। হিউগি লোকটা ভাল, কিন্তু জাস্টিনের সঙ্গী হওয়ার উপযুক্ত নয় কোন দিক দিয়েই।

বিছানা থেকে নেমে এসে ড্রেসারের সামনে বসল মনিকা। আয়নায় গালের পোড়া দাগগুলো দেখতে লাগল। এখনও লাল হয়ে আছে চামড়া। ভুরু উঁচু করলে, নাক কুঁচকালে, এমনকি হাসতে গেলেও চামড়ায় টান পড়ে ব্যথা লাগে।

নিজের প্রতিবিম্বের দিকে তাকিয়ে ভাবতে লাগল, ওর নিশ্চয় মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল, নইলে রোদের মধ্যে সৈকতে শুতে যাবে কেন? কেনই বা বলবে বালি দিয়ে ওর শরীর ঢেকে দিতে? সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার, এত রোদের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়াটা। নিশ্চয় অ্যান্টিহিস্টামিনের প্রতিক্রিয়া। এ ছাড়া এই অদ্ভুত কাণ্ড করার আর কোন যুক্তিই খুঁজে পাচ্ছে না সে।

আবার খানিকটা অ্যালো জেল মুখে মাখল মনিকা। দ্রুত কাপড় পরে নিল—হলুদ টি-শার্ট, কালো স্প্যানডেক্স শর্টস। সাদা স্নীকার পায়ে দিয়ে নিকি আর অ্যাঞ্জেলার ঘরের পাশ কাটিয়ে এসে নিচতলার সিঁড়ির দিকে এগোল। ওদের দুজনের দরজা এখনও বন্ধ।

ঘড়ি দেখল সে। ন'টা বাজে। রাতে তো সকাল সকালই শুতে গিয়েছিল সবাই। এত বেলা করে ঘুমাচ্ছে কেন? ঘরে রোদ ঢুকছে, তারপরেও শুয়েই আছে! নিশ্চয় এত আরামের বিছানা ছেড়ে উঠতে ইচ্ছে করছে না।

নিচে নেমে জাস্টিনকে পেল রান্নাঘরে। সাদা শর্টস আর হালকা গোলাপী টপ পরেছে ও। মনিকাকে দেখে বলল, 'নাস্তার জন্যে ফ্রুট সালাদ, বিস্কুট আর সসেজ বানিয়েছে হিউগি।' কাউন্টারে রাখা সাদা চীনামাটির বোল আর প্লেটগুলো দেখাল, 'ওই যে। নিয়ে নাও।'

'নিকি আর অ্যাঞ্জেলা এখনও ঘুমাচ্ছে,' মনিকা বলল।

'ক্যাম্পেও তো এইই করত,' জাস্টিন বলল, 'দুপুরের আগে উঠতেই চাইত না নিকি।'

'আর নিকি যা করে, অ্যাঞ্জেলাও সেটাই করতে চায়,' হাসল মনিকা। 'ঘুমাকগে। নাস্তা খেয়ে গিয়ে আমরা বরং একটু টেনিস খেলি, কি বলো?' বোল থেকে একটা প্লেটে চামচ দিয়ে ফ্রুট সালাদ তুলতে লাগল। টেনিস সে ভাল খেলে। রেড হিল ক্যাম্পে, মনে আছে, একমাত্র জাস্টিনই তার প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পারত। এখন নিশ্চয় আরও ভাল খেলে জাস্টিন। শুনেছে ক্যাম্প থেকে আসার পর খেলা শেখানোর জন্যে একজন কোচ রেখে দিয়েছেন ওর বাবা।

'ঠিক আছে, খেলব,' ভঙ্গিতেই বোঝা গেল, তেমন ইচ্ছে নেই জাস্টিনের। 'তবে এক গেম। এই রোদের মধ্যে বাইরে থাকাটা তোমার উচিত হবে না। চামড়ার আরও ক্ষতি হবে।'

'সাবধানে থাকব, কিছু হবে না।'

★

মোটেও জমল না টেনিস খেলা। একটা মারও ঠিকভাবে মারতে পারল না জাস্টিন। ক্যাম্পে তো এ রকম ছিল না! অন্যমনস্ক হয়ে আছে নাকি?

'চোখে রোদ লাগছে,' নাকমুখ কুঁচকে বলল জাস্টিন।

সাইড বদল করল ওরা।

তাতেও জাস্টিনের খেলার কোন পরিবর্তন হলো না। আগের বারের মতই উল্টোপাল্টা মারতে লাগল। এদিক মারলে ওদিক চলে যায়, ওদিক মারলে সেদিক। নতুন র‍্যাকেট হাতে নিলে যা হয়, একেবারে আনাড়ি খেলোয়াড়ের মত। কোচ রেখে আরও অধঃপতন ঘটল নাকি তার?

'কি যে হলো কে জানে। হাত অচল হয়ে আছে। নড়তেই চাইছে না।' রাগ করে র‍্যাকেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিল জাস্টিন, 'দূর, খেলবই না!'

'খেলতে থাকো। ঠিক হয়ে যাবে। কিংবা খানিকক্ষণ জগিং করে নাও। হাত-পায়ের আড়ষ্টতা কাটুক।'

মুখ বাঁকাল জাস্টিন। মাথা নাড়ল, 'হবে না।' মনিকার দিকে তাকাচ্ছে না। 'অনেক দিন প্র্যাকটিস নেই,' বিড়বিড় করে বলল। 'এ বছর খেলার সময়ই পাইনি।'

পাশে এসে দাঁড়াল মনিকা। আলতো করে হাত রাখল কাঁধে। মোলায়েম গলায় জিজ্ঞেস করল, 'তোমার কি হয়েছে, বলো তো?'

মুখ তুলে তাকাল জাস্টিন। নীল চোখ বড় বড় হয়ে গেছে। 'কি আবার হবে?'

'মন খারাপ হয়েছে।'

'তাই বা হবে কেন?'

'আমাদের দেখে নিশ্চয় গত বছরের দুর্ঘটনাটার কথা মনে পড়ে গেছে তোমার। বোনের কথা ভেবে কষ্ট হচ্ছে...'

লাল হয়ে উঠল জাস্টিনের গাল। একটানে চুলের ব্যান্ড খুলে এনে ঝাঁকি মেরে ছড়িয়ে দিল সোনালি চুলগুলো। মনিকার চোখ থেকে চোখ সরিয়ে মুখ নিচু করে বলল, 'প্লীজ, শারমিনের কথা তুলো না! আমার ভাল লাগে না!'

'আচ্ছা আচ্ছা, বলব না। তোমার মনের অবস্থা বুঝতে পারছি, জাস্টিন,' সহানুভূতির সুরে মনিকা বলল। 'শারমিনের কথা ভাবলে আমাদেরই বুকের মধ্যে টনটন করে ওঠে...'

'মিথ্যে কথা!' চাবুকের মত শপাং করে উঠল জাস্টিনের কণ্ঠ।

চমকে গেল মনিকা। বোকা হয়ে তাকিয়ে রইল জাস্টিনের দিকে। ওর মেজাজের এই হঠাৎ পরিবর্তনের কোন কারণ বুঝতে পারল না।

'সরি!' স্বর নরম করল জাস্টিন। 'দয়া করে আর কখনও শারমিনের ব্যাপারে আলোচনা কোরো না।'

ঘুরে দাঁড়িয়ে গটমট করে বাড়ির দিকে হাঁটতে শুরু করল সে।

★

বাড়িতে ফিরে জাস্টিনকে শান্ত হতে দেখে স্বস্তি বোধ করল মনিকা। আঙিনায়

একটা সাদা ছাতার নিচে গিয়ে বসেছে নিকি আর অ্যাঞ্জেলার সঙ্গে। কথা বলতে বলতে নাস্তা খাচ্ছে অন্য দুজন। পেছনে, গেস্ট হাউসের কাছে রডোডেনড্রনের ডাল ছাঁটতে ছাঁটতে আপনমনে গুনগুন করে গান গাইছে হিউগি।

ছাতার নিচে একটা ক্যানভাস চেয়ার টেনে এনে বসল মনিকা।

'কেমন খেললে টেনিস?' জিজ্ঞেস করল নিকি।

'ও আমাকে জিতিয়ে দিল,' রসিকতার ঢঙে জাস্টিনকে দেখিয়ে বলল মনিকা। 'ভুলভাল মেরে আমাকে অসতর্ক করে পরে জবাই করতে চেয়েছিল। আমিও সুযোগ দিইনি।'

জোর করে হাসল জাস্টিন। 'আমার প্র্যাকটিস নেই। তা ছাড়া তোমারও যে খেলার অনেক উন্নতি হয়েছে সেটা বলছ না কেন?' টেবিলে রাখা একটা কাঁচের কুঁজো থেকে এক গ্লাস কমলার রস ঢেলে নিল সে।

মেঘমুক্ত নীল আকাশের দিকে তাকিয়ে নিকি বলল, 'কি পরিষ্কার। সৈকতে গিয়ে বসার দিন আজ।'

'আমার তো এখানে একটা মুহূর্তও মন টিকছে না!' সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল অ্যাঞ্জেলা।

'সঙ্গে করে লাঞ্চ প্যাকেট নিয়ে যেতে পারি,' জাস্টিন বলল। 'হিউগিকে বললেই বানিয়ে দেবে। সৈকতে বসেই খাব।'

'ঢেউ কেমন আছে কে জানে,' নিকি বলল। 'তোমার একটা বুগি বোর্ড নিয়ে চেষ্টা করে দেখতাম।'

'ঢেউ এখন সব সময়ই বেশি থাকে। ওগুলোকে ঠেকাতে কিংবা ভেঙে দেয়ার জন্যে বালির চড়া নেই কোথাও।' লম্বা চুমুক দিয়ে গ্লাসটা প্রায় অর্ধেক খালি করে ফেলে মনিকার দিকে তাকাল জাস্টিন। 'তুমি তো নিশ্চয় যাবে না? যাওয়া উচিতও না। রোদ লাগলে পোড়া চামড়ার ক্ষতি হবে।'

একটু দ্বিধা করে জবাব দিল মনিকা। 'না, যাব। একা একা ঘরে থাকতে ভাল লাগবে না। সৈকতে ছাতার নিচে বসে থাকব, তাহলেই রোদ লাগবে না আর।'

'তা ঠিক। বেশ, চলো যাই।' হিউগিতে ডাক দিল জাস্টিন। ছাতা আর খাবার সাজিয়ে দিতে বলল।

ছাতার সঙ্গে একটা বড় স্টাইরোফোম কুলারও নিয়ে এল হিউগি। তাতে খাবার ভরে দিয়েছে। মেয়েদের লাঞ্চ। একটা ছোট ব্যাগে ভরে দিয়েছে তোয়ালে, চাদর এসব।

ব্যাগটা কাঁধে ঝুলিয়ে কুলারের এক হাতল ধরে নিকিকে বলল জাস্টিন, 'ওপাশটা ধরো তো। একা নিতে পারব না। মনিকা, তুমি ছাতাটা নাও।'

হাত বাড়াল অ্যাঞ্জেলা, 'আমি খালি খালি যাব? ব্যাগটা আমাকে দাও।'

দিল না জাস্টিন। 'না, আমিই পারব। তোমার হাত খালিই থাকুক। গেট খুলতে হবে।'

লন পেরিয়ে পেছনের গেটের দিকে এগোল চারজনে। যেখান থেকে

কাঠের সিঁড়ি নেমে গেছে সৈকতে। মনিকার কাঁধে একটা লাল-সাদা ডোরাকাটা ছাতা। জাস্টিন আর অ্যাঞ্জেলা কুলার বয়ে নিয়ে এগোচ্ছে ওর পেছনে। আগে আগে হাঁটছে অ্যাঞ্জেলা।

চূড়ার কিনার থেকে সাগরের গর্জন বেশি শোনা যায়। কপালে হাত রেখে রোদ আড়াল করে তাকিয়ে সী-গালের ওড়া দেখতে লাগল মনিকা। নীল আকাশের অনেক ওপরে উঠে গেছে পাখিগুলো।

এগারোটাও বাজেনি। ইতিমধ্যেই ভীষণ গরম হয়ে গেছে রোদ। বাতাসে আর্দ্রতা খুব বেশি।

ভারী ছাতাটা কাঁধ বদল করল সে। ভাবল, একেবারে চুপ করে বসে না থেকে সামান্য সাঁতার কেটে এলে মন্দ হয় না। মুখে ভাল করে সানস্ক্রীন মাখিয়ে নিলেই হবে, পোড়া চামড়ার আর কোন ক্ষতি হবে না তাহলে।

ধাতব গেটের কাছে গিয়ে দাঁড়াল অ্যাঞ্জেলা।

পেছন থেকে জাস্টিন বলল, 'হাতল ধরে মোচড় দাও, খুলে যাবে। ভেতর থেকে খুলতে কোডের দরকার হয় না।'

ছাতাটা কাঁধে ফেলে তাকিয়ে আছে মনিকা। অ্যাঞ্জেলাকে ডিম্বাকৃতির হাতলে হাত দিতে দেখল। চড়চড় করে শব্দ হলো একটা। স্থির হয়ে গেল অ্যাঞ্জেলা। পরক্ষণে ঝটকা দিয়ে পেছনে বেঁকে গেল ওর শরীরটা। তীক্ষ্ণ একটা চিৎকার দিয়ে উল্টে পড়ল মাটিতে।

সাত

কুলারটা হাত থেকে ছেড়ে দিয়ে দৌড়ে গেল জাস্টিন। ছোট একটা ঝোপের কাছে প্রায় ডাইভ দিয়ে পড়ল। ভেতরে হাত ঢুকিয়ে টান মেরে নামিয়ে দিল একটা হাতল।

ছাতাটা কাঁধ থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিল মনিকা। মাটিতে পড়ে থাকা বান্ধবীর পাশে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে বসল।

শূন্য দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে রইল অ্যাঞ্জেলা। চশমা খুলে ছিটকে পড়েছে মাটিতে।

কুড়িয়ে নিল মনিকা। ডাকল, 'অ্যাঞ্জেলা! অ্যাঞ্জেলা! তুমি ঠিক আছ?'

বার দুই চোখ মিটমিট করল অ্যাঞ্জেলা। সাদা হয়ে যাওয়া মুখে রক্ত ফিরতে আরম্ভ করেছে।

মনিকার পাশে বসে অ্যাঞ্জেলার মুখের ওপর ঝুঁকল জাস্টিন। উদ্বিগ্ন হয়ে জানতে চাইল, 'খুব শক লেগেছে?'

ধীরে ধীরে উঠে বসল অ্যাঞ্জেলা। 'বাপরে বাপ! সারা শরীরে মনে হচ্ছিল ঝড় বয়ে যাচ্ছে। ভয়ানক ঝাঁকি। বোঝাতে পারব না।'

তাকে বসতে সাহায্য করল জাস্টিন। হিউগির নাম ধরে চেঁচিয়ে ডাকতে শুরু করল।

নিশ্চয় বাড়ির ভেতর চলে গেছে ও। বাগানে দেখা যাচ্ছে না। জাস্টিনের চিৎকার শুনতে পেল না।

'কিছু বুঝতে পারছি না,' মনিকার দিকে তাকিয়ে বলল জাস্টিন, 'মাথায় ঢুকছে না কিছু! দিনের বেলা তো সুইচ অফ থাকে। বিদ্যুৎ থাকে না বেড়া কিংবা গেটে।'

গুঙিয়ে উঠে ঘাড় ডলতে শুরু করল অ্যাঞ্জেলা। 'উফ্, ব্যথা করছে এখানটায়। পেশীগুলো মনে হচ্ছে জোড়া লেগে গেছে।'

'খুব খারাপ লাগছে?' জানতে চাইল নিকি। 'মাথা ঝিমঝিমানি, বা ওরকম কিছু?'

'খারাপ কিছুটা লাগছে,' ঘাড় ডলতে ডলতে জবাব দিল অ্যাঞ্জেলা। 'এখানে খুব ব্যথা করছে।'

'বেঁচেছ যে এই বেশি!'

'থাক থাক, আর মনে করিয়ে দিয়ো না,' হাত নেড়ে বলল জাস্টিন। 'এমনিতেই কষ্ট পাচ্ছে...'

'সরি!' মাথা নাড়ল নিকি।

'লাগছে কেমন এখন?' মোলায়েম গলায় জিজ্ঞেস করল মনিকা।

'শরীরের চেয়ে বেশি কাহিল হয়েছে চুল,' পরিস্থিতি হালকা করার জন্যে বলল অ্যাঞ্জেলা। 'এমনিতেই খাড়া খাড়া। আরও খাড়া করে দিয়েছে।'

হেসে উঠল নিকি আর মনিকা।

জাস্টিন হাসল না। উঠে দাঁড়াল। পায়চারি শুরু করল ওদের সামনে। মুঠো পাকিয়ে রেখেছে দুহাতের আঙুল। বিড়বিড় করে বলতে লাগল, 'আমি কিছু বুঝতে পারছি না। দিনের বেলা বন্ধ থাকার কথা। অটোমেটিক সিসটেম। রাতে আপনাআপনি অন হয়, দিনে অফ হয়ে যায়।'

'টাইমার নষ্ট হয়ে গেছে বোধহয়,' মনিকা বলল। উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করল অ্যাঞ্জেলাকে। ওর হাত থেকে কাঁপা হাতে চশমাটা নিয়ে পরল অ্যাঞ্জেলা।

'ও মারাও যেতে পারত!' একটু আগে এধরনের কথা বলতে গিয়ে জাস্টিনের ধমক খেয়েছিল ভুলে গেছে নিকি।

কড়া চোখে এবারও ওর দিকে তাকাল জাস্টিন। তবে ধমক দিল না আর। অ্যাঞ্জেলার দিকে ফিরে বলল, 'সরি। আমাদের বাড়িতে এসে...সত্যি দুঃখিত আমি। ঘরে গিয়ে শুয়ে থাকবে?'

'নাহ্,' মাথা নাড়ল অ্যাঞ্জেলা। 'শুয়ে থাকা লাগবে না। হার্টটা সামান্য জোরে চলছে বটে। এ ছাড়া আর কোন অসুবিধে নেই। চলো যেখানে যাচ্ছিলাম সেখানেই যাই। এত সুন্দর একটা দিন নষ্ট করতে চাই না।'

'কিন্তু বিদ্যুতের শক...' বলতে গেল নিকি।

'ওটা আমাকে বরং জাগিয়ে দিয়েছে,' হেসে বলল অ্যাঞ্জেলা। 'ঘুমের জড়তা দূর করেছে। মাত্র একটা হপ্তার জন্যে এসেছি আমরা। ঘরে বসে নষ্ট

করার কোন মানেই হয় না।'

'বেশ, তোমার যদি অসুবিধে না হয়…' অ্যাঞ্জেলার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে জাস্টিন।

'না, হচ্ছে না। তোমরা যখন এতই দুশ্চিন্তা করছ, সৈকতে গিয়ে মনিকার সঙ্গে আমিও নাহয় চুপচাপ ছাতার তলায় বসে থাকব। বললাম তো, মাথার মধ্যে সামান্য ঝিমঝিমানি ছাড়া আর কোন অসুবিধে হচ্ছে না আমার।'

'বেশ,' অনিচ্ছাসত্ত্বেও রাজি হলো জাস্টিন, 'চলো। তবে খারাপ লাগার সঙ্গে সঙ্গে বলবে।'

মাথা ঝাঁকাল অ্যাঞ্জেলা।

ভারি কুলারটা একলাই তুলে নিল নিকি।

'এখানে যেন খাবার তৈরি হতে এসেছি আমরা,' হেসে রসিকতা করল মনিকা। 'আমি প্রথমে রোদের মধ্যে কাবাব হলাম। এখন অ্যাঞ্জেলা গেটে হাত দিয়ে ফ্রাই হলো।'

কথাটা হালকাভাবেই বলেছে মনিকা, কিন্তু গম্ভীর হয়ে গেল জাস্টিন। 'দেখো, দুটো ব্যাপারই স্রেফ অ্যাক্সিডেন্ট। অন্য কিছু ভাবার কোন কারণ নেই।'

'অন্য কথা ভাবব কেন?'

'না, যদি আবার ভেবে বসো। আমাদের বাড়ি বেড়াতে এসে একের পর এক দুর্ঘটনা…' হিউগির নাম ধরে আবার চিৎকার করে ডাকতে শুরু করল মনিকা।

এবারও সাড়া দিল না হিউগি। কোথাও কাজ করছে হয়তো। শুনতে পায়নি।

রাগ করে জাস্টিন বলল, 'দাঁড়াও, সৈকত থেকে এসে নিই। ধরব আমি ওকে। এসব কেন ঘটছে জিজ্ঞেস করব।'

★

ধীরে ধীরে কাঠের সিঁড়ি বেয়ে নামতে লাগল ওরা। এখন আগে রয়েছে জাস্টিন। ভঙ্গিতে মনে হচ্ছে যদি কোন অঘটন ঘটে তার বেলায়ই ঘটুক। মেহমানদের কিছু না হোক।

অনেক নিচে রোদে ঝলমল করছে সাগর। মাথায় সাদা ফেনার মুকুট নিয়ে বালির সৈকতে আছড়ে পড়ছে নীলচে-সবুজ ঢেউ।

পাহাড়ের গোড়ায় বাতাস অনেক ঠাণ্ডা। কিন্তু রোদ লেগে কাঁধের চামড়া ঠিকই জ্বলছে মনিকার।

সে নামল সবার শেষে। ততক্ষণে বালিতে চাদর বিছিয়ে ফেলেছে জাস্টিন।

একধারে কুলারটা নামিয়ে রাখল নিকি। ব্যাগ থেকে খুলে একটা তোয়ালে বিছাল। গায়ের টপ টেনে খুলে রাখল তার ওপর। নিচে সবুজ রঙের বিকিনি পরেছে। চিরুনি বের করে লম্বা, কালো চুল আঁচড়াতে শুরু করল।

এই একটা ব্যাপারে এক বছরে কোন পরিবর্তন হয়নি নিকির, ভাবছে

মনিকা। রেড হিল ক্যাম্পে যেমন দেখেছিল তেমনই আছে। সুযোগ পেলেই চুল আঁচড়ানো।

সিঁড়ির কাছ থেকে বেশ কিছুটা দূরে চাদর বিছিয়েছে জাস্টিন। অ্যাঞ্জেলাকে পাশে নিয়ে হেঁটে সেদিকে এগোচ্ছে মনিকা। বালি এতটাই গরম, স্যান্ডেলের পাতলা সোল ভেদ করে এসে তাপ লাগছে পায়ে।

বাপরে বাপ, কি গরম! আকাশের দিকে তাকাল সে। পুরো আকাশ জুড়ে বসে আছে যেন সূর্যটা।

ছাতাটা বালিতে গেঁথে দিল মনিকা। নিচে বসল সে আর অ্যাঞ্জেলা। হাতব্যাগ খুলে সানস্ক্রীনের কৌটা বের করল। পুরু করে গোলাপী মলম ঘষে দিতে লাগল মুখে।

'ওহ্, দারুণ লাগছে তোমাকে, ডার্লিং!' হেসে বলল নিকি।

'চুপ করো!' হাসতে হাসতে ধমক লাগাল মনিকা। লাল রঙের ওয়ান-পীস সুইম-স্যুটের স্ট্র্যাপ আটকে দিয়ে শরীরের বাকি খোলা অংশেও সানস্ক্রীন মাখতে শুরু করল।

চিরুনি ব্যাগে ভরে একটা শিশি বের করল নিকি। চামড়ায় হালকা করে ট্যানিং অয়েল মাখতে লাগল।

জাস্টিনের দিকে তাকাল মনিকা। হাত দিয়ে ডলে চাদর সমান করছে সে। পিঠের ওপরের অংশটা পুরো বেরিয়ে আছে। পরিষ্কার আলোয় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে চামড়ার রঙ। এই প্রথম ওর চামড়ার রঙটা লক্ষ করল মনিকা।

ফ্যাকাসে!

জাস্টিন বলেছে এখানে এলে বেশির ভাগ সময়ই ঘরের বাইরে অর্থাৎ এই সৈকতে কাটায় সে। ওরা আসার অনেক আগেই এসেছে এখানে সে। এতদিনে তো রোদে পুড়ে চামড়া বাদামী হয়ে যাওয়ার কথা। মড়ার চামড়ার মত এরকম ফ্যাকাসে কেন? রোদকে ফাঁকি দিল কিভাবে?

'দেখো দেখো, কারা আসছে!' বলে উঠল নিকি।

ফিরে তাকাল মনিকা।

একহাত কপালে তুলে পানির দিকে তাকিয়ে আছে নিকি।

পাহাড়ের বাঁকের ওপাশ থেকে এসেছে তিনটে ছেলে। পরনে নীল রঙের হাতাবিহীন সুইম-স্যুট। বগলের নিচে লাল-কালো ডোরাকাটা সার্ফবোর্ড।

একটা ছেলেকে চিনতে পেরে চিৎকার করতে গিয়েও চুপ হয়ে গেল মনিকা।

অলিভার!

আট

বালিতে উঠে এল ছেলে তিনটে। ভেজা স্যুট থেকে টপটপ করে পানি ঝরছে।

হাঁ করে তাকিয়ে আছে মনিকা। ও কি আসলেই অলিভার? সেই কালো কোঁকড়া চুল। একই রকম লম্বা। সবচেয়ে বড় কথা, চেহারাটা অবিকল এক।

মাথা গরম হয়ে যাওয়ার জোগাড় হলো মনিকার। দিনের বেলা রোদের মধ্যেও ভূত বেরোয়, জানত না।

অন্য দুটো ছেলের একজন নিগ্রো। অলিভারের চেয়ে লম্বা। কুস্তিগীরের মত পেটা স্বাস্থ্য। তারের মত চুল যেন জট পাকিয়ে খুলি কামড়ে ধরে রেখেছে। তৃতীয় ছেলেটা তিনজনের মধ্যে খাটো, স্বাস্থ্যও অতটা ভাল নয়। লালচে-বাদামী চুল। গোলগাল মুখ।

ফিসফিস করে জাস্টিন বলল, 'ওদের এখান থেকে তাড়াতে হবে।'

'কি করে? যদি বসতে চায়?'

'খারাপ ব্যবহার করব।'

'সেটা কি উচিত হবে?'

জবাব দিল না জাস্টিন।

এদিকেই আসছে ছেলেগুলো। মেয়েদের কাছ থেকে খানিকটা দূরে থাকতে নিগ্রো ছেলেটা বলল, 'বললাম না, বার্ড স্যাংটিউরি থেকে অনেক সরে এসেছি আমরা।'

কাছে এসে জাস্টিনকে জিজ্ঞেস করল, 'পাখিগুলো কোন দিকে বলতে পারো?'

'পারি,' মুখ গোমড়া করে জবাব দিল জাস্টিন। 'আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। তিনটে বোকা ডোডো।'

ওর আচরণে অবাক হলো মনিকা। রেড হিলে এতটা অভদ্র তো ছিল না ও!

নিকি ছেলেগুলোর দিকে একবার তাকিয়ে আবার চুল আঁচড়াতে শুরু করল। ছাতার নিচে আগের মতই বসে আছে অ্যাঞ্জেলা। তবে আগন্তুকদের দেখে খুশি হয়েছে মনে হলো।

জাস্টিনের জবাবে হাসি মিলিয়ে গেল নিগ্রো ছেলেটার। অপ্রস্তুত হয়েছে। তার পাশ কাটিয়ে এগিয়ে এল বাদামী-চুল ছেলেটা। হাসিমুখে বলল, 'সার্ফিং করতে করতে ঢেউয়ে অনেক সরে গেছি। সাংঘাতিক স্রোত। একেবারে তীর ঘেঁষে বয়ে যাচ্ছে। টান মেরে যে কোথায় নিয়ে চলে গেল, প্রথমে বুঝতেই পারলাম না।'

'আহাহা,' কর্কশ কণ্ঠে বলল জাস্টিন, 'শুনে একেবারে বর্তে গেলাম!'

ওর দুর্ব্যবহার দেখে চুল আঁচড়ানো থামিয়ে দিল নিকি। ফিসফিস করে বলল, 'জাস্টিন, একটু ভালমত বলো না!'

কিন্তু জাস্টিনের ব্যবহারে যেন কিছুই মনে করল না বাদামী-চুল ছেলেটা। 'এখানে সাঁতরাতে নামলে সাবধানে থেকো। কখন যে স্রোতের মধ্যে পড়ে যাবে বুঝতেও পারবে না। যখন পারবে, বেরিয়ে আসার আর উপায় থাকবে না।'

কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়াল জাস্টিন। শীতল কণ্ঠে বলল, 'সাবধান করার জন্যে ধন্যবাদ। কিন্তু এটা আমাদের প্রাইভেট বীচ। এখানে ঢুকেছ কেন?' কি ভেবে হাত তুলল দূরের দিকে, 'স্যাংটিউরিটা ওদিকে। পাবলিকের জায়গা। তোমাদের মত সাধারণ মানুষেরা ওদিকে সাঁতার কাটতে নামে।'

হেসে ফেলল ছেলেটা। 'আমি তো জানতাম সব সৈকতই পাবলিকের।' পাহাড় থেকে নেমে আসা সিঁড়িটা দেখিয়ে বলল, 'বুঝতে পারছি তুমি ওই বাড়ির মেয়ে। সাগরটাও কিনে নিয়েছ নাকি তোমরা?'

নিগ্রো ছেলেটার মুখ দেখে মনে হলো ঝগড়ার ভয় পাচ্ছে। বন্ধুর হাত ধরে টান দিল, 'থাক, বাদ দাও। চলো, যাইগে।'

কোঁকড়া-চুল ছেলেটা চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। কোন ভাবান্তর নেই। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ করছে মেয়েদেরকে।

হাত ছাড়িয়ে নিল বাদামী-চুল ছেলেটা। অ্যাঞ্জেলার পাশে বসে পড়ে বলল, 'তুমি কি সব সময়ই এরকম চুপচাপ থাকো নাকি?'

হাসল অ্যাঞ্জেলা। চশমাটা নাকের ওপর ঠেলে তুলে দিল। 'না না। আজকে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে তো...'

ওর কথাটা মুখ থেকে পড়তে দিল না কোঁকড়া-চুল ছেলেটা। সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞেস করল, 'অ্যাক্সিডেন্ট?'

'হ্যাঁ, গেটে কারেন্ট ছিল। হাত দিয়ে ফেলেছিলাম...'

অ্যাঞ্জেলাকে কথা শেষ করতে দিল না জাস্টিন। বাদামী-চুল ছেলেটার দিকে তাকিয়ে ধমকে উঠল, 'বসলে কেন আবার? যাবে, না-কি?'

'সেটা নির্ভর করে তোমাদের কাছে কি খাবার আছে তার ওপর,' কুলারটা দেখাল ছেলেটা। নিগ্রো বন্ধুর দিকে তাকিয়ে বলল, 'মুসা, ওটা আনো তো এদিকে। কি আছে, দেখি।'

কোঁকড়া-চুল ছেলেটার দিকে তাকাল মুসা। দ্বিধা করতে লাগল। মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি দিল তার বন্ধু।

'পরিচয়টা দিয়েই নিই,' বলল বাদামী-চুল ছেলেটা। অ্যাঞ্জেলার দিকে হাত বাড়িয়ে দিল, 'আমি রবিন মিলফোর্ড।...ও মুসা আমান।...আর ও কিশোর পাশা।'

আগ্রহের সঙ্গে রবিনের হাতটা ধরল অ্যাঞ্জেলা।

মনিকারও হাত মেলাতে আপত্তি নেই। জাস্টিনকে যতই দেখছে ততই অবাক হচ্ছে। রাগে ফুঁসছে ও।

এতটা রেগে যাচ্ছে কেন জাস্টিন? ছেলেগুলোকে কি চেনে? খারাপ ছেলে? ভয় পাওয়ার কিংবা এড়িয়ে যাওয়ার মত কিছু করেছে? দেখে ওদেরকে মোটেও খারাপ লাগছে না মনিকার।

ওর দিকেই তাকিয়ে আছে কিশোর পাশা, যার সঙ্গে অলিভারের মিল আছে। চোখে চোখ পড়তে হেসে জিজ্ঞেস করল, 'কি ব্যাপার, গায়ে এত লোশন মেখেছ কেন? রোদকে ভয় পাও নাকি?'

মনিকাকে চিনতে পারার কোন লক্ষণ নেই ওর হাবভাবে। বাঁচিয়েছিল যে, সেটারও উল্লেখ করল না। তারমানে ও অলিভার নয়! আর নাম তো

বললই, কিশোর পাশা।

লজ্জা পেল মনিকা। লোশন মাখা অবস্থায় ভূতের মত লাগছে নিশ্চয় ওকে। অস্বস্তিভরে বলল, 'কাল…কাল একটা দুর্ঘটনা ঘটে যাচ্ছিল। কাবাব হয়ে গিয়েছিলাম…'

'বড় বেশি দুর্ঘটনা ঘটছে মনে হচ্ছে এখানে?'

কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল মনিকা, ফুঁসে উঠল জাস্টিন, 'তাতে তোমাদের নাক গলানোর প্রয়োজন নেই!'

'প্রচুর কাবাব আছে এখানে,' কুলারের ডালা তুলে ভেতরের খাবারগুলো দেখতে দেখতে বলল রবিন। এক এক করে বের করতে লাগল। 'গরুর কাবাব। মুরগীর রোস্ট। পটেটো সালাদ। স্যাণ্ডউইচ। আরে মুসা, দাঁড়িয়ে রইলে কেন? লাঞ্চের সময় তো প্রায় হয়ে গেছে। একটু আগেভাগে খেলে কোন ক্ষতি হবে না। স্রোতের সঙ্গে যুদ্ধ করে পেটের মধ্যে মোচড় দিচ্ছে। বোসো, বোসো।'

হাঁ করে তাকিয়ে আছে মুসা। এ কোন্ রবিনকে দেখছে? পাহাড়ের ওপাশ থেকে বেরোনোর সময় কিশোরের সঙ্গে পরামর্শ করে বলেছিল রবিন, 'কোন ভাবনা নেই, ওদেরকে আমি সামলাতে পারব।' ঠিকই পারছে।

রবিনের পাশে বসল কিশোর। দেখাদেখি মুসাও।

মেয়েদের দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল কিশোর, 'খেয়ে যে ফেলতে চাও, ওদের হবে তো?'

'আরে হবে হবে, হয়ে আরও বেশি হয়ে যাবে,' হাসিমুখে জবাব দিল রবিন। আড়চোখে তাকাল জাস্টিনের দিকে। মুঠোবদ্ধ হয়ে গেছে ওর দুই হাত। পারলে এখন ওদের চিবিয়ে খেয়ে ফেলত।

'আগে ওদের দিয়ে নাও,' কিশোর বলল।

স্যাণ্ডউইচের প্লেটটা নিকির দিকে বাড়িয়ে ধরে জিজ্ঞেস করল রবিন, 'তোমার নাম কি?'

'নিকি। নিকি মেয়ার।'

ছেলেদের পাশে এসে বসল নিকি। প্লেট থেকে একটা স্যাণ্ডউইচ তুলে নিল।

হাসিমুখে অ্যাঞ্জেলা বলল, 'আমার নাম অ্যাঞ্জেলা ব্রেকহার্ট।' মুরগীগুলোর দিকে তাকিয়ে বলল, 'বাহ, দারুণ রোস্ট করে দিয়েছে তো হিউগি। দেখেই পানি আসছে জিভে। এতটা খিদে পেয়েছিল বুঝতে পারিনি।'

রাগে গজরাতে গজরাতে পানির কিনারে চলে গেল জাস্টিন।

'ওর ব্যবহারে কিছু মনে কোরো না,' নিকি বলল। 'বড়লোকের মেয়ে তো। একটু মেজাজী। এমনিতে ওর মনটা খুব ভাল।'

'আরে না না, কে মনে করতে যাচ্ছে। খিদে পেয়েছে, খেয়ে নিচ্ছি, ব্যস।' একটা আস্ত মুরগী মুসার হাতে দিয়ে আরেকটার ঠ্যাং ছিঁড়ে কামড় বসাল রবিন।

চোখের সামনে লোভনীয় খাবার দেখে আড়ষ্টতা কেটে গেল মুসার। মেয়েদের অবাক করে দিয়ে দেখতে দেখতে সাবাড় করে দিল আস্ত মুরগীটা। হাড়গুলো বালিতে ছড়িয়ে ফেলে স্যাণ্ডউইচের প্লেটের দিকে হাত বাড়াল।

'আই, কি করছ?' হাসতে হাসতে জাস্টিনকে শুনিয়ে বলল রবিন, 'নোংরা করছ কেন? এটা প্রাইভেট বীচ।'

খুঁচিয়ে জাস্টিনকে রাগিয়ে দিতে বলেছে কিশোর। কেন, সে-ই জানে। সেজন্যেই এরকম আচরণ করছে রবিন। নইলে জোর করে অন্যের খাবার খেয়ে ফেলা, আজেবাজে কথা বলে কোন মেয়েকে অপমান করা, এতটা অভদ্র সে কোনকালেও নয়।

হেসে উঠল মুসা। চাপড় মারল রবিনের কাঁধে। এটাও অভিনয়। ডেঁপো ছেলেদের অভিনয় করছে ওরা।

তবে ওদের এই আন্তরিক ব্যবহার ভাল লাগছে অ্যাঞ্জেলা আর নিকির। মনিকারও। বার বার তাকাচ্ছে কিশোরের দিকে। ও তাকালেই চোখ সরিয়ে নিচ্ছে। অবাক হয়ে ভাবছে, অলিভারের সঙ্গে এত মিল কেন ছেলেটার? চোখ দুটোও এক। তেমনি সুন্দর। রহস্যটা কোথায়?

রোদ ভীষণ কড়া। সহ্য করতে না পেরে নিকিও ঢুকল ছাতার নিচে। সার্ফিং নিয়ে কথা বলতে শুরু করল তিন গোয়েন্দার সঙ্গে। বুঝতে পারল এ ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি অভিজ্ঞ মুসা।

খাওয়া শেষ করে সোডার বোতল বের করল রবিন। এ জিনিসটা অবশ্য সাতজনের তুলনায় কম। ভারী বলে বেশি বোতল বয়ে আনা কঠিন। ভাগ করে খেতে হলো।

আকাশের আরও ওপরে উঠছে সূর্য। রোদ চড়ছে। সাগর আর সৈকতের সীমারেখা এখন আগুনের মত জ্বলছে।

'পিকনিকটা ভালই জমল,' মনিকা বলল।

'আরও ভাল হত,' হাত তুলে জাস্টিনকে দেখাল রবিন, 'যদি রাজকুমারী আমাদের সঙ্গে যোগ দিতেন।'

রোদ সহ্য করতে না পেরেই বোধহয় পানির কাছ থেকে ঘুরে দাঁড়াল জাস্টিন। রাগত ভঙ্গিতে এগিয়ে আসতে শুরু করল ওদের দিকে। কাছে এসে বলল, 'সব সাফ?'

'আরে না না, আছে,' হেসে বলল রবিন। 'সবই একটু একটু করে রেখেছি। অত অভদ্র নাকি আমরা। তোমার জন্যে রেখে তারপর খেয়েছি। দেখো? তবে একটা কথা। বিনয়ের সঙ্গে না চাইলে কিছুই দেব না।'

ধক করে জ্বলে উঠল জাস্টিনের চোখ। আড়াআড়ি হাত রাখল বুকে। কঠিন গলায় বলল, 'বিনয়ের সঙ্গে একটা কথাই বলতে পারি তোমাদের—যাবে এখান থেকে? না অন্য ব্যবস্থা করব?' দাঁতে দাঁত চাপল সে।

উঠে দাঁড়াল রবিন। লালচে চুলে আঙুল চালাল। জাস্টিনের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলল, 'খারাপ কিছু তো বলিনি আমরা, খারাপ কিছু করিওনি। এমন দুর্ব্যবহার করছ কেন?'

'আমি তোমাদের সাবধান করে দিচ্ছি,' ভয়ঙ্কর গলায় হিসিয়ে উঠল জাস্টিন, 'ভালয় ভালয় চলে যাও!'

'যদি না যাই?' এক পা এগোল রবিন। 'দেখো, জাস্টিন… ওটাই তো তোমার নাম, না কি? অহেতুক গোলমাল বাধানোর চেষ্টা কোরো না। অত সহজে ভয় পাবার পাত্র আমরা নই। তোমার খাবার দিয়ে লাঞ্চ করেছি, সেজন্যে ধমকটা সহ্য করলাম। চাও তো একটা ধন্যবাদও দিতে পারি। সেটা তোমার পাওনা।'

আরেক পা এগোল রবিন।

পিছিয়ে গেল জাস্টিন।

হাসল রবিন, 'হ্যাঁ, শোনো। এত তাড়াতাড়ি যাওয়ার ইচ্ছে আমাদের নেই। ভাবছি তোমাদের বাড়িটা দেখতে যাব। ভেতরটা নাকি দেখার মত। সবাই মিলে একটা পার্টি দিলে কেমন হয়? ভয় পেয়ো না, এখনকার মত মুফতে খেয়ে ফেলব না। খরচের ভাগ আমরাও দেব।'

অবাক চোখে কিশোরের দিকে তাকাল মুসা। ইচ্ছে করলে মুখচোরা রবিন যে এতটা বাচাল হতে পারে, কল্পনা করতে পারেনি কোনদিন—হোক না সেটা অভিনয়।

মুসার মনের কথা বুঝতে পেরে মুচকি হাসল কিশোর। সবার অলক্ষে চোখ টিপল।

বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে। ভড়কে গেল মনিকা। কি করে বসবে জাস্টিন কে জানে!

রবিনের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে উঠল জাস্টিন, 'সরো, সামনে থেকে সরো বলছি!'

হাসি মুছল না রবিনের মুখ থেকে। 'অহেতুক ধমকাচ্ছ আমাদের। আমরা ছেলে কিন্তু খারাপ না। চলো, ঘরে চলো। এখানে ভয়ানক গরম।'

রবিনের দিকে তাকিয়ে আছে কিশোর আর মুসা।

ওদের দিকে তাকিয়ে মনিকা ভাবছে, আসলে কি ওরা খারাপ?

ভয় দেখানোর চেষ্টা করল জাস্টিন, 'দেখো, আমাদের কুত্তা আছে। আইরিশ উলফহাউন্ড। বাঘের চেয়ে ভয়ঙ্কর।'

'তাই নাকি!' চোখ বড় বড় করে ফেলল রবিন। 'বাবাগো! মরে যাচ্ছি ভয়ে! ইঁদুরের গর্ত খুঁজব নাকি?'

'ডাকলে গর্ত খোঁজার সময়ও পাবে না।'

'তাই নাকি? তাহলে তো দেখাই দরকার। কষ্ট করে আর ডাকার দরকার নেই। চলো, তোমাদের বাড়িতে গিয়েই দেখে আসি। বাড়িটাও দেখা হবে…এক ঢিলে দুই পাখি।' এক এক করে নিকি, অ্যাঞ্জেলা আর মনিকার দিকে তাকাল রবিন। 'তোমরা কি বলো? যাব?'

'না না, প্লীজ!' সুযোগ পেয়ে তাড়াতাড়ি বলল মনিকা। 'তোমরা এখন গেলেই ভাল হয়। আমরা এত তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরতে চাই না। সাঁতার কাটতে বেরিয়েছি।'

জাস্টিনের দিকে তাকাল রবিন, 'সত্যি চলে যাব?'।

জবাব দিল না জাস্টিন। পারলে চোখের আগুনে পুড়িয়ে ছাই করে ফেলত।

ঠাস করে চড় মারল রবিন।

চিৎকার করে উঠল মনিকা।

লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল মুসা।

কিশোরও চমকে গেল।

বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে রবিন। এতটা করতে বলা হয়নি ওকে। অভিনয়ের নেশায় পাগল হয়ে গেল নাকি?

নয়

কিন্তু রবিনের হাসি মুছল না। জাস্টিনের কাঁধের দিকে তাকিয়ে বলল, 'একটা পোকা। কামড়ে দিলে বুঝতে মজা। ঘোড়াই এর কামড় খেলে অস্থির হয়ে যায়। এই দেখো।'

সত্যি সত্যি একটা বড় পোকা দেখা গেল রবিনের হাতে। মরা পোকাটা বালিতে ফেলে দিল সে।

'কিন্তু…' নরম হয়ে এল জাস্টিন।

'চড়টা একটু জোরেই মেরে ফেলেছি। তোমাকে ব্যথা দেয়ার জন্যে দুঃখিত।'

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল মনিকা। ওর পেছনে হাসতে শুনল নিকি আর অ্যাঞ্জেলাকে।

নিচু হয়ে সার্ফবোর্ডটা তুলে নিল কিশোর। 'রবিন, চলো যাওয়া যাক। আজ আর ওদের বাড়িতে ঢোকার দরকার নেই।'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও যেন নিজের সার্ফবোর্ডটা তুলে নিল রবিন। 'আমার কিন্তু খুব দেখতে ইচ্ছে করছিল। ঠিক আছে, তুমি যখন বলছ…' জাস্টিনের দিকে ফিরল সে। 'লাঞ্চ খাওয়ানোর জন্যে ধন্যবাদ।'

সার্ফবোর্ড বগলে চেপে হাঁটতে শুরু করল তিন গোয়েন্দা। পানির কিনার ধরে এগিয়ে চলল।

কিছুক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে থেকে জাস্টিন বলল, 'চলো, আমরাও চলে যাই। এখানে ভীষণ গরম।'

'জাস্টিন, ছেলেগুলোর সঙ্গে এমন ব্যবহার করলে কেন?' জানতে চাইল মনিকা।

চাদরটা তুলে নিয়ে বালি ঝাড়তে ঝাড়তে জাস্টিন বলল, 'আব্বা-আম্মা আমার কাছ থেকে কথা আদায় করে নিয়ে গেছে।'

'কি কথা?'

'ছেলেদের সঙ্গে না মিশতে। যদি শোনে মিশেছি, সাংঘাতিক শাস্তি দেবে। হয়তো পুরো ছুটিটা আর বাড়ি থেকেই বেরোতে দেবে না।'

'কিন্তু তার জন্যে ওদের সঙ্গে খারাপ আচরণ করতে হবে কেন? ভালমত বলে দিলেই হত। আমার কাছে একটুও খারাপ মনে হয়নি ছেলেগুলোকে। ভাল করে বললে ওরা শুনত।'

'আমি কোন ঝামেলা চাই না এখানে,' চাদর ভাঁজ করতে করতে জবাব দিল জাস্টিন।

ছেলেগুলোর সঙ্গে ভাল ব্যবহার করলে ঝামেলাটা কি হত বুঝতে পারল না মনিকা। বরং খারাপ ব্যবহারই গণ্ডগোল বাধায় বেশি। ছেলেগুলোকে কোন কারণে এড়িয়ে যেতে চাইল না তো জাস্টিন?

★

সেদিন বিকেলে মনিকার ঘরে আড্ডা মারতে ঢুকল নিকি আর অ্যাঞ্জেলা। মনিকা তখন খোলা জানালার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। পেছনের লনে শেষ বিকেলের ছায়া।

'অ্যাই, তোমাদের কারও কি মনে হয়েছে উদ্ভট আচরণ করছে জাস্টিন?' ঢুকেই জিজ্ঞেস করল নিকি। 'হাত তোলো।'

সঙ্গে সঙ্গে হাত তুলল অ্যাঞ্জেলা।

'ও সর্বক্ষণ অমন উত্তেজিত হয়ে থাকে কেন বলো তো?' বিশাল বিছানাটায় ঝপাৎ করে পড়ল অ্যাঞ্জেলা। বুকে বালিশ চাপা দিয়ে উপুড় হলো।

'আজ দুপুরের ব্যাপারটার জন্যে বলছ তো? ছেলেদের ব্যাপারে ও সব সময়ই একটু লাজুক,' মনিকা বলল। 'গত বছর ক্যাম্পে দেখোনি?'

'লাজুক ছিল, কিন্তু এরকম উত্তেজিত হয়ে থাকত না। সারাক্ষণই মেজাজ খারাপ,' নিকি বলল। 'ক্যাম্পে মোটেও এমন ছিল না।'

'এক বছরে দুনিয়ার কত পরিবর্তন হয়েছে,' দার্শনিক ভঙ্গিতে বলে বিছানায় এসে বসল মনিকা। অ্যাঞ্জেলাকে জিজ্ঞেস করল, 'এখন কেমন লাগছে তোমার?'

'মাথাটা কেমন হালকা হয়ে আছে। আর কোন অসুবিধে নেই।'

'দুই দিন হলো এখানে এসেছি। তেমন ভাল কাটল না কিন্তু। কাল মরতে মরতে বাঁচলাম আমি। আজ তুমি। অথচ এখানে মজা করতে এসেছিলাম আমরা…'

'আমাকে বাদ দিচ্ছ কেন?' নিকি বলল। 'আমিও কি কম ভুগেছি! কয়েক চামচ সালাদ খেয়ে ফেলেছি। কেঁচোর রস পেটে…' শিউরে উঠল সে। ওয়াক ওয়াক শুরু করল।

'আরে দূর, মনে কোরো না আর ওসব কথা! জলদি বাথরুমে যাও!' চেঁচিয়ে উঠল অ্যাঞ্জেলা।

বাথরুমে যাওয়া লাগল না। সামলে নিল নিকি। চোখে পানি এসে গেছে। হাত দিয়ে মুছল।

'হ্যাঁ, তোমার ভোগান্তিটা আমাদের চেয়ে কম না।' মনিকার দিকে ফিরল অ্যাঞ্জেলা। 'মনিকা, একটা কথা আগেই বলা উচিত ছিল তোমাকে, সুযোগ পাইনি।'

'কি কথা?' বিছানার মসৃণ চাদরে হাতের তালু ডলছে মনিকা।

দ্বিধা করতে লাগল অ্যাঞ্জেলা। নিকির দিকে তাকাল। আবার ফিরল মনিকার দিকে। 'কথাটা কেমন শোনাবে জানি না। কাল বিকেলে তোমাকে বালির নিচ থেকে তুলে আনতে যেতে চেয়েছিলাম আমি আর নিকি। জাস্টিন যেতে দেয়নি।'

ডলা থেমে গেল মনিকার। অ্যাঞ্জেলার দিকে তাকিয়ে আছে। যেন কি বলেছে বুঝতে পারছে না।

'বার্ড স্যাংচুয়ারি দেখে ফেরার পথে আমি তোমাকে তুলে আনার কথা বললাম,' দরজার দিকে তাকিয়ে কণ্ঠস্বর খাদে নামাল অ্যাঞ্জেলা। 'জাস্টিন বার বার বলতে লাগল, তুমি বাড়ি ফিরে গেছ। তুলতে তো গেলই না, এমনকি যে পথে গেলে তোমাকে দেখা যেত সেপথেও গেল না। উল্টো দিকের পথ ধরে বাড়ি ফিরে এল। আমি আর অ্যাঞ্জেলা কতবার করে বলেছি, তুমি আছ কিনা দেখে গেলে ক্ষতিটা কি? কানেই তুলল না ও।'

অ্যাঞ্জেলার কথা সমর্থন করল নিকি। 'বুঝতেই পারছিলাম এত বালি ঠেলে সরিয়ে বেরোনোর সাধ্য তোমার হবে না।'

নিকি থামতেই অ্যাঞ্জেলা বলল। 'জাস্টিন বলল, বেরোনো কিছু না।'

'শুকনো বালি হলে হয়তো বেরোতে পারতাম,' নিচের ঠোঁট কামড়াল মনিকা। 'কিন্তু ভেজা বালি ভীষণ ভারী।' গালের পোড়া জায়গাগুলোতে হাত বোলাতে শুরু করল সে। ড্রেসারের কাছে উঠে গেল আরও অ্যালো লোশন লাগানোর জন্যে। বলল, 'জাস্টিন বোধহয় কল্পনাই করতে পারেনি আমি ঘুমিয়ে পড়ব। এত গরমে যে কেউ পারে, এটা ওর মাথাতেই আসেনি। ওর জায়গায় আমি হলে আমারও আসত না। দোষটা আসলে অ্যালার্জির ওষুধের, অ্যান্টিহিস্টামিন, তাড়াতাড়ি সারানোর জন্যে বেশি পরিমাণে খেয়ে ফেলেছিলাম…'

'কিন্তু যা-ই বলো, জাস্টিন স্বাভাবিক আচরণ করছে না,' নিকি বলল। 'এমন হতে পারে গত বছর শারমিনের অ্যাক্সিডেন্টের পর ওর মাথায় গোলমাল হয়ে গেছে। বোনের মৃত্যুর শকটা সহ্য করতে পারেনি সে। উল্টোপাল্টা আচরণ করছে তাই…'

'এটা অবশ্য হতে পারে,' একমত হলো অ্যাঞ্জেলা। 'দেখছ না, একবারও বোনের কথা তুলছে না। ওই আলোচনাতেই যেতে চায় না। ভাবতে গেলেই খারাপ লাগে বোধহয়…'

'হাজার হোক, বোন তো। বেচারি শারমিন।'

লোশনের কৌটা খুলতে খুলতে বলল মনিকা। 'ও আমাকে স্পষ্ট করেই বলে দিয়েছে, শারমিনের ব্যাপারে আলোচনা করতে চায় না।'

'তাহলেই বোঝো। খারাপ লাগে।' মনিকার দিকে তাকাল নিকি। 'তুমি

শারমিনের কথা তুলেছিলে নাকি?'

'হ্যাঁ। আজ সকালে।' খানিকটা লোশন নিয়ে কপালে ডলল মনিকা। বেশ ঠাণ্ডা লাগল জায়গাটা। 'টেনিস খেলতে গিয়েছিলাম। তোমরা তখনও ওঠোনি। শারমিনের কথা বলতেই খেঁকিয়ে উঠল জাস্টিন। সাফ বলে দিল, ওর ব্যাপারে আলোচনা করতে চায় না।'

'হুঁ!' মাথা ঝাঁকাল অ্যাঞ্জেলা।

'আলোচনা না করাই ভাল,' মনিকা বলল। 'ভাবলে আমাদেরই খারাপ লাগে, আর ওর তো বোন...আমিও আর ভাবতে চাই না। আনন্দ করতে এসেছি, সেটাই করব। ওসব দুঃখের কথা তুলে মন খারাপ করার কোন মানে...'

★

সন্ধ্যায় বড় ডাইনিং রুমটায় আবার ডিনার খেতে বসল ওরা। মন ভাল এখন সবারই। হাসির গল্প বলছে নিকি। সেই সঙ্গে খাওয়া চলছে।

জাস্টিনও একটা গল্প বলল। তার বাবার মুখে শোনা। কোন এক দেশে গিয়ে নাকি জরুরী মীটিঙে বসে তার বাবা দেখলেন, সবাই ইটালিয়ান ভাষায় কথা বলছে। অথচ দেশটা ইটালি নয়। অবাক হয়েছিলেন তিনি।

খাওয়া শেষ হলে এঁটো বাসন সরিয়ে নিতে এল হিডগি।

বান্ধবীদের দিকে তাকাল জাস্টিন, 'মোটে তো সন্ধ্যা। কাটাবে কি করে?'

'তুমিই বলো?' অ্যাঞ্জেলা বলল।

'সিনেমা দেখতে যাওয়া যায়। কয়েক মাইল দূরে সী-সাইড কোভে পুরানো একটা হল আছে। তবে ছবি দেখায় নতুন। কিংবা বোর্ডওয়াকে যেতে পারি।'

'ওটা আবার কি?' জানতে চাইল নিকি। 'কোন ধরনের বিনোদনের জায়গা?'

মাথা ঝাঁকাল জাস্টিন। 'হ্যাঁ।'

'অ্যামিউজমেন্ট পার্ক?'

আবার মাথা ঝাঁকাল জাস্টিন।

'ও! তাহলে তো খুব মজা! চলো ওখানেই যাই। অ্যামিউজমেন্ট পার্ক আমার খুব ভাল লাগে। সময় কাটে চমৎকার।'

'আমারও ভাল লাগে। তবে একা হলে না,' অ্যাঞ্জেলা বলল। 'বাম্পার কারে চড়ব। হাউজ অভ মিরর দেখব। আয়নায় নিজের শরীরটা অদ্ভুতভাবে সরু আর লম্বা হয়ে ওঠে, দেখতে খুব মজা লাগে আমার।'

মনিকার দিকে তাকাল জাস্টিন, 'তুমি কিছু বলছ না?'

'ঘরে বসে থাকার চেয়ে যাওয়াই ভাল। আমি ফেরিস হুইলে চড়ব।'

'না না, বাবা, আমি ওসব হুইল-ফুইলের মধ্যে নেই,' হাত নাড়ল নিকি। 'গত বছরের অ্যাক্সিডেন্টের পর উঁচু জায়গা দেখলেই আমার ভয় লাগে। ওপরে উঠতে পারব না...'

জাস্টিনের মুখ কালো হয়ে যেতে দেখে তাড়াতাড়ি বাধা দিল অ্যাঞ্জেলা, 'আহ্, থামো না, নিকি! কোন কথার মধ্যে কোন কথা!'

থমকে গেল নিকি। 'সরি, জাস্টিন! আমার মনে ছিল না...'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে,' ভোঁতা, শুকনো, বিরস গলায় বলল জাস্টিন। চোখে শূন্য দৃষ্টি। 'আমি কিছু মনে করিনি।'

★

কিছুক্ষণ পর সেজেগুজে মার্সিডিজে এসে উঠল ওরা। ড্রাইভিং সীটে বসল জাস্টিন। সী-সাইড কোভে রওনা হলো। পথে কোথাও আর কোন বাড়িঘর চোখে পড়ল না। গ্রীষ্মাবাসের জন্যে অতিরিক্ত নির্জন জায়গা বেছে নিয়েছেন মিস্টার ফিলিপ। হতে পারে সারা বছর মানুষের সঙ্গে অতিরিক্ত মেলামেশা করে, কথা বলতে বলতে বিরক্ত হয়ে নির্জনে, নির্বাক হয়ে কিছুদিন কাটিয়ে শান্তি পেতে চান।

বিশ মিনিট পর সী-সাইড কোভে পৌঁছে পার্কের কিনারে গাড়ি রাখল জাস্টিন। গাড়ি থেকে নামল সবাই।

সী-সাইড কোভকে সৈকতের ধারের একটা খুদে উপশহর বলা যেতে পারে। সৈকত বলতে এক চিলতে বালিতে ঢাকা জমি। পাহাড় নেই, টিলা নেই, এমনকি একটা বালির ঢিবিও নেই এখানে। ঢেউও যেন অনেক বেশি নিরীহ। ঢেউয়ের মৃদু শব্দ আর থেকে থেকে ডেকে ওঠা সী-গালের তীক্ষ্ণ চিৎকারকে ঢেকে দেয় মানুষের কোলাহল আর যান্ত্রিক শব্দ।

জনতার ভিড়ে সামিল হলো ওরা। চতুর্দিকে নিয়ন আলোর চমক। বাতাসে পপকর্ন, হট ডগ আর কটন ক্যান্ডির সুগন্ধ। সেই সঙ্গে মানুষের কলরব হঠাৎ করে যেন নির্জনতা থেকে এক অদ্ভুত কোলাহলের জগতে নিয়ে এসে ফেলেছে ওদের।

ভাল লাগছে মনিকার। সামান্য সময়ের জন্যে নির্জনতা আর নীরবতা ভাল লাগলেও দীর্ঘদিন সেটা সহ্য করতে পারে না মানুষ। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল সে। প্রজাপতির মত উড়ে বেড়াতে লাগল।

প্রথমে মিরর হাউজে ঢুকল ওরা। আয়নায় নিজের শরীরকে সরু বানিয়ে দেখে মজা পেল অ্যাঞ্জেলা। নিকি আর মনিকারও খারাপ লাগল না। নিজের দেহটাকে আট ফুট লম্বা হয়ে যেতে দেখে জাস্টিনও হাসল।

সিজলারে চড়ল ওরা।

বাম্পার কারের কাছে ভিড় বেশি। চড়ার জন্যে লাইনে দাঁড়িয়ে বিশ মিনিট অপেক্ষা করতে হলো।

বাম্পার কার থেকে নেমে একটা ক্ষুদ্র স্ট্যান্ডে কটন ক্যান্ডি কিনতে দাঁড়িয়েছে মনিকা, এই সময় পেছন থেকে বলে উঠল কেউ, 'মিষ্টি খুব পছন্দ নাকি তোমার?'

ফিরে তাকাল মনিকা। হাসিমুখে দাঁড়িয়ে রবিন। গায়ে টকটকে লাল শার্ট। পরনে জিনস। নিয়নের আলোয় ধূসর লাগছে ওর বাদামী চুল।

মুসাকে এগিয়ে আসতে দেখল মনিকা।

'কই, আমার কথার জবাব দিলে না?' হাসিমুখে আবার বলল রবিন।

হাসল মনিকা। 'হ্যাঁ। মিষ্টি আমার ভাল লাগে। তোমার জন্যে নেব?'

'না, আমার অত ভাল লাগে না,' মাথা নাড়ল রবিন। 'থ্যাঙ্কিউ।'

'পয়সা বেশি থাকলে আমার জন্যে একটা কিনতে পারো,' হেসে এগিয়ে এল মুসা।

তাড়াতাড়ি বলে উঠল রবিন, 'মুসার ফাঁদে পা দিয়ো না, মনিকা। ও একটা রাক্ষস। মুহূর্তে ফতুর করে দেবে তোমাকে। ফকির হয়ে কপাল চাপড়াতে চাপড়াতে বাড়ি ফিরতে হবে শেষে।'

এগিয়ে এল জাস্টিন। কড়া চোখে তিন গোয়েন্দাকে দেখতে দেখতে ধমকে উঠল আচমকা, 'তোমাদের এখানে কি?'

'কেন, এজায়গাটাও কি প্রাইভেট? কিনে নিয়েছ?'

'থাক থাক, রবিন,' ঝগড়ার ভয়ে তাড়াতাড়ি হাত তুলল মুসা, 'ওকে চটানোর দরকার নেই।'

'আমি চটাব কি? ও তো চটেই আছে। দেখছ না কথার কি ধার?'

জাস্টিনের রাগ কমানোর জন্যে খোশালাপ করতে গেল মুসা, 'হাওয়া খেতে বেরিয়েছ বুঝি?'

জবাব দিল না জাস্টিন। কঠোর দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে ঝটকা দিয়ে ঘুরে দাঁড়াল, গটগট করে হাঁটতে শুরু করল।

কাঁধ ঝাঁকাল মুসা, 'বাপরে বাপ! প্রিন্সেস বটে! বাড়ির লোকে ওকে সহ্য করে কি করে?'

জাস্টিনকে ডাকতে ডাকতে ওর পিছু নিল মনিকা। নিকি আর অ্যাঞ্জেলা দাঁড়িয়ে রইল। দুই গোয়েন্দার সঙ্গ ওদের ভাল লাগছে।

ভিড়ের মধ্যে কোথায় হারিয়ে গেল জাস্টিন, বুঝতে পারল না মনিকা। হাঁটতে হাঁটতে চলে এল সৈকতের ধারে। সাগর এত কাছে হওয়া সত্ত্বেও ঢেউয়ের শব্দ কানে আসছে না। অতিরিক্ত কোলাহল।

ভিড় থেকে আরও সরে যেতে শুরু করল মনিকা। এসেছেই যখন রাতের বেলা এখানে সাগর কেমন লাগে না দেখে যাবে না। ক্যান্ডি শেষ করে কাগজটা ফেলে দিল একটা ট্র্যাশ বাস্কেটে।

মিষ্টি আঠা আঙুলে লেগে গেছে। চেটে পরিষ্কার করতে করতে মুখ তুলে তাকাল আকাশের দিকে। অনেক বড় লাগছে চাঁদটাকে। কিন্তু রঙ ফ্যাকাসে। ধোঁয়াটে মেঘের হালকা স্তর ছুটে আসছে চারদিক থেকে। চাঁদ ছোঁয়ার প্রতিযোগিতায় মেতেছে যেন।

সাগরের দিকে তাকাল মনিকা। চাঁদের আলোয় খুব আহামরি কিছু লাগছে না। তার একটা বড় কারণ, ঢেউ বেশি না থাকা। সাগরের সঙ্গে মস্ত ঢেউয়ের কোথায় যেন একটা যোগাযোগ রয়েছে। ঢেউ বড় না হলে সাগরকে মানায় না।

জায়গাটা নির্জন। নিয়ন আলোও নেই। এদিকে আসেনি জাস্টিন। ফিরে যাওয়ার জন্যে ঘুরেই স্তব্ধ হয়ে গেল।

সেই ছেলেটা!

কালো কোঁকড়া চুল। কালো চোখ। দীঘল শরীর। চাঁদের আলো এসে পড়েছে গালে। ফ্যাকাসে চামড়া বিষণ্ণ করে তুলেছে চেহারাটাকে।

'অলিভার! তুমি?' ফিসফিস করে বলল মনিকা।

দশ

'কি নাম বললে?' জানতে চাইল অলিভার।

'না না, কিছু না!'

'আমাকে ভূত মনে করেছ নাকি?'

মনিকার একটা হাত ধরল ছেলেটা। বরফের মত ঠাণ্ডা। শিউরে উঠল মনিকা। গতকাল দুপুরে রোদের মধ্যেও এরকমই ঠাণ্ডা লেগেছিল। অথচ আজ দুপুরে যখন কিশোর পাশার সঙ্গে হাত মিলিয়েছিল, গরম লেগেছিল হাতটা। তারমানে দুজনের চেহারা এক হলেও এক ব্যক্তি নয়!

'অ্যাঁ!···না!' হাতটা ছাড়িয়ে নিল মনিকা। 'ভূত ভাবব কেন? ভূতে কি আর মানুষকে স্পর্শ করতে পারে?'

'কেন পারবে না?' বিষণ্ণ হাসি হাসল অলিভার।

'কারণ ভূতেরা রক্তমাংসের তৈরি নয়। শুধু ছায়া। ছায়ার স্পর্শ করার ক্ষমতা থাকে না।'

'তাহলে রাত দুপুরে ঘাঁড় মটকায় কি করে?'

জবাব দিতে পারল না মনিকা। অন্য প্রসঙ্গে এল, 'কাল আমাকে পৌঁছে দিয়ে পালিয়েছিলে কেন?'

এড়িয়ে গেল অলিভার। ডেনিম শর্টসের পকেটে হাত ঢোকাল। সাদা একটা গ্যাপ টি-শার্ট গায়ে। একটা ধূসর সোয়েটশার্ট পেঁচিয়ে বেঁধে রেখেছে কোমরে। একশো বছর আগের স্টাইল। 'তোমার নাম মনিকা, তাই না?'

দেখছে মনিকা। পোশাকের কি নমুনা! তবে পুরানো হলেও খারাপ লাগছে না অলিভারকে। ভাল মানিয়েছে। সুন্দর মানুষকে সব কিছুই মানায়। সুন্দর মানুষ, না সুন্দর ভূত?

'হ্যাঁ, আমি মনিকা হাওয়ার্ড।'

'পোড়া দাগগুলো সেরেছে তোমার?' মনিকার কপালের দিকে তাকাল অলিভার। 'তোমার বন্ধুরা সচরাচর এই কাণ্ডই করে নাকি? খুন করার জন্যে বালির নিচে চাপা দিয়ে ফেলে রেখে যায় দুপুর রোদে?'

'ওরা বুঝতে পারেনি। এই রোদের মধ্যে যে আমি ঘুমিয়ে পড়ব কল্পনাও করেনি। ভেবেছে গরম লাগতে বেরিয়ে আমি বাড়ি ফিরে গেছি।'

'কাণ্ডজ্ঞানহীনের ভাবনা!' রহস্যময় কণ্ঠে বলল অলিভার।

'বললাম তো, ইচ্ছে করে করেনি। পুরো ব্যাপারটাই ছিল একটা ভুল

ধারণা। দোষটা আমারই। ঘুমিয়ে পড়লাম কেন?'

'তা হতো বটেই,' আগের মতই রহস্যময় কণ্ঠে বলল অলিভার, 'মরে গেলে কেউ খুন বলত না। ভাবত, অ্যাক্সিডেন্ট।...এসো, হাঁটি।'

হাঁটতে হাঁটতে কথা বলতে লাগল ওরা। বকবক করে যাচ্ছে মনিকা। জাস্টিনের দাওয়াত পেয়ে এখানে বেড়াতে এসেছে ওরা তিন বান্ধবী, জানাল সেকথা। কখন যে গত রেড হিল ক্যাম্পের কথায় চলে এল, বলতেও পারবে না।

মনোযোগ দিয়ে শুনছে অলিভার। মাঝে মাঝে ছোটখাট প্রশ্ন করছে।

আবার ভিড়ের মধ্যে ফিরে এসেছে দুজনে। ফেরিস হুইলের কাছে। বিরাট একটা গোল চাকা ঘুরছে অনবরত। কাঠের ছোট ছোট বাক্সগুলো ওপরে উঠছে, নিচে নামছে। তারাজ্বলা আকাশের পটভূমিতে ওপর দিকে তাকিয়ে বিশাল নাগরদোলাটাকে একটা দৈত্যের মত লাগছে মনিকার।

'চলো, উঠি,' আচমকা প্রস্তাব দিয়ে বলল অলিভার।

সাগরের লোনা পানি ছুঁয়ে বয়ে এল ফুরফুরে বাতাস। মনিকার চুল উড়িয়ে দিয়ে গেল। অলিভারের দিকে তাকাল সে। 'উঠবে!'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল অলিভার। 'ফেরিস হুইল তোমার পছন্দ?'

মাথা ঝাঁকাল মনিকা।

মনিকার চোখে চোখ রেখে হাসল অলিভার। হাত ধরে টানল, 'এসো। উঠব।'

'তোমার হাত এত ঠাণ্ডা কেন?' জিজ্ঞেস না করে আর পারল না মনিকা।

'ভূত যে, তাই!'

দুটো টিকেট কিনে মনিকাকে নিয়ে একটা খালি বাক্সে উঠল অলিভার। পাশাপাশি বসল। সামনের সেফটি বারটা তুলে দিয়ে গেল চালক।

চালু হলো ফেরিস হুইল। এক ঝটকায় কয়েক ফুট ওপরে উঠে গেল ওদের বাক্সটা। তারপর মসৃণ গতিতে উঠে চলল।

প্লাস্টিকের সীটে হেলান দিল মনিকা। যতই উঠছে, বেশি করে বাতাস লাগছে। কোমল বাতাস জুড়িয়ে দিয়ে গেল গাল আর কপালের পোড়া চামড়া। আকাশের দিকে তাকাল সে। 'রাতটা খুব সুন্দর। স্বপ্নের মত। ওপর থেকে সব দেখা যাবে।'

হাসল অলিভার। 'চাঁদটাও কি সুন্দর, দেখো। অদ্ভুত ফ্যাকাসে।'

'ফ্যাকাসে চাঁদ তো ভাল লাগে ভূতের। মায়ানেকড়ে কিংবা ড্রাকুলা হয়ে গলায় দাঁত ফোটাবে না তো আবার?'

নেকড়ের মত গরগর করল অলিভার। 'মায়ানেকড়ের পাশে বসতে ভয় লাগছে না?'

'সত্যি বলব?' হাসল মনিকা। 'না। লাগছে না। বরং আশ্চর্য একটা অনুভূতি হচ্ছে—তোমার সঙ্গে আমি নরকেও নিরাপদ।'

'ভূতের ওপর এতটা আস্থা রাখা ভাল না।'

'আমার কথা তো সবই শুনলে। তোমার কথা বলো। এই শহরেই থাকো?'

'না।'

'তাহলে কোথায় থাকো?'

'সবখানেই থাকি। যখন যেখানে প্রয়োজন।'

'আমি ঠাট্টা করছি না।'

'আমিও করছি না।'

হতাশ হলো মনিকা। কিছুতেই তার কথার সরাসরি জবাব দিচ্ছে না অলিভার। সত্যি কথাই বলছে হয়তো, কিন্তু ঘুরিয়ে। কিছু বোঝার উপায় নেই। সাগরের দিকে তাকাল। 'দেখো, সাগরটা কি সুন্দর লাগছে! নিচ থেকে কিন্তু একটুও লাগেনি।'

'ওপর থেকে অনেক কিছুই সুন্দর লাগে। অবাস্তব মনে হয়।'

'সেজন্যেই লাগে বুঝি?'

'হবে হয়তো।'

যতই ওপরে উঠছে নিচের সব কিছু আরও পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। বিশেষ করে সাগর। চাঁদের আলোয় বিছিয়ে থাকা রুপালী চাদরের মত লাগছে।

অলিভারের পেট থেকে কথা বের করার অন্য ফন্দি ধরল মনিকা। বলল, 'তুমি তো এখানে বহুকাল ধরে আছ। আশেপাশে কি কি আছে বলো না শুনি? ওই লাল আলোটা কিসের?'

'ওটা কিসের, জানি আমি। তবে একটা ভুল করছ। বহুকাল ধরে আমি এখানে থাকছি না। বললাম না, এখানে বাস করি না আমি...'

ঝটকা দিয়ে থেমে গেল হুইল। অনেক ওপরে উঠেছে ওদের বাক্স। সবচেয়ে ওপরে উঠতে হলে আরও তিনটে বাক্স সরতে হবে।

'থামল কেন?' নিচে তাকিয়ে বোঝার চেষ্টা করছে মনিকা।

হাসল অলিভার। 'তুমি কি ভেবেছ অলৌকিক শক্তিবলে আমি থামিয়ে দিয়েছি? তোমার রক্ত খাওয়ার জন্যে? ভয় নেই, এখন খাব না।' নিচের দিকে হাত তুলে দেখাল, 'খালি বাক্সগুলোতে লোক তুলছে। সেজন্যেই থেমেছে।'

উঠে দাঁড়াল অলিভার। হাত টান টান করতে গেল।

চেঁচিয়ে উঠল মনিকা, 'বসো, বসো! পড়ে যাবে!'

'উঁচু জায়গাকে মনে হয় ভয় পাও তুমি?' মনিকার ভয়কে গুরুত্বই দিল না অলিভার। 'আমার জন্যে উঁচু-নিচু সব সমান।'

নড়ে উঠল বাক্স। ঝাঁকি দিয়ে চলতে শুরু করল। কাত হয়ে গেল বাক্স। বাক্সের সঙ্গে সঙ্গে অলিভারও কাত হলো। চেপে ধরল সেফটি বার। নাড়া লেগে আরও কাত হয়ে গেল বাক্স। ঝটকা দিয়ে সামনে ঝুঁকে গেল অলিভারের দেহ। বেরিয়ে যাচ্ছে নাকি বাক্সের বাইরে!

গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠল মনিকা। চোখের পলকে ভয়ানক আরেকটা দুর্ঘটনার দৃশ্য খেলে গেল মনের পর্দায়। পতনের দৃশ্য।

এগারো

বাংকে চিত হয়ে হাত-পা টানটান করল মনিকা। দুপুরের ভয়াবহ আঠা আঠা গরমে যেন পঙ্গু হয়ে গেছে। গায়ে বসে বিরক্ত করছে মাছি। চাপড় মারল একটাকে।

লাঞ্চ হয়ে গেছে খানিক আগে। এখন 'ফ্রী টাইম'। বাড়িতে চিঠি লেখার কথা। কিন্তু ভাগ্য ভাল, ওদের কাউন্সেলর ক্যাথারিন ভীষণ ঘুম কাতুরে। যত গরমই হোক, ওর ঘুমের ব্যাঘাত ঘটাতে পারে না। পড়ে পড়ে ভোঁস ভোঁস করে ঘুমায় সে। সুতরাং কারোরই আর ওই সময় বাধ্যতামূলক চিঠিটা লিখতে হয় না।

চিঠি লেখা বাদ দিয়ে আড্ডা দিচ্ছে মনিকা, জাস্টিন, নিকি আর অ্যাঞ্জেলা। কাগজে লিখে লিখে চোর-ডাকাত খেলছে। হঠাৎ পর্দা সরিয়ে ঘরে ঢুকল জাস্টিনের যমজ বোন শারমিন। কয়েক মিনিটের ছোট। দুজনের চেহারায় অনেক মিল।

তাড়াতাড়ি কাগজগুলো লুকিয়ে ফেলল অ্যাঞ্জেলা।

'কি করছ তোমরা?' জিজ্ঞেস করল শারমিন।

'সেটা তোমার জানার দরকার নেই,' নিকি জবাব দিল।

'যা, ভাগ এখান থেকে,' ধমক লাগাল জাস্টিন।

শারমিনের স্বভাবের জন্যে ক্যাম্পের কেউ পছন্দ করে না তাকে। অন্যদের তো বটেই, নিজের বোনের পেছনে পর্যন্ত লেগে থাকে। আড়ি পাতে। কাউন্সেলরের কাছে উল্টোপাল্টা লাগিয়ে বকা খাওয়ায়। শাস্তি দেয়ায়।

জাস্টিনের বিছানায় ধপ করে বসে পড়ল শারমিন। 'আমিও খেলব।'

'আমরা খেলছি কে বলল তোমাকে?' ভুরু নাচাল নিকি।

মাথা দোলাতে দোলাতে শারমিন বলল, 'আমাকে ফাঁকি দিতে পারবে না। চোর-ডাকাত খেলছ তোমরা।'

মনিকা বলল, 'চারজন হয়ে গেছি আমরা। আরেকজন নিতে গেলে বাড়তি হয়ে যাবে। কাকে বাদ দেব?'

'এই, তুই যা তো এখান থেকে!' আবার ধমক দিল জাস্টিন। 'বিরক্ত করিস না!'

'চিঠি লেখা বাদ দিয়ে খেলছ!' হুমকি দিল শারমিন, 'আমি কাউন্সেলরকে বলে দেব।'

'যা যা, দিস! ভাগ এখন!'

লাফ দিয়ে উঠে রাগ দেখিয়ে বেরিয়ে গেল শারমিন। ও যে একটা কিছু করবে, কোন সন্দেহ নেই তাতে।

কাগজগুলো ছুঁড়ে ফেলে দিল জাস্টিন, 'দূর! মেজাজটাই দিল খারাপ করে!'

খেলা বন্ধ। কয়েক মিনিট চুপচাপ থাকার পর নিকি বলল, 'আজ রাতে কি করা যায়, বলো তো?'

প্রায় রাতেই সবাই ঘুমিয়ে পড়লে বেরিয়ে পড়ে ওরা চার বান্ধবী। পাহাড়ে পাহাড়ে, বনে বনে আর নদীর ধারে ঘুরে বেড়ায়। বিশেষ করে চাঁদনী রাতে ঘুরতে ওদের খুব ভাল লাগে। ক্যাম্পের কঠোর আইনের কারণে চুরি করে বেরোতে হয়। কাউন্সেলর জানলে আর রক্ষা থাকবে না।

'আজ তো পূর্ণিমা,' অ্যাঞ্জেলা বলল। 'চলো, আজ ডিয়ার ক্রীকে যাই। চাঁদের আলো বেশি থাকলে নাকি খুব সুন্দর লাগে ঝর্নাটা।'

বাকি তিনজন একবাক্যে রাজি।

মনিকা বলল, 'ঠিক বলেছ। ডিয়ার ক্রীকেই যাব...'

এই সময় সরে গেল পর্দাটা। হাসিমুখে আবার ঘরে ঢুকল শারমিন। 'ডিয়ার ক্রীকে যাবে, না? আমাকে না নিলে কাউন্সেলরকে বলে দেব।'

রাগে চড় মারতে উঠল জাস্টিন। ধরে ফেলল ওকে মনিকা। 'থাক থাক, মারামারির দরকার নেই। এক কাজ করি বরং, আজ ওকেও নিয়ে যাই?'

'না!' খেঁকিয়ে উঠল জাস্টিন। 'কোন দরকার নেই! ওকে আমি নেব না! শয়তানি করার আর জায়গা পায়নি! বাড়িতে হাড় কালি করে! এখানে এসেও শান্তি নেই! ও মরলে বাঁচতাম...'

'বেশ, যাও তোমরা। আমি কাউন্সেলরের কাছে যাচ্ছি...'

'অ্যাই, শোনো, শারমিন। অ্যাই শারমিন।' ডাক দিল মনিকা। জাস্টিনের দিকে ফিরে বলল, 'দেখো, ওকে না নিলে আমাদের যাওয়াটাও পণ্ড হবে। তারচেয়ে নিয়েই নিই।'

রাগে ফুঁসছে জাস্টিন। শেষে বলল, 'বেশ, নিতে পারি এক শর্তে। ডিয়ার ক্রীক পেরোতে হবে ওকে।'

জ্বলন্ত চোখে বোনের দিকে তাকাল শারমিন। মুখ থেকে রক্ত সরে গেছে। সবাই জানে ওরা, উঁচু জায়গায় উঠতে ভয় পায় ও। ডিয়ার ক্রীকে পাহাড়ের একটা ফাটলের অনেক নিচ দিয়ে বয়ে যায় পানির স্রোত। ফাটলটা পেরোনোর জন্যে ডালপালা ছেঁটে একটা আস্ত গাছ ফেলে রাখা হয়েছে। দিনের বেলাতেই ওই ফাটল পেরোতে ভয় লাগে। আর রাতের বেলা শারমিনের মত মেয়েদের তো আতঙ্ক হওয়ারই কথা। কিন্তু ভীষণ জেদী আর গোঁয়ার সে। রাগের মাথায় এমন সব কাণ্ড করে বসে, দুই দুইবার তাকে হাসপাতালে রেখে মানসিক রোগের চিকিৎসা করিয়ে আনতে বাধ্য হয়েছেন তার বাবা-মা। দীর্ঘ একটা মুহূর্ত বোনের চোখে যেন আটকে রইল তার নীল চোখের দৃষ্টি। মাথা দোলাল অবশেষে, 'বেশ, আমি রাজি! তাই করব!'

'কি বলছ তুমি, শারমিন?' চিৎকার করে উঠল অ্যাঞ্জেলা। 'ওকাজ করতে গেলে মারা পড়বে তুমি! আত্মহত্যা করতে চাও?'

ওর কথা কানেই তুলল না শারমিন। বোনের দিকে তাকিয়ে আছে।

'কটার সময় যেতে হবে?'

সমান তেজে জবাব দিল জাস্টিন, 'রাত দশটায়। সব আলো নিভে গেলে।'

'ঠিক আছে, ডিয়ার ক্রীকেই তোমাদের সঙ্গে দেখা হবে আমার আজ রাতে।'

রাত দশটা বাজলে ক্যাথারিন যখন ঘুমিয়ে পড়ল, পা টিপে টিপে নিঃশব্দে বেরিয়ে এল ওরা চার বান্ধবী। দিনের তুলনায় রাতের বাতাস অনেক ঠাণ্ডা। বিশাল চাঁদটা ভেসে রয়েছে যেন আকাশের অনেক নিচুতে। হলুদ আলো ছড়িয়ে দিয়েছে। ঝিঁঝি ডাকছে। গাছের পাতায় দীর্ঘশ্বাসের শব্দ তুলে বইছে মৃদু বাতাস।

বনের ভেতর গভীর খাঁড়িটার দিকে চলে গেছে একটা পায়েচলা পথ। আগে আগে হাঁটছে জাস্টিন। কিছুটা পেছনে পড়ে গেছে অন্য তিনজন। হঠাৎ গাছের আড়াল থেকে জ্বলে উঠল টর্চ। আলো পড়ল জাস্টিনের গায়ে। গর্জে উঠল ক্যাথারিনের কর্কশ কণ্ঠ, 'থামো, জাস্টিন! বাকি তিনটে শয়তান কোথায়?'

চোখের পলকে ঝোপঝাড়ের ভেতর আর গাছের আড়ালে যে যেখানে পারল লুকিয়ে পড়ল মনিকা, নিকি আর অ্যাঞ্জেলা। জাস্টিন জবাব দিল না। একা খোঁজাখুঁজি করে বিশেষ সুবিধে করতে পারল না ক্যাথারিন। আর কাউকে পেল না। শেষে জাস্টিনকে নিয়েই ফিরে গেল।

আড়াল থেকে বেরিয়ে এক জায়গায় জড়ো হলো আবার মনিকারা তিনজন।

'কি করব? ফিরে যাব?' অ্যাঞ্জেলার প্রশ্ন।

'মাথা খারাপ!' মনিকা বলল। 'আমাদের কেবিনের সামনে গিয়ে বসে থাকবে এখন ক্যাথারিন। গেলেই ক্যাঁক করে ধরবে।'

'সকালেও ধরবে। তখন?'

'সকালে রাগ কমে যেতে পারে।'

'এখানে বসে থেকে, লাভ কি আর তাহলে? চলো যেখানে যাচ্ছিলাম সেখানেই যাই।'

'জাস্টিনকে বাদ দিয়ে?'

'আর কি করব?'

'শারমিনটা যে এভাবে ফাঁসিয়ে দেবে ভাবতেই পারিনি।'

'না ভাবাটাই গাধামি হয়েছে আমাদের। ওর যা স্বভাব, এরকম কিছুই তো করার কথা। বুঝলাম না কেন?'

কিন্তু ক্রীকে পৌছে অবাক হয়ে গেল ওরা। শারমিন বসে আছে। ওদের দেখে জানতে চাইল, 'জাস্টিন কোথায়?'

মুখ বাঁকিয়ে নিকি বলল, 'ন্যাকা! জানো না কোথায়?'

'আমি জানব কি করে? আমি তো কথামত কখন এসে বসে আছি।'

'ক্যাথারিন ধরে নিয়ে গেছে।'

সব শুনে শারমিন বলল, রাতে বেরোনোর কথা ও কাউন্সেলরকে বলেনি। নিশ্চয় অন্য কোনভাবে সন্দেহ করে বনের মধ্যে লুকিয়ে ছিল ক্যাথারিন।

'যাই হোক,' উঠে দাঁড়াল শারমিন, 'এসেছি যখন, কাজটা আমি করেই ছাড়ব। তোমরা তিনজন সাক্ষী। আমার বোনকে গিয়ে বলবে ওর চ্যালেঞ্জ আমি মোকাবিলা করেছি।'

'দেখো, শারমিন, পাগলামি কোরো না,' বাধা দিল মনিকা। 'ক্যাম্পে ফিরে যাও। তোমাকে নিশ্চয় খুঁজবে না ক্যাথারিন।'

'হ্যাঁ, যাই, আর কাল গিয়ে সারা ক্যাম্পে হাসির ধুম পড়িয়ে দাও,' জিনসের প্যান্টে দুই হাত ঢুকিয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়াল শারমিন। 'আমি পেরোবই!'

তিনজনে মিলে অনেক চেষ্টা করেও ঠেকাতে পারল না ওকে।

গাছটার ওপর উঠে গেল শারমিন। দাঁড়িয়ে দেখছে অন্য তিনজন।

এগিয়ে যাচ্ছে শারমিন। মাঝামাঝি গিয়ে নিচের দিকে তাকিয়েই এক চিৎকার দিয়ে উঠল। ভয় পেয়ে গেছে। এগোতেও সাহস করছে না, পিছাতেও না। ঠিক এই সময় হই-চই শোনা গেল বনের ভেতর। অনেকগুলো টর্চের আলো।

মনিকা ভাবল, নিশ্চয় ক্যাম্পে গিয়ে জাস্টিনকে কড়া ধমক দিয়ে, ভয় দেখিয়ে ওর মুখ থেকে কথা আদায় করে নিয়েছে ক্যাথারিন। অন্য কাউন্সেলরদের সঙ্গে নিয়ে ওদের ধরতে আসছে।

পরে জেনেছে, জাস্টিন সব বলে দিতে বাধ্য হয়েছে ঠিকই, তবে ধরার জন্যে আসেনি কাউন্সেলর। শারমিন কোন মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটিয়ে বসতে পারে এই ভয়ে ওর ক্রীক পেরোনো বন্ধ করতে ছুটে এসেছিল।

কাউন্সেলরের গলা শুনেই এদিক ওদিক ছুটে পালাল মনিকারা। একটা ঝোপের ভেতরে বসে কানে এল শারমিনের তীক্ষ্ণ চিৎকার, 'বাঁচাও! বাঁচাও...'

★

কাঁধে হাত পড়তে চমকে বাস্তবে ফিরে এল মনিকা। বাক্সে দাঁড়িয়ে আছে অলিভার। বাইরে পড়েনি।

তোতলাতে শুরু করল মনিকা, 'তু-তু-তুমি পড়ে যাওনি!'

'না,' হাসল অলিভার, 'ভূতেরা কখনও পড়ে না। বাতাসে ভেসে বেড়াতে পারে।' মনিকার পাশে বসে পড়ল আবার সে।

খানিক পরে প্ল্যাটফর্মে থামল বাক্স। নেমে এল ওরা।

'কেমন লাগল?' জিজ্ঞেস করল অলিভার।

'অ্যাঁ!...খুব ভাল! দারুণ!' এখনও অন্যমনস্ক হয়ে আছে মনিকা।

কয়েক মিনিট নীরবে পাশাপাশি হাঁটল ওরা। তারপর মনিকা বলল, 'জাস্টিনকে খুঁজে বের করতে হবে। তুমি আসবে আমার সঙ্গে?'

জবাব না পেয়ে পাশে তাকিয়ে দেখে অলিভার নেই। তাড়াতাড়ি অন্যপাশে দেখল। নেই। পেছনেও নেই।

চলে গেছে।

আবার উধাও!

ঘটনাটা কি? সত্যিই কি ভূত?

অনিশ্চিত ভঙ্গিতে হাঁটতে শুরু করল মনিকা। একটা গেম-বুদের কাছে আসতে ওর নাম ধরে ডাক শুনতে পেল। ফিরে তাকিয়ে দেখে নিকি ডাকছে। হাতে একটা খেলনা ভালুক। পাশে দাঁড়িয়ে আছে অ্যাঞ্জেলা আর জাস্টিন। রবিনরা নেই। এগিয়ে গেল মনিকা।

'কোথায় চলে গিয়েছিল?' জানতে চাইল জাস্টিন।

পাল্টা প্রশ্ন করল মনিকা, 'তুমি কোথায় গিয়েছিল? তোমাকে খুঁজতেই তো গেলাম।'

'আমি তো সঙ্গে সঙ্গেই ফিরে এসেছি।'

'ও।'

ভালুকটা দেখিয়ে নিকি বলল, 'দেখো কি পেয়েছি।'

'ডার্ট খেলে জিতলে নাকি?'

'মুসা জিতেছে। দিয়ে দিয়েছে আমাকে।'

জাস্টিনের দিকে তাকাল অ্যাঞ্জেলা। 'থাকবে আরও? না বাড়ি যাবে এবার?'

'চলো,' গাড়ির দিকে পা বাড়াল জাস্টিন।

বারো

গভীর রাতে চিৎকার শুনে লাফ দিয়ে বিছানায় উঠে বসল মনিকা। নিকির ঘর থেকে আসছে। বিছানা থেকে নেমে দৌড় দিল সেদিকে।

ভেজানো দরজা। ঠেলা মেরে খুলে ভেতরে ঢুকল মনিকা। লাইট সুইচের জন্যে দেয়াল হাতড়াতে লাগল।

চিৎকার করেই চলেছে নিকি, 'খেয়ে ফেলল! মরে গেলাম!'

আলো জেলে দিল মনিকা।

বিছানায় বসে আছে নিকি। পরনে হাতাকাটা পাতলা কাপড়ের নাইটড্রেস, এলোমেলো জট পাকানো চুল। হাত-পা ছুঁড়ছে। মনিকাকে দেখেই চেঁচিয়ে উঠল, 'মনিকা! আমাকে বাঁচাও!'

হুড়মুড় করে ঘরে এসে ঢুকল অ্যাঞ্জেলা আর জাস্টিন।

'নিকি!' চিৎকার করে উঠল অ্যাঞ্জেলা, 'তোমার গায়ে ওগুলো কি?'

'বাঁচাও!' গুঙিয়ে উঠল নিকি। 'খেয়ে ফেলল আমাকে!'

বিছানার কাছে গিয়ে দাঁড়াল মনিকা। আঁতকে উঠল। 'জোঁক!'

বড় বড় তিনটে জোঁক নিকির ডান কাঁধের নিচে আর বগলের চামড়া কামড়ে ধরে ঝুলছে। রক্ত খেয়ে টুপটুপে। গোঙাচ্ছে নিকি, 'জলদি সরাও! জলদি সরাও! মরে গেলাম!'

'নিকি, থামো! শান্ত হও! সরাচ্ছি।' মনিকা বলল।

'এল কি করে ওগুলো?' অ্যাঞ্জেলার চোখেও নিকির মতই আতঙ্ক।

'নোড়ো না,' নিকির কাঁধ চেপে ধরল মনিকা। 'টেনে খুলে আনতে হবে।'

'উফ্, মাগো!'

'এত নোড়ো না!' ধমকে উঠল মনিকা। 'ধরব কি করে?'

জাস্টিনের দিকে তাকাল অ্যাঞ্জেলা। 'ওর বিছানায় জোঁক এল কি করে?'

অধৈর্য ভঙ্গিতে হাত নাড়ল জাস্টিন, 'আমি জানব কি করে?' এগিয়ে গিয়ে নিকির ডান হাতটা চেপে ধরল যাতে ছোঁড়াছুঁড়ি করতে না পারে।

কাপড় দিয়ে চেপে ধরে একটা জোঁককে টেনে খুলে আনল মনিকা। মুখ বিকৃত করে ফেলেছে। ছুঁড়ে ফেলল ওয়েস্টবাস্কেটে। এক এক করে বাকি দুটোকেও খুলে এনে একই জায়গায় ফেলল।

'রক্ত বন্ধ হচ্ছে না তো! মরে গেলাম!' চিৎকার থামছে না নিকির।

'আহ্, থামো না! রক্ত আপনাআপনি বন্ধ হয়ে যাবে,' চেঁচিয়ে বলল মনিকা।

আতঙ্কে থরথর করে কাঁপছে নিকি। থেকে থেকে হাত-পা ঝাঁকি দিচ্ছে মৃগী রোগীর মত। দুগাল বেয়ে পানি ঝরছে।

'জোঁকের রাশি তোমার!' অ্যাঞ্জেলা বলল। 'সেবার ক্যাম্পের লেকে নেমে গোসল করার সময়ও পায়ে ধরল। আর কাউকে ধরল না, শুধু তোমাকে...'

'থামো! থামো!' দুহাতে মুখ ঢাকল নিকি, 'আর মনে করিয়ো না!'

সেবার ওকে শান্ত করতে পুরো দিনটা লেগেছিল, মনে পড়ল মনিকার। 'কিন্তু এল কি করে ওগুলো এখানে?' ওয়েস্টবাস্কেটের দিকে তাকিয়ে আছে সে। 'ওটা নাহয় লেক ছিল...লেকের পানিতে জোঁক থাকে...কিন্তু দোতলার বেডরুম? শুকনো দেয়াল বেয়ে ওপরে উঠেছে জোঁক? ইমপসিবল!'

'কেউ ঘরে ঢুকে গায়ের ওপর ফেলে দিয়ে গেছে!' ফোঁপাতে শুরু করল নিকি।

'কে?' ভুরু কুঁচকে ফেলল জাস্টিন।

'তা কি করে বলব? দরজার শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। একটা ছায়ামূর্তিকে ছুটে পালাতে দেখলাম। তারপরই কাঁধে...উফ্, মাগো!' চোখ উল্টে দিল নিকি। বেহুঁশ হয়ে যাবে যেন।

ঝট করে ওকে ধরে ফেলল মনিকা। মোলায়েম কণ্ঠে বলল, 'নিকি, শান্ত হও। শান্ত হও।...ছায়ামূর্তিটাকে চিনেছ?'

'অন্ধকার ছিল!' গুঙিয়ে উঠল নিকি।

'থাক। শান্ত হও। ফেলে দিয়েছি। আর কোন ভয় নেই।'

'কেউ একজন জানে,' অ্যাঞ্জেলা বলল, 'নিকি পোকামাকড়কে ভয় পায়।'

'কে জানবে?' জানালার কাছে এগিয়ে গেল জাস্টিন। নিচে তাকাল। যেন দেখতে পাবে ছায়ামূর্তিটাকে। 'এ বাড়িতে রাতের বেলা কেউ ঢুকতে পারে না।'

'তাহলে কে রেখে গেল জোঁকগুলো?'

ফিরে তাকাল জাস্টিন। মাথা নাড়ল। ঝাঁকি খেল ওর সোনালি চুল। চুলের গোছা আঙুলে পেঁচিয়ে চিন্তা করতে লাগল। তারপর বলল, 'গ্রীষ্মকালে অবশ্য এ বাড়িটাতে পোকামাকড়ের উৎসব লেগে যায়। আম্মা এত বিরক্ত হয়, পালিয়ে বাঁচতে চায়। ইঁদুরও আসে। কিন্তু জোঁক...নাহ্, কখনও দেখিনি। তা ছাড়া সাগরের লোনা পানিতে জোঁক বাস করে না।'

'বললামই তো আমার গায়ের ওপর ফেলে দিয়ে গেছে কেউ,' কিছুটা শান্ত হয়ে এসেছে নিকি।

'হুঁ!' হঠাৎ রেগে গেল জাস্টিন। 'যাচ্ছি এখনই। হিউগিকে জিজ্ঞেস করব।' বেরিয়ে গেল সে।

জাস্টিনের পদশব্দ মিলিয়ে যাওয়ার পর মনিকা বলল, 'এ তো এক বিরাট রহস্য দেখা যাচ্ছে! নিকি, এখন কিছুটা ভাল লাগছে?'

প্রশ্নটা এড়িয়ে গিয়ে নিকি বলল, 'আমার কি মনে হচ্ছে জানো? জাস্টিন আমাদের দাওয়াত করে এনেছে অত্যাচার করার জন্যে।'

'কি যে বলো! তা কেন করবে?'

'ও একটা স্যাডিস্ট! ওর চোখের দিকে তাকিয়েছ? লক্ষ করোনি মাঝে মাঝে কেমন হয়ে ওঠে? উন্মাদের দৃষ্টি! ও আমাদের অত্যাচার করে শারমিনের জন্যে।'

'দূর!' হাত নেড়ে উড়িয়ে দিল মনিকা। 'শারমিনের মৃত্যুর জন্যে আমাদের দায়ী করবে কেন? আমরা কি করেছি? দোষ দিলে বরং ওকেই দিতে হয়। ও-ই ডিয়ার ক্রীক পেরোবার জন্যে খেপিয়ে তুলেছিল বোনকে।'

'তাতে কি? নিজের দোষটা এখন আমাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে চাইছে। মনিকা, ও ইচ্ছে করেই তোমাকে সৈকতে বালি চাপা দিয়ে রেখে এসেছিল খুন করার জন্যে। গেটের বিদ্যুতের সুইচ অন করে রেখে অ্যাঞ্জেলাকে মারতে চেয়েছিল। আমাকে...'

'শ্‌শ্‌শ্‌!' ঠোঁটে আঙুল রেখে চুপ করতে ইশারা করল মনিকা।

পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে। ঘরে ঢুকল জাস্টিন। এলোমেলো চুলগুলো ঠিক করেছে। একটা নাইটশার্ট পরে এসেছে। বলল, 'হিউগিও আমাদের মতই অবাক। ও কিছু জানে না।'

'ও জানবে কি করে? ও কি আর ফেলেছে নাকি?' বলতে গিয়েও বলল না নিকি।

চুপ করে আছে সবাই। খোলা জানালা দিয়ে বাইরে থেকে আসছে ঝিঁঝির ডাক। থমথমে পরিবেশ। ভাল লাগছে না মনিকার।

বড় করে হাই তুলল অ্যাঞ্জেলা।

কাঁপুনি বন্ধ হয়েছে নিকির। চিত হয়ে শুয়ে গলা পর্যন্ত চাদর টেনে দিল।

'চলো,' অন্য দুজনের দিকে ফিরে বলল মনিকা। 'সকালে এ নিয়ে আলোচনা করব।'

★

নিজের ঘরে ফিরে এল মনিকা। শীত শীত লাগছে। বড় জানালাটা বন্ধ করে দিল। শুতে গিয়ে মনে হলো গলাটা বেশি শুকনো। পানি খাওয়া দরকার। রান্নাঘরের রিফ্রিজারেটর থেকে পানি বের করে খাওয়ার জন্যে আবার বেরিয়ে এল বাইরে।

সিঁড়ি বেয়ে নিঃশব্দে নিচে নামল, যাতে অন্য কারও ডিস্টার্ব না হয়। এত রাতে পায়ের শব্দ শুনলে আবার কে কোন্ কাণ্ড ঘটিয়ে বসে কে জানে।

রান্নাঘরের দরজায় এসে দাঁড়িয়ে গেল সে। মৃদু আলো জ্বলছে লম্বা কাউন্টারের ওপর। চোখের কোণ দিয়ে একটা ছায়া নড়তে দেখল। ফিরে তাকিয়ে আর কিছু দেখতে পেল না। ডাক দিল, 'কে? জাস্টিন?'

সাড়া নেই।

পরক্ষণে দেখতে পেল আবার। দেয়ালের ছায়ায় চট করে মিশে গেল লম্বা একটা ছায়া।

মুহূর্তের জন্যে দেখেছে। তবে চেনার জন্যে যথেষ্ট। চিৎকার করে উঠল, 'অলিভার! তুমি!'

তেরো

সাড়া দিল না অলিভার। দেখাও দিল না আর। ছায়ায় মিশে গেছে যেন।

বাতাসে নড়ে উঠল পেছনের খোলা পাল্লাটা। দড়াম করে বন্ধ হলো।

দুরুদুরু করছে মনিকার বুক। আর ডাকতে সাহস পেল না। ইলেকট্রিফায়েড তারের বেড়া আর ধাতব গেট পেরিয়ে এ বাড়িতে ঢুকল কি করে অলিভার? জ্যান্ত কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। ভূত হলেই কেবল...

'মনিকা? এত রাতে?' পেছন থেকে বলে উঠল একটা কণ্ঠ।

ধড়াস করে এক লাফ মারল মনিকার হৃৎপিণ্ড। ফিরে তাকাল। অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে হিউগি।

'পা-পানি খেতে এসেছি!' কোনমতে বলে ঢোক গিলল মনিকা।

মাথা ঝাঁকাল হিউগি। 'দাঁড়াও। দিচ্ছি।'

রিফ্রিজারেটর থেকে পানির বোতল বের করে গ্লাসে ঢেলে দিল হিউগি। নিজেও নিল এক গ্লাস। 'আমিও পানি খেতে এসে তোমার চিৎকার শুনলাম। কি হয়েছিল?'

'অলিভার...কাকে যেন বেরিয়ে যেতে দেখলাম।'

'মানে?' মাঝপথে থেমে গেল হিউগির গ্লাস ধরা হাত।

'একটা ছেলে। আমাকে দেখেই বেরিয়ে গেল। পেছনের দরজা খোলা।

মনে হয় ওদিক দিয়েই বেরিয়েছে। বুঝতে পারছি না বাড়িতে ঢুকল কি করে···’

‘তুমি শিওর?’ হিউগির চোখে সন্দেহ।

‘হ্যাঁ,’ কাউন্টারে কনুইয়ের ভর দিয়ে দাঁড়াল মনিকা। ‘চিনতেও পেরেছি···’

‘কে?’

‘অলিভার নামে একটা ছেলে। আজ সন্ধ্যায়ও বোর্ডওয়াকে দেখা হয়েছে আমাদের। ফেরিস হুইলে চড়েছি। অথচ এখানে আমাকে দেখামাত্র পালিয়ে গেল।’

‘অসম্ভব!’ ঢকঢক করে গ্লাসের পানি শেষ করে কাউন্টারে নামিয়ে রাখল হিউগি। ‘রাতের বেলা আমাকে না বলে এ বাড়িতে কেউ ঢুকতে পারবে না।’

‘কেউ না?’

‘কেউ না।’

‘অন্য কেউ থাকে না তো এখানে?’

‘না,’ মাথা নাড়ল হিউগি।

‘গেস্ট হাউজে কে থাকে তাহলে? কাল রাতে জানালায় আলো দেখেছি।’

‘আলো?’ টাকে হাত বোলাতে লাগল হিউগি। ‘তুমি ভুল দেখেছ, মনিকা। আজ সকালেও আমি গেস্ট হাউজ পরিষ্কার করেছি। প্রতি সপ্তায় একবার করে করি। ওটা খালি। একেবারেই খালি। বহু বছর কেউ বাস করে না ওখানে।’

‘কিন্তু সত্যি বলছি, কাল রাতে জানালায় আলো দেখেছি আমি। চোখের ভুল নয়।’

‘কিন্তু কে আলো জ্বালবে গেস্ট হাউজে?’ মাথায় হাত বোলাতে বোলাতেই জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল হিউগি। উঁকি দিল বাইরে। ‘রাতে আপনাআপনি চালু হয়ে যায় বেড়া আর গেটের ইলেকট্রিক সিসটেম। কুকুর পাহারা দেয়। আজ বিকেলে অ্যালার্ম সিসটেমের কোডও বদলে দিয়েছে জাস্টিন। শুধু আমাকে বলেছে। আর কারও পক্ষে এই কোড জানা সম্ভব নয়।’

‘বদলে দিয়েছে?’

‘হ্যাঁ। কেউ কোড না জানলে গেট খুলবে কি করে?’

‘তাই তো!’ চেপে রাখা নিঃশ্বাসটা সজোরে ছাড়ল মনিকা।

আরেক গ্লাস পানি ঢেলে দিল ওকে হিউগি। চোখের দিকে তাকাচ্ছে না। কিছু কি লুকাচ্ছে? মিথ্যে বলছে?

ভূতের ব্যাপারটা শেকড় গাড়তে শুরু করল তার মনে। রহস্যময় যা যা ঘটেছে এখানে আসার পর, সেগুলো ঘটানো কেবল ভূতের পক্ষেই সম্ভব। রাত দুপুরে ইলেকট্রিফায়েড বেড়া ডিঙিয়ে, কুকুরের চোখকে ফাঁকি দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করা···

আর ভেতরে প্রবেশই বা প্রয়োজন পড়বে কেন? সে তো থাকেই এখানে। গেস্ট হাউজে বাস করে!

কিন্তু ভূতটা বড় বিচিত্র! সালাদে কেঁচো রেখে দেয়, রাত দুপুরে গায়ে জোঁক ফেলে যায়···এ কোন ধরনের ভূত?

আর যদি মানুষ হয়ে থাকে, তাহলে আবার সেই প্রশ্ন—ঢুকল কি করে?

কোন প্রশ্নেরই জবাব পেল না মনিকা। ভাবতে ভাবতে ফিরে এল নিজের ঘরে।

★

রাতে ভাল ঘুম হলো না মনিকার। পরদিন সকালে উঠেই তাড়াহুড়া করে কাপড় পরে নিচে নামল। ভূত দেখার কথা বলার জন্যে তর সইছে না।

নাস্তার টেবিলে বসে আছে সবাই।

মনিকার কথা শুনে হেসে উঠল অ্যাঞ্জেলা, ‘শেষমেষ ভূতের খপ্পরে পড়লে?’

‘হেসো না, অ্যাঞ্জেলা, আমি সত্যি দেখেছি!’

চুপ হয়ে গেল অ্যাঞ্জেলা।

নিকি বলল, ‘কিছু একটা আছেই এ বাড়িতে। নইলে রাত দুপুরে জোঁক ফেলতে আসবে কে?’ রাতের কথা কল্পনা করে কেঁপে উঠল সে। ‘হয়তো ওই ছেলেটারই কাজ···’

‘কিন্তু ওকে আমার ভাল বলেই মনে হয়েছে···’

লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল জাস্টিন। ‘অনেক হয়েছে! থামো এবার! ওসব ভূতফূত আমি কিছু বিশ্বাস করি না! থাকলে কোন জ্যান্ত ছেলেই লুকিয়ে আছে এখানে। খুঁজে বের করতে হবে ওকে। এখনই গিয়ে হিউগিকে বলছি। দরকার হয় পুলিশে ফোন করুক। ওরা এসে খুঁজে দেখুক সারা বাড়ি। আমরা এখন ওয়াটার-স্কি করতে বেরোব। এই সুযোগে আমাদের বিরক্ত না করে খুঁজতে পারবে।’

হিউগির নাম ধরে ডাকতে ডাকতে রান্নাঘরে অদৃশ্য হয়ে গেল সে।

★

ওয়াটার-স্কি করার ব্যাপারটা বেশ রোমাঞ্চকর মনে হলো মনিকার কাছে। গায়ে চড়া রোদ লাগবে। কিন্তু তাই বলে না গিয়েও থাকতে পারবে না। মুখ আর অন্যান্য জায়গার পোড়া চামড়ার পরিচর্যা করতে বসল সে। প্রচুর পরিমাণে মলম মেখে বেরোবে।

স্কি করার জন্যে তৈরি হয়ে জাস্টিনদের ব্যক্তিগত ডকে নামল নিকি, অ্যাঞ্জেলা আর জাস্টিন। নিরাপত্তার জন্যে সবার কোমরে উজ্জ্বল কমলা রঙের ফ্লোটেশন বেল্ট। পানিতে ভাসিয়ে রাখবে।

বোটে উঠে জাস্টিন বসল ড্রাইভিং হুইলে। নিকি পেছনের সীটে। একপাশে বসে পানিতে হাত ঝুলিয়ে দিয়েছে অ্যাঞ্জেলা। পানি ঘাটতে ভাল লাগছে তার।

মনিকার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল ওরা।

অবশেষে ডকে নামল মনিকা। ওর দিকে তাকিয়ে জাস্টিন বলল, 'রোদ সত্যি সহ্য করতে পারবে তো? যা গরমের গরম, গলে না যাও।'

হাসল মনিকা, 'কেন, মোমের তৈরি মনে করেছ নাকি আমাকে? এত রোদে পড়ে রইলাম বালির নিচে, গললাম কই?'

টি-শার্টের ওপরে একটা ফ্লোটেশন বেল্ট পরল সে-ও। বাতাস মোটামুটি ঠাণ্ডা। তবে রোদের তেজ কমেনি। হাসি মুখে ব্যঙ্গ করতে করতে গালে এসে চড় মারছে যেন। ছলাৎ-ছল শব্দে ডকের গায়ে বাড়ি মারছে ঢেউ। মৃদু মৃদু দুলছে বোট।

'আগে কে স্কি করতে চাও?' জিজ্ঞেস করল জাস্টিন।

'আমি,' হাত তুলল অ্যাঞ্জেলা। যেন স্কুলে টীচারের প্রশ্নের জবাব দিচ্ছে।

জাস্টিন আর নিকি দুজনেই অবাক হলো।

নিকি বলল, 'তুমি আবার ওয়াটার-স্কি পছন্দ শুরু করলে কবে থেকে?'

'পানিই তো পছন্দ ছিল না ওর!' জাস্টিন বলল।

'এখন করি,' জবাব দিল অ্যাঞ্জেলা। 'পানিতে নামতে আর ভয় পাই না। ভালমত সাঁতার শিখেছি।'

'বেশ, দেখব কেমন শিখেছ। কোনখান থেকে শুরু করতে চাও? ডক থেকে? না খোলা পানিতে গিয়ে?'

'খোলা জায়গায়ই চলো।'

'ঠিক আছে। একটা কথা মনে রেখো। কোন কারণে যদি ডুবে যাও, ডান হাতটা উঁচু করে ধরবে যাতে বুঝতে পারি ভাল আছ।'

'আচ্ছা। তবে ভয় নেই, ডুবব না।'

বোট থেকে নেমে গেল অ্যাঞ্জেলা। ডকের কিনারে বসে লম্বা স্কি দুটো পায়ে লাগাতে বসল। তাকে সাহায্য করল মনিকা। টেনেটুনে দেখল ঠিকমত লেগেছে কিনা।

লাফ দিয়ে পানিতে পড়ল অ্যাঞ্জেলা। রোদ চড়া হলেও পানি ঠাণ্ডা। ঠাণ্ডা পানি পছন্দ নয় তার। 'হাউফ' করে এক চিৎকার দিল।

ডকে বাঁধা বোটের শেকলটা খুলে দিল মনিকা। লাফ দিয়ে বোটে উঠল। এঞ্জিন স্টার্ট দিল জাস্টিন। সরিয়ে নিতে শুরু করল ডকের কাছ থেকে।

অ্যাঞ্জেলার দিকে টো লাইন ছুঁড়ে দিল নিকি।

ধরে ফেলল অ্যাঞ্জেলা।

বোট যতই সরে যাচ্ছে, টানটান হতে লাগল দড়ি। স্কি-তে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াল সে। টো লাইন শক্ত করে ধরে হাঁটু সামান্য বাঁকা করে রেখেছে। নিখুঁত ভঙ্গি। কোন গণ্ডগোল নেই। কোন রকম ভুল করেনি। পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে মনিকা।

'রেডি?' চিৎকার করে জিজ্ঞেস করল জাস্টিন। 'টান দিলাম?'

নিকির দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকাল অ্যাঞ্জেলা। জাস্টিনকে সেটা জানাল নিকি।

মুহূর্তে গতি বেড়ে গেল বোটের। তীব্র গতিতে ছুটে চলল সবুজ ঢেউ কেটে।

অ্যাঞ্জেলার ওপর স্থির হয়ে আছে মনিকার দৃষ্টি। পানির ওপর দিয়ে মসৃণ গতিতে পিছনে যাচ্ছে ওর স্কি।

এঞ্জিনের গর্জন ছাপিয়ে নিকি বলল, 'ভাল প্র্যাকটিস করেছে ও।'

'হ্যাঁ,' একমত হলো মনিকা।

কিছুদূর সোজা এগিয়ে চক্কর মারার জন্যে বোটের নাক ঘোরাল জাস্টিন।

বিরাট এক চক্র তৈরি করে বোটের সঙ্গে সঙ্গে অ্যাঞ্জেলাও ঘুরে যাচ্ছে পেছনে। হা-হা করে হাসছে। চুল উড়ছে বাতাসে। তাকে দেখে মনিকারও স্কি করার জন্যে আইঢাই করে উঠল মন।

যেন মনিকার মনের কথা পড়তে পেরেই জিজ্ঞেস করল জাস্টিন, 'এরপর কে যাবে? তুমি?'

মাথা ঝাঁকাল মনিকা। বেজবল ক্যাপটা খুলে রাখল। দ্রুতহাতে ফ্লোটেশন বেল্ট খুলতে শুরু করল। এটা না খুললে নিচের টি-শার্ট আর প্যান্ট খুলতে অসুবিধে হবে।

শার্ট-প্যান্ট খুলে রেখে আবার ফ্লোটেশন বেল্টের দিকে হাত বাড়িয়েছে এই সময় কানে এল নিকির চিৎকার, 'জাস্টিন, থামো! অ্যাঞ্জেলা ডুবে যাচ্ছে!'

ঝট করে ফিরে তাকাল মনিকা। স্কি করতে গেলে পানিতে উল্টে গিয়ে কিংবা অন্য কোন কারণে ডুবে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকেই। তারমানে এই নয় সেটা বিপদ। ঢেউয়ের মধ্যে অ্যাঞ্জেলার ডান হাতটা খুঁজতে লাগল সে।

নেই।

ভাল থাকার কোন রকম সঙ্কেত দিচ্ছে না অ্যাঞ্জেলা।

কপালে হাত রেখে চোখ বাঁচিয়ে রোদের মধ্যে খুঁজতে লাগল মনিকা। ঢেউয়ের মধ্যে কি যেন দেখতে পেল। মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছে। একবার ডুবছে একবার ভাসছে।

অ্যাঞ্জেলা?

না, জিনিসটা একটা স্কি। গলার কাছে দম আটকে এল যেন মনিকার।

'অ্যাঞ্জেলা কই?' চিৎকার করে জিজ্ঞেস করল নিকি।

'ওই যে!' হাত তুলে দেখাল মনিকা। অ্যাঞ্জেলার মাথা ভেসে উঠেছে পানির ওপরে।

ও হাত তুলে রাখতে রাখতেই আবার ডুবে গেল অ্যাঞ্জেলা। আবার ভাসল। মরিয়া হয়ে হাত-পা ছুঁড়তে লাগল।

'জাস্টিন, বোট ঘোরাও!' চেঁচিয়ে উঠল মনিকা। 'নিশ্চয় বিপদে পড়েছে অ্যাঞ্জেলা। স্রোতের মধ্যে পড়ে গেছে।'

'সর্বনাশ! একটানে সাগরের মধ্যিখানে নিয়ে চলে যাবে!' আতঙ্কে চোখ ঠেলে বেরিয়ে আসবে যেন নিকির।

আচমকা নীরব হয়ে গেল যেন সব কিছু। মনিকার মুখ থেকে অস্ফুট একটা শব্দ বেরোল নিজের অজান্তে।

গতি কমে এল বোটের। তারপর ভেসে রইল। ঢেউয়ে দুলছে।

শক্তিশালী স্রোত থেকে বেরিয়ে আসার আপ্রাণ চেষ্টা করছে অ্যাঞ্জেলা।

'জাস্টিন! দেরি করছ কেন? জলদি যাও!' তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল মনিকার কণ্ঠ।

'পারছি না তো!' কন্ট্রোল প্যানেলে দ্রুত নড়াচড়া করছে জাস্টিনের আঙুল। 'এঞ্জিন বন্ধ হয়ে গেছে! কিছুতেই চালু হচ্ছে না!'

চোদ্দ

'অ্যাঞ্জেলা ডুবে যাচ্ছে!' বোটের কিনারে ঝুঁকে রয়েছে নিকি। রোদের জন্যে তাকাতে পারছে না। মনিকার মতই কপালে হাত তুলে দিয়েছে। 'কিছু একটা করো! জলদি!'

'কিন্তু শয়তান এঞ্জিনটাই তো স্টার্ট হচ্ছে না!' কন্ট্রোল প্যানেলে থাবা মারল জাস্টিন। কপালে হাত রাখল। 'কি করব?...উফ্...'

অসহায় ভঙ্গিতে ভেসে থেকে ঢেউয়ে দোল খাচ্ছে বোট।

তাকিয়ে দেখছে মনিকা। বোটের চেয়ে অনেক বেশি অসহায় অ্যাঞ্জেলা। পানিতে খামচি মেরে ভেসে থাকার চেষ্টা করতে করতে স্রোতের টানে সরে চলে যাচ্ছে ক্রমশ।

কি করতে যাচ্ছে একটিবারের জন্যেও চিন্তা না করে পানিতে ডাইভ দিয়ে পড়ল মনিকা। পানি ভয়ানক ঠাণ্ডা। এত ঠাণ্ডা কল্পনা করতে পারেনি। ভুস করে মাথা তুলল পানির ওপর।

এই সময় মনে পড়ল ফ্লোটেশন বেল্টটা পরা হয়নি। বোটেই রয়ে গেছে ওটা। চারপাশে ঢেউগুলো রোদে যেন জ্বলছে। ঘুরে তাকিয়ে অ্যাঞ্জেলা কোথায় দেখার চেষ্টা করল।

অবশেষে চোখ পড়ল ওর ওপর। ক্রমাগত ওপর দিকে হাত ছুঁড়ছে অ্যাঞ্জেলা।

লম্বা একটা দম নিয়ে সেদিকে সাঁতরাতে শুরু করল মনিকা। ভাল সাঁতারু সে। স্রোত থেকে বাঁচতে হলে কি করতে হবে জানা আছে তার। স্রোতের সমান্তরালে পাশাপাশি থেকে সাঁতরাতে হবে।

হঠাৎ তলিয়ে যেতে দেখল অ্যাঞ্জেলার মাথা। চট করে একটা চিন্তাই মাথায় এল—হাঙর না তো! এখানকার পানিতে প্রচুর হাঙর আছে, জানে সে। ভয় খেয়ে গেল। জোর করে তাড়াল চিন্তাটা। মনে ভয় ঢুকে গেলে অ্যাঞ্জেলাকে বাঁচানো তো দূরের কথা, সে নিজেও ডুবে মরবে।

আবার ভেসে উঠল অ্যাঞ্জেলার মাথা। রোদে চকচক করছে ভেজা চুল।

'অ্যাঞ্জেলা! ভেসে থাকো! আমি আসছি!' চিৎকার করে বলল মনিকা। 'অ্যাঞ্জেলা!'

আরও দ্রুত এগোতে চাইল সে। কিন্তু ঢেউ এগোতে দিচ্ছে না। সামনে থেকে তো বাধা দিচ্ছেই, মনে হচ্ছে পা-ও টেনে ধরে রাখছে।

'জাস্টিন!' আবার চিৎকার করে বলল সে, 'কি করছ তুমি? এঞ্জিনটা চালু করছ না কেন? জাস্টিন...'

কান পেতে রইল এঞ্জিনের শব্দের আশায়। আশা করল, এই চালু হচ্ছে, এই চালু হচ্ছে। কিন্তু কানে এল শুধু ঢেউয়ের একটানা বিচিত্র হুসহুস আর নিজের ভারী দম নেয়ার শব্দ।

কাঁধের ওপর দিয়ে ফিরে তাকাল সে। আগের জায়গাতেই ভাসছে বোটটা। এঞ্জিন চালু হওয়ার কোন লক্ষণই নেই।

'জাস্টিন! প্লীজ!'

বুঝতে পারল না, হঠাৎ করে একটা এঞ্জিন ওরকম বন্ধ হয়ে যায় কি করে।

কাঁধ ব্যথা শুরু হলো। খিঁচ ধরতে লাগল ডান পায়ের পেশীতে। সাঁতারুর জন্যে মারাত্মক বিপদ! শান্ত না থাকার কারণ এগুলো। বোকার মত তাড়াহুড়ো করার ফল।

নোনা পানিতে চোখ জ্বালা করছে। মাথা উঁচু করে চোখ মিটমিট করতে করতে খুঁজতে লাগল অ্যাঞ্জেলাকে। ওই যে, আছে। সামনে।

শান্ত হও। ভেসে থাকো চুপচাপ। পেশীর খিঁচ বন্ধ করার চেষ্টা করো। নইলে তুমিও মরবে—নিজেকে বোঝাল মনিকা।

ধীরে ধীরে কেটে গেল খিঁচ। সাঁতরাতে শুরু করল সে। মনে মনে বলল, অ্যাঞ্জেলা, ভেসে থাকো। আর একটু। আমি আসছি।

হঠাৎ আবিষ্কার করল সে, দ্রুত সাঁতরাতে পারছে। কষ্ট হচ্ছে না। পানির ওপর দিয়ে যেন উড়ে চলেছে।

স্রোত!

আতঙ্কে অবশ হয়ে আসতে চাইল হাত-পা।

তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে আরও একটা মারাত্মক বোকামি করে ফেলেছে। স্রোতের পাশাপাশি না চলে সোজা এসে ঢুকে পড়েছে তার মধ্যে।

অ্যাঞ্জেলার মতই অসহায় অবস্থা হবে এখন তারও। বারসাগরে নিয়ে গিয়ে ফেলবে ওদেরকে স্রোত। ভয়াবহ কোন ঘূর্ণিপাকের মধ্যে। বেঁচে আর ফিরে আসা হবে না তাহলে কোনদিন!

পনেরো

জাস্টিন বোট নিয়ে আসছে কিনা মাথা তুলে দেখতে গেল মনিকা।

বিরাট এক ঢেউ এসে আছড়ে পড়ল তার ওপর। ডুবে গেল। নাকমুখ দিয়ে পানি ঢুকে গেল। হাত-পা ছুঁড়ে ভেসে উঠল আবার। হাঁসফাঁস করে কোনমতে শ্বাস নিতে নিতে চারপাশে তাকিয়ে দেখল অ্যাঞ্জেলা কোথায়

আছে।

দেখতে পেল না ওকে। মনে মনে বলল, 'আমি দুঃখিত, অ্যাঞ্জেলা। চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু পারলাম না তোমাকে বাঁচাতে।'

স্রোত থেকে বেরোনোর চেষ্টা করতে লাগল সে। দুপায়ের পেশীতেই খিঁচ ধরতে আরম্ভ করেছে আবার। ডান কাঁধে তীক্ষ্ণ ব্যথা।

আবার একটা ঢেউ ডুবিয়ে দিল ওকে। মুখ দিয়ে নোনা পানি ঢুকে গেল গলায়। কোনমতে ভেসে উঠল। সাঁতরানোর চেষ্টা করল।

দুর্বল হয়ে আসছে ক্রমেই। সর্বনাশ করছে পায়ের খিঁচ। পা নাড়াতে দিচ্ছে না।

মাথার মধ্যে কিসের গর্জন! ঢেউয়ের? নাকি মৃত্যুর?

এঞ্জিনের শব্দ কানে এল মনে হলো ওর। ডুবে গেল। ভাসল আবার। ঘোরের মধ্যে যেন ওর কাঁধ চেপে ধরল লোহার মত শক্ত কয়েকটা আঙুল। টেনে তুলল ওকে।

আস্তে চোখ মেলে ফিরে তাকাল মনিকা। অ্যাঞ্জেলার ফ্যাকাসে মুখের ওপর চোখ পড়ল। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে চোখ বুজল আবার। শেষ পর্যন্ত তাহলে এঞ্জিন চালু করতে পেরেছে জাস্টিন। সে আর নিকি এসে উদ্ধার করেছে ওদের।

'কেমন লাগছে এখন?' কানের কাছে পুরুষকণ্ঠ শুনে চমকে চোখ মেলে তাকাল মনিকা। চোখ পড়ল কালো একটা উদ্বিগ্ন মুখে। ওর ওপর ঝুঁকে রয়েছে মুসা আমান।

তাজ্জব হয়ে গেল মনিকা। ড্রাইভিং সীটের দিকে তাকাল। হুইল ধরে আছে রবিন।

জাস্টিন নয়! মুসা আর রবিন এসে ওদের পানি থেকে টেনে তুলেছে!

ফিরে তাকাল মনিকা, 'অ্যাঞ্জেলা, ভাল আছ তুমি?'

দুর্বল ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল অ্যাঞ্জেলা, 'হ্যাঁ। তবে শরীরের কাঁপুনি বন্ধ হচ্ছে না কোনমতে।'

'বেঁচেছ যে এই বেশি!' বিড়বিড় করে বলল মনিকা।

'কোথায় যাব?' জানতে চাইল রবিন।

'ফিলিপদের ডকে,' মুসা বলল। 'ওদের নামিয়ে দিই।'

লাফ দিয়ে আগে বাড়ল ফাইবারগ্লাসের তৈরি ছোট মোটরবোটটা। শক্তিশালী এঞ্জিন।

চারপাশে তাকিয়ে জাস্টিনের বোটটা খুঁজল মনিকা। কোথাও চোখে পড়ল না। অ্যাঞ্জেলাকে জিজ্ঞেস করল, 'কি হয়েছিল? অমন করে পানিতে পড়ে গেলে কেন?'

'কি জানি, বুঝলাম না!' রোদের মধ্যেও শীতে কেঁপে উঠল অ্যাঞ্জেলা। 'হঠাৎ ঢিল হয়ে গেল দড়ি। পানিতে পড়ে গেলাম। টো বার ছাড়িনি। তখনও ধরাই ছিল হাতে। দড়িটা ছিঁড়ে গেল মনে হলো। কোনমতে যখন ভাসলাম, দেখি স্রোতের মধ্যে পড়ে গেছি...'

কেঁপে উঠল অ্যাঞ্জেলা। কথা বন্ধ হয়ে গেল।

জড়িয়ে ধরে তাকে গরম করার চেষ্টা করল মনিকা।

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে মুসা আর রবিনের দিকে তাকাল অ্যাঞ্জেলা। হেসে বলল, 'আমাদের কাছে হিরো হয়ে গেলে তোমরা।'

'ওরকম হিরো আমরা অনেকের কাছেই হয়েছি,' হেসে জবাব দিল মুসা।

'কেন, এসব উদ্ধারকর্মই করে বেড়াও নাকি তোমরা?'

'তা করে বেড়াই না। তবে চোখের সামনে কেউ মরে যাচ্ছে দেখলে বাঁচানোর চেষ্টা তো করতেই হয়...'

আরেকটা বোটের শব্দ কানে আসতে ফিরে তাকাল সবাই। জাস্টিনের বোটটা আসছে। ওদের উদ্দেশ্যে হাত নাড়ছে জাস্টিন আর নিকি।

আগে বোট ভেড়াল রবিন। মুসা নেমে গিয়ে মনিকা আর অ্যাঞ্জেলাকে নামতে সাহায্য করল। তারপর বোটের শেকল আটকে দিল ডকের একটা হুকে। এঞ্জিন বন্ধ করে রবিনও নেমে এল।

ডকে বোট ভেড়াল জাস্টিন। লাফ দিয়ে নেমে এসে অ্যাঞ্জেলাকে জড়িয়ে ধরল নিকি।

জাস্টিনও বোট থেকে নেমে তাড়াতাড়ি শেকলটা আটকাল। ছুটে এল ওদের দিকে। চিৎকার করে বলল, 'উফ্, কি যে ভাল লাগছে! আরেকটু হলেই সর্বনাশ হয়ে যেত আজ!...আর রাখব না আমি ওই পচা এঞ্জিন। নিশ্চয় কারবুরেটরে তেল বেশি চলে আসে। কালই নতুন আরেকটা কিনে আনতে পাঠাব হিউগিকে।'

এতটাই খুশি হলো জাস্টিন, বান্ধবীদের বাঁচানোর জন্যে মুসাকেও ধন্যবাদ দিয়ে ফেলল। যাকে দুচোখে দেখতে পারে না, সেই রবিনকেও ধন্যবাদ দিতে গিয়ে দেখে সে নেই। কোথায় গেল?

রবিন তখন জাস্টিনের বোটে বাঁধা দড়িটার শেষ মাথা পরীক্ষা করছে। যেটা ধরে স্কি করছিল অ্যাঞ্জেলা। হাত তুলে ডাকল মুসাকে, 'দেখে যাও।'

এগিয়ে গেল মুসা।

কৌতূহল ঠেকাতে না পেরে পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল মনিকা।

'কি?' কাছে এসে জিজ্ঞেস করল মুসা।

'দেখো,' দড়ির মাথাটা তুলে দেখাল রবিন। 'কাটা।'

'কাটাই তো হবে,' মুসা বলল। 'নইলে ও পানিতে পড়বে কেন?'

'আপনাআপনি ছেঁড়েনি। অনেকখানি কেটে রাখা হয়েছে, যাতে বেশি টান লাগলে ছিঁড়ে যায়। অ্যাঞ্জেলা স্রোতের মধ্যে গিয়ে পড়ার পর টান বেশি লেগেছিল। পট করে ছিঁড়ে গেছে। এর মানেটা কি বুঝতে পারছ?'

হাঁ করে একটা মুহূর্ত রবিনের দিকে তাকিয়ে থেকে মুসা বলল, 'ওকে খুন করতে চেয়েছিল কেউ।'

মাথা ঝাঁকিয়ে দড়িটা ছেড়ে দিয়ে উঠে এল রবিন। 'চলো, আমাদের কাজ শেষ। বোটটা রেখে আসি।'

রবিনের সামনে এসে দাঁড়াল জাস্টিন। 'দাঁড়াও! গত হপ্তায়ও আমি আর

আব্বা স্কি করেছি। স্রোতের মধ্যেও নিয়ে গিয়েছিল আমাকে আব্বা। দড়ি ছেঁড়েনি। তুমি বলছ, কেটে রাখা হয়েছে। কে কাটল?'

'সেটা তুমি জানো। তোমাদের বোট...এসো, মুসা।'

কোনদিকে না তাকিয়ে মুসাকে নিয়ে গিয়ে বোটে উঠল রবিন। স্টার্ট দিয়ে চলে গেল।

ঢেউয়ের মাথায় ছোট হয়ে আসছে বোটটা। সেদিকে তাকিয়ে আনমনেই বিড়বিড় করল জাস্টিন, 'সেই ছেলেটা কাটেনি তো? অলিভার?'

'সে কেন কাটবে?' শীতল কণ্ঠে প্রশ্ন করল নিকি।

ফিরে তাকাল জাস্টিন। 'শত্রুতা করে?'

'ও আমাদের সঙ্গে শত্রুতা করতে যাবে কেন?'

'তাহলে মুসা আর রবিনই কেটে রেখেছিল। পানিতে পড়লে উদ্ধার করে আমাদের চোখে হিরো হওয়ার জন্যে। বোট নিয়ে অপেক্ষা করছিল আমাদের কোন একজন পানিতে পড়ার জন্যে। নইলে সময়মত বোট নিয়ে হাজির হলো কিভাবে ওরা?'

'কিন্তু ওদেরকে ওরকম খারাপ ছেলে বলে মনে হয় না আমার,' গম্ভীর কণ্ঠে বলল মনিকা। 'তা ছাড়া জানবে কিভাবে আমরা কোনদিন, কখন স্কি করতে যাব?...নাহ্, ওরা একাজ করেনি। অন্য কেউ পেছনে লেগেছে আমাদের।'

'কে!' চাবুকের মত শপাং করে উঠল যেন জাস্টিনের তীক্ষ্ণ কণ্ঠ। 'কাকে সন্দেহ হয় তোমাদের, বলো। আস্ত রাখব না তাকে আমি!'

ষোলো

'জাস্টিনই করেছে এই কাজ!' দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করল নিকি। 'অন্য কেউ না। আমি এখন শিওর।'

লাঞ্চের পর সিটিং রুমে বসে কথা বলছে তিন বান্ধবী। জাস্টিন গেছে কয়েকটা জরুরী ফোন কল সারতে। ঘরের অন্যপ্রান্তে লাল ইঁটে তৈরি ফায়ারপ্লেসের ওপর দেয়ালে বসানো মৃত হরিণের মাথাটা থেকে ওদের দিকে তাকিয়ে আছে একজোড়া নিষ্প্রাণ, বিষণ্ণ চোখ।

সেদিকে তাকিয়ে অকারণেই গায়ে কাঁটা দিল অ্যাঞ্জেলার। 'কি বলছ তুমি?'

'ঠিকই বলছি,' সোফায় পিঠ সোজা করল নিকি। সামনে ঝুঁকল। 'ও ছাড়া আর কেউ না। আগেই বলেছি, এখনও বলছি। বোনের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে আমাদের ডেকে এনেছে...'

'দূর, কি যে বলো না!' হাত নেড়ে উড়িয়ে দিতে চাইল অ্যাঞ্জেলা।

'আমারও এখন জাস্টিনকেই সন্দেহ হচ্ছে, অ্যাঞ্জেলা,' মনিকা বলল।

'রবিন ঠিক বলেছে। ইচ্ছে করেই দড়ি কেটে রেখেছিল তোমাকে স্রোতের মধ্যে নিয়ে গিয়ে খুন করার জন্যে। ওখানে গিয়ে বোটের এঞ্জিন বন্ধ হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা কাকতালীয় হতে পারে না। গত সপ্তাহে স্কি করতে গিয়ে দেখে এসেছে ওখানে কিরকম স্রোত আর টান। তাই এত জায়গা থাকতে তোমাকে ওদিকে নিয়ে গেছে। দড়ি ছিঁড়ে তুমি পড়ে যাওয়ার পর এঞ্জিন বন্ধ করে দিয়ে চালু না হওয়ার ভান করেছে।'

একটা মুহূর্ত চুপ করে রইল অ্যাঞ্জেলা। তারপর বলল, 'কিন্তু শারমিনকে তো আমরা মারিনি!'

'জাস্টিনের ধারণা, ইচ্ছে করলে ওকে বাঁচাতে পারতাম আমরা। কিন্তু তা না করে কাউন্সেলরের ভয়ে পালিয়ে গেছি।'

'আসলেই কি সেটা করেছি আমরা? চেষ্টা করলেই কি বাঁচাতে পারতাম?'

মাথা নাড়ল নিকি, 'মনে হয় না। ও তখন গাছটার মাঝখানে। যত তাড়াতাড়িই করতাম না কেন, সময়মত ওখানে পৌঁছতেই পারতাম না আমরা। তোমরা কতখানি দেখেছ জানি না, আমি ফিরে তাকিয়েছিলাম। বাঁচাও বাঁচাও করে চিৎকারটা যখন করেছে ও, টলে পড়ে যাচ্ছে তখন।'

চুপ হয়ে গেল তিনজনে। ভাবছে সেই মর্মান্তিক দুর্ঘটনাটার কথা। পরদিন সকালে অনেক খোঁজাখুঁজি করা হয়েছে। শারমিনের লাশও পাওয়া যায়নি। স্রোতে কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে গিয়ে ফেলেছিল, কে জানে।

খুব মুষড়ে পড়েছিল জাস্টিন। মনমরা হয়ে গিয়েছিল। ক্যাম্পে যতক্ষণ ছিল, কথাবার্তা বিশেষ বলেনি আর ওদের সঙ্গে। ওর অবস্থা দেখে ক্যাম্পিং শেষ হওয়ার আগেই লোক দিয়ে ওকে বাড়ি পাঠিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছিল ক্যাথারিন...

'তো, এখন কি করব?' প্রথম মুখ খুলল অ্যাঞ্জেলা। 'একজন খুনীর সঙ্গে তো আর এবাড়িতে থাকা যায় না।'

'থাকব না। চলে যাব,' মনিকা বলল।

'চলে যাব বললেই যাওয়া যাবে না,' নিকি বলল। 'জাস্টিন আমাদের যেতে দেবে না। আটকে রাখতে চাইবে।'

'তাহলে পালাব আমরা। ওকে না বলে চলে যাব।'

'কবে?'

'দেখি, আরেকটা দিন দেখব। সাবধানে থাকব। কোন স্পোর্টস-টোর্টসের মধ্যে আর নেই। এমন কিছু করব না যেটাতে অ্যাক্সিডেন্টের সম্ভাবনা থাকে...'

দরজার দিকে চোখ পড়তে থতমত খেয়ে গেল নিকি।

চৌকাঠে হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছে জাস্টিন। শুনে ফেলল নাকি সব। কতখানি শুনেছে?

জাস্টিনের চেহারা দেখে কিছু বোঝা গেল না। ঘরে ঢুকল সে। হাতে একটা সোনালি রঙের চকলেটের বাক্স। ডালা খুলে সবার সামনে টেবিলে

রাখল। 'নাও। খুব ভাল জিনিস।'

চকলেট নিতেও দ্বিধা করল অ্যাঞ্জেলা, এতটাই ঘাবড়ে গেছে। মনে হলো, যদি বিষ দিয়ে দেয়?

সতেরো

আকাশের দিকে তাকাল মনিকা। ঝকঝক করছে। এত উজ্জ্বল, তাকানো যায় না। আলো ঠিকরে এসে লাগে চোখে। পরনের গোলাপী সুইমস্যুটটা টেনেটুনে ঠিক করল সে। পিঠ থেকে বালি ঝাড়ল। তাকাল মাখনরাঙা সৈকতের দিকে।

বেশ খানিকটা দৌড়াতে হবে আজ, মনে মনে ঠিক করল সে।

সকালের অঘটনের পর উত্তেজনা কাটাতে টেনিস খেলেছে নিকি আর অ্যাঞ্জেলা। মাথা ধরেছে বলে গিয়ে শুয়ে পড়েছে জাস্টিন।

লাঞ্চের পর হিউগির সঙ্গে শহরে চলে গেছে নিকি। অ্যাঞ্জেলা বলেছে, সে-ও ঘুমাতে যাচ্ছে। কাউকেই সঙ্গী না পেয়ে একাকী সৈকতে নেমে এসেছে মনিকা। দৌড়ে সময় কাটাবে। তাতে শরীরও অনেক ঝরঝরে হবে।

খালিপায়ে দৌড়ানো শুরু করল সে। দক্ষিণে এগোল। শহরটা যেদিকে। পানির কাছাকাছি রইল, যেখানে বালি ভেজা আর শক্ত হয়ে লেগে আছে। ওপরের শুকনো আলগা বালিতে দৌড়ানো খুব কঠিন। ওখানে অল্পক্ষণেই পায়ের পেশীতে খিঁচ ধরে যায়।

ঠাণ্ডা, লবণাক্ত ঢেউ এসে পা ছুঁয়ে যাচ্ছে তার। জোয়ারের সময় এখন।

দৌড়াতে দৌড়াতেই মুখ তুলে তাকাচ্ছে সে। ধূসর-সাদা আকাশে উড়ছে সী-গাল। ওই পাখি, ঢেউয়ের শব্দ, পা ছুঁয়ে যাওয়া পানি। সব মিলিয়ে সময়ের হিসেব হারিয়ে ফেলল সে।

বুড়ো আঙুলের খোঁচায় খানিকটা বালি উঠে এল। বাধা পড়ায় বাস্তবে ফিরে এল সে। ফিরে তাকাল। বার্ড স্যাংচুয়ারির কাছে চলে এসেছে। গালে লাগছে কড়া রোদ। তিক্ত হয়ে গেল মন। আরেকবার এখানকার গ্রীষ্মকালের রোদকে ছোট করে দেখে বোকামি করল সে।

মেঘের ফাঁক থেকে উঁকি দিচ্ছে সূর্য। তারপরেও গায়ের চামড়া যেন পুড়িয়ে দিচ্ছে। নিজের বোকামির জন্যে আফসোস করা ছাড়া উপায় নেই। সঙ্গে করে পানির বোতল আনেনি। ওয়ান-পীস বেদিং স্যুট পরে আসাটাও ঠিক হয়নি কোনমতেই। রোদ ঠেকাতে পারে এমন কিছু পরা উচিত ছিল।

ফিরে যাওয়ার কথা ভাবল। লাভ নেই। অনেক সময় লাগবে তাতে। চামড়া যা পোড়ার ততক্ষণে পুড়ে যাবে। তারচেয়ে বরং ছায়ার খোঁজ করা যাক।

সামনে একটা কালো পাথরের চাঁই পানি থেকে মাথা তুলে রেখেছে। ছায়া আছে।

ওটার দিকে চোখ রেখে দৌড়ে চলল সে। বিচিত্র অনুভূতি হলো মনে। কি যেন একটা গোলমাল হয়েছে। কানে আসছে নিজের পায়ের শব্দ, হাঁপানোর ফোঁস ফোঁস আর ঢেউয়ের একটানা আওয়াজ।

আশপাশটা এমন চুপচাপ হয়ে গেল কেন হঠাৎ? নাকি সব তার কল্পনা?

দাঁড়িয়ে গেল সে।

ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বলছে: বিপদ!

পরিবেশটা এমন অদ্ভুত লাগছে কেন?

কেন লাগছে, বুঝতে কিছুটা সময় লাগল।

গাল, স্যান্ডপাইপার আর অন্যান্য পাখিদের কোলাহল নেই।

কান পেতে আছে সে।

সব নীরব।

এটা তো বার্ড স্যাংচুয়ারি, তাই না?

তাহলে পাখিগুলো কোথায়?

চোখ মিটমিট করে দূরে তাকাল সে। অবাক হয়ে দেখল আরেকটা মেয়ে পানির কিনারে দৌড়াচ্ছে। জাস্টিনের মত লাগল। তেমনি সোনালি লম্বা চুল। ছিপছিপে গড়ন।

মুখের কাছে হাত এনে চিৎকার করে ডাকল মনিকা, 'জাস্টিন!'

থামল না মেয়েটা। ফিরেও তাকাল না।

অন্য কেউ হবে, ভাবল মনিকা।

মেয়েটার কথা ভুলে গিয়ে পাখির খোঁজে কিছুদূরের গাছপালাগুলোর দিকে তাকাল সে।

একটাও নেই।

কিচিমিচি বন্ধ। শিস দিচ্ছে না। সেজন্যেই এত নীরব লাগছে। আগেরবার যখন এসেছিল ওগুলোর চিৎকারে মুখর ছিল এলাকাটা।

হঠাৎ করে উধাও হয়ে গেল কেন পাখিগুলো?

কি হয়েছে?

মন থেকে একটা জবাবই পেল। জবাবটা এত গরমের মধ্যেও শীতল শিহরণ বইয়ে দিল তার মেরুদণ্ডে।

ভয় দেখিয়ে পাখিগুলোকে তাড়ানো হয়েছে!

হিংস্র কোন প্রাণী?

তাই হবে। এবং কাছাকাছি রয়েছে প্রাণীটা।

কয়েক সেকেন্ড পরেই তার ধারণা সত্য প্রমাণিত হলো। ঠিক পেছন থেকে এল চাপা গর্জন।

ফিরে তাকাল সে। বিশাল একটা সাদা আইরিশ উলফ-হাউন্ড। ওর দিকেই তাকিয়ে আছে। লম্বা, চোখা নাকটা নিচের দিকে নামানো। ঘাড়ের ঘন, তারের মত লোমগুলো খাড়া হয়ে উঠেছে।

ভয়ঙ্কর চোখে তাকিয়ে আছে কুকুরটা। মুখ খিঁচিয়ে রেখেছে। বেরিয়ে

পড়েছে লম্বা, চোখা, মারাত্মক দাঁতগুলো।

'আই, শান্ত হ!' নিচু, কাঁপা গলায় বলল মনিকা। 'যা, বাড়ি যা! লক্ষ্মী ছেলে!'

জবাবে ভারী ঘড়ঘড় শব্দ বেরিয়ে এল কুকুরটার গলার গভীর থেকে।

'লক্ষ্মী ছেলে!' মরিয়া হয়ে কুকুরটাকে শান্ত করার চেষ্টা করল মনিকা। বুকের মধ্যে ধড়াস ধড়াস করছে হৃৎপিণ্ড। 'কত্তো ভাল কুকুর তুই! যা, বাড়ি যা!'

কুকুরটার মুখ থেকে লালা গড়াতে লাগল। ঘড়ঘড়ানি রূপ নিল চাপা গর্জনে।

মতলব ভাল না ওটার। পিছাতে শুরু করল মনিকা।

লাফ দিয়ে সামনে এগোল কুকুরটা।

আর দেরি করল না মনিকা। ঘুরেই দিল দৌড়। ভেজা বালিতে লাথি লেগে বালির দলা ছিটকে উঠতে লাগল।

ফিরে তাকিয়ে দেখল কুকুরটা কি করছে। ছুটে আসছে পেছনে। দাঁত বেরিয়ে পড়েছে।

নিজের ছুটন্ত পায়ের শব্দ শুনতে শুনতে উলফ-হাউন্ডদের ব্যাপারে যা যা জানে সব চকিতে মনের পর্দায় খেলে গেল তার। গ্রেট ডেনিস জাতের নামকরা শিকারী কুকুরের চেয়েও বড় হয় এরা, সাংঘাতিক দ্রুত ছুটতে পারে, শিকার করার জন্যেই যেন জন্ম।

নেকড়েকেও নাকি দাঁতে টেনে ছিঁড়ে ফেলতে পারে।

এগিয়ে আসছে কুকুরটা।

কাছে।

আরও কাছে।

খটাস করে ওটার দাঁতে দাঁতে বাড়ি লাগার শব্দ কানে এল। গরম নিঃশ্বাস লাগল পায়ে।

কি করব?

কি করব আমি?

পানিতে নামা ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই।

মরিয়া হয়ে এক চিৎকার দিয়ে পানিতে ঝাঁপ দিল সে। লম্বা দম নিয়ে চলে গেল ঢেউয়ের তলায়।

ভেসে উঠে তাড়াতাড়ি সাঁতরে সরে যেতে চাইল তীরের কাছ থেকে।

সরো! সরে যাও! নিজেকে তাগাদা দিল সে।

পায়ে তীক্ষ্ণ ব্যথা লাগতে চিৎকার করে উঠল।

হাত-পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে ফিরে তাকাল। গোড়ালিতে বসে গেছে কুকুরটার দাঁত।

আঠারো

আবার চিৎকার করে উঠল মনিকা।

লাথি মেরে সরানোর চেষ্টা করল কুকুরটাকে।

ছাড়ল না ওটা। চাপ লেগে মাথাটা কেবল সামান্য ডুবে গেল পানিতে।

মরিয়া হয়ে পা ছুঁড়তে লাগল মনিকা। বেশিক্ষণ কামড়ে ধরে রাখতে পারল না আর কুকুরটা।

প্রচণ্ড ব্যথা পা থেকে উঠে এসে শরীরের একপাশে ছড়িয়ে পড়ছে।

সামনে ঝাঁপিয়ে এসে আবার ওকে ধরার চেষ্টা করল কুকুরটা। দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে গর্জন করছে।

'বাঁচাও, বাঁচাও!' চিৎকার করে উঠল মনিকা। ঢেউ এসে থামিয়ে দিল চিৎকার। নাকে-মুখে পানি ঢুকে গেছে। দম নেয়ার জন্যে আকুলি-বিকুলি করতে করতে লাথি মারল গজরাতে থাকা জানোয়ারটাকে।

পানিতে রক্ত দেখা গেল। ওর নিজের রক্ত। গোড়ালিতে তীব্র যন্ত্রণা।

বেহুঁশ হয়ে যাব!

এই ব্যথা আর সহ্য করতে পারছি না!

'বাঁচাও আমাকে! এই, কেউ আছ! বাঁচাও!'

সৈকতে ছড়িয়ে গেল ওর চিৎকার। শূন্য সৈকত।

আবার পায়ের কাছে খটাস করে উঠল কুকুরটার দাঁত। শেষ মুহূর্তে সরিয়ে নিল মনিকা। নড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে তীক্ষ্ণ ব্যথা লাফ দিয়ে ছড়িয়ে পড়ল যেন শরীরে।

পানিতে ডুবে গেল মাথা। বাতাসের জন্যে অস্থির হয়ে গেল ফুসফুস। ভেসে ওঠার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগল সে।

মাথা তুলে আবার চিৎকার করল, 'কে আছ! বাঁচাও!' উঁচু হয়ে এগিয়ে আসছে ঢেউ। পানি ঢোকার ভয়ে মুখ বন্ধ করে ফেলল তাড়াতাড়ি।

একটা হাত কাছাকাছি পেয়ে কামড়ে ধরতে চাইল কুকুরটা। ব্যর্থ হলো। খানিকটা এগিয়ে আবার কামড়াতে এল।

সরে যেতে হবে। বাঁচতে হলে সরে যাওয়া ছাড়া আর কোন পথ নেই।

বুকের ভেতর ধুপ ধুপ করে বাড়ি মারছে হৃৎপিণ্ডটা। প্রতিটি নিঃশ্বাসের সঙ্গে গোঙানি মেশানো ফোঁপানি বেরোচ্ছে ওর মুখ থেকে।

লম্বা দম নিয়ে ডুব দিল সে। ডুব-সাঁতার দিয়ে এগিয়ে চলল। সরে যেতে লাগল তীর থেকে দূরে। কুকুরটার মারাত্মক দাঁতের আওতার বাইরে।

দম ফুরিয়ে গিয়ে যখন ফেটে যাওয়ার উপক্রম হলো ফুসফুসটা, মাথা তুলল সে। ক্ষুধার্তের মত হাঁ করে বাতাস টানতে শুরু করল।

নোনা পানি যেন আগুন ধরিয়ে দিয়েছে পায়ের ক্ষতে।

আরেকবার দম নিয়ে ফিরে তাকাল সে। দ্রুত সাঁতার কেটে এগিয়ে আসছে কুকুরটা। কালো চোখের দৃষ্টি যেন আঠার মত আটকে গেছে ওর ওপর।

সরে যেতে হবে। আরও দূরে। যতক্ষণ না হাল ছেড়ে দিয়ে পিছিয়ে যায় ওটা।

খোলা সাগরের দিকে ফিরে আবার ডুব দিল মনিকা।

আহত পা টাকে টানতে টানতে সাঁতরে চলল সামনের দিকে। সাঁতরে ওকে পেছনে ফেলতে চাইছে। পারবে, সে-আত্মবিশ্বাস আছে ওর। আশা করল অনেক বেশি সরে যেতে পারলে ফিরে যাবে কুকুরটা। কিন্তু উলফহাউন্ডকে চেনে না সে। জানে না, একবার কোন শিকারের পেছনে লাগলে ওটাকে না ধরা পর্যন্ত ক্ষান্ত দেয় না ওরা।

কালো পানির মধ্যে দিয়ে যতটা দ্রুত সম্ভব এগিয়ে চলল সে।

বাতাসের অভাবে বেশিক্ষণ ডুবে থাকা গেল না। কয়েক মুহূর্ত পরেই ভেসে উঠতে হলো। দম নিতে নিতে ফিরে তাকাল। চোখের ওপর থেকে পানি সরে গিয়ে দৃষ্টি স্বচ্ছ হতে দপ করে নিভে গেল সব আশা।

নীলচে-ধূসর একটা ত্রিকোণ পাখনা মসৃণ গতিতে পানি কেটে এগিয়ে আসছে। বাঁয়ে কিংবা ডানে, কোনদিকে সরার লক্ষণ নেই। তীব্রবেগে সোজা এগোচ্ছে ওর দিকে।

হাঙর!

উনিশ

গলা ফাটিয়ে বুনো চিৎকার করে উঠল মনিকা।

দামাল ঢেউয়ের ওপর দিয়ে ছড়িয়ে গেল ওর চিৎকার।

এগিয়ে আসা পাখনাটা আতঙ্কিত করে দিয়েছে ওকে।

সাঁতার কাটার চেষ্টা করল। সাড়া দিল না বাহু। নাকে-মুখে নোনা পানি ঢুকে গিয়ে দম আটকে দিচ্ছে।

কাশতে শুরু করল। দম নেয়ার চেষ্টা করল। এই সময় টের পেল নিচে থেকে টানছে কিসে যেন।

স্রোত!

সর্বনাশ! একবার ওই স্রোতের আওতায় পড়ে গেলে কুকুর কিংবা হাঙরের আক্রমণ ছাড়াই পরপারে পৌছে যেতে দেরি হবে না।

মুখে ঢুকে যাওয়া পানি ছুঁড়ে ফেলে হাত-পা ছুঁড়ে ভেসে থাকতে চাইল সে। পানি ঢুকে জ্বালা করে উঠল নাক আর গলার ভেতরটা। পায়ের ক্ষত থেকে আগুনে-পোড়ার মত জ্বলুনী উঠে এসে ঢুকতে লাগল যেন মগজে।

ভাবো।

মাথা ঠাণ্ডা করে ভাবো।

লম্বা দম নিয়ে আতঙ্ক তাড়ানোর চেষ্টা করল সে।

ভাবো! ভাবো! কি করলে হাঙরের কবল থেকে রেহাই পাওয়া যায়।

সে পড়েছে, অতিরিক্ত নড়াচড়া বেশি পরিমাণে আকৃষ্ট করে হাঙরকে। তারমানে চুপ করে থাকতে হবে।

না নড়লেও এখন হাঙরটা তার কাছে আসবেই। কারণ পা থেকে রক্ত বেরোচ্ছে। রক্তের গন্ধেই এসেছে ওটা। ধরবে ওকে জানা কথা। তবে নড়াচড়া কম করলে মৃত্যুটা খানিকক্ষণ দীর্ঘায়িত হবে।

যতটা সম্ভব কম নড়াচড়া করে ব্রেস্টস্ট্রোক দিয়ে সরে যাওয়ার চেষ্টা করল মনিকা। মনে পড়ল রেড হিল ক্যাম্পের সাঁতারের শিক্ষক বলেছিলেন, 'ব্রেস্টস্ট্রোকের সময় তোমার হাত আর পা এত কম নড়ে, পানিকে প্রায় আন্দোলিতই করে না।'

পানিকে আন্দোলিত না করার ওপরই এখন নির্ভর করছে তার বেঁচে থাকা না থাকা।

বুকের মধ্যে বাড়ি মারছে হৃৎপিণ্ড। মাথায় চাপ দিচ্ছে রক্ত। গোড়ালিতে ভয়াবহ যন্ত্রণা। ক্লান্তিতে ভেঙে আসছে শরীর। সব কিছুকে উপেক্ষা করে এখন মাথা ঠাণ্ডা রেখে সাঁতরাতে হবে। কতক্ষণ পারবে?

একেকটা হাতকে মনে হচ্ছে হাজার মন ভারী।

নাহ্, পারবে না। আর সাঁতরাতে পারবে না! হাঙরটাই জিতল···

সাঁতরানো দূরের কথা, ভেসে থাকতেই কষ্ট হচ্ছে। নিজেকে ভাসিয়ে রাখার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা চালাল সে।

সহজ হয়ে গেল ভেসে থাকা।

কি হলো?

পানির টানে আপনাআপনি সরে যেতে শুরু করল সে।

বুঝতে খুব একটা সময় লাগল না। হতাশার একটা তিক্ত হাসি শব্দ করে ছেড়ে গেল ওর ঠোঁট।

সরতে গিয়ে বরং সোজা এসে ঢুকেছে ভয়াল স্রোতের মধ্যে।

হাঙরটার কাছ থেকে দ্রুত সরিয়ে নিচ্ছে তাকে স্রোত।

কিন্তু হাঙর কি স্রোতের পরোয়া করে?

ঘন ঘন দম নিতে লাগল মনিকা। পেছনে ফিরে তাকানোর সাহস হলো না। একমাত্র চিন্তা এখন স্রোতের কবল থেকে কি করে বাঁচবে। হাঙরের কাছ থেকে সরিয়ে আনায় এখন কৃতজ্ঞ হলো স্রোতের কাছে।

যন্ত্রণাকাতর তীক্ষ্ণ একটা চিৎকার কানে আসতে হাত-পা নড়ানো থামিয়ে দিল সে।

'কি হলো?' প্রশ্ন করল নিজেকে।

ফিরে না তাকিয়ে আর পারল না। কুকুরটার সাদা, লম্বা নাকটা হাবুডুবু খাচ্ছে পানিতে। সামনের পা দুটো উঁচু হয়ে গেছে পানির ওপর।

আতঙ্কের একটা তরল স্রোত খেলে গেল মনিকার শরীরে।

আবার চিৎকার করে উঠল কুকুরটা।

কিসের আক্রমণে এমন করছে বুঝতে অসুবিধে হলো না মনিকার।

নিচ থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরিয়ে এসে লাল করে দিল কুকুরটার আশপাশের পানি। ঢেউয়ের মাথার সাদা ফেনাগুলো লাল হয়ে যাচ্ছে। রক্তের আঁশটে গন্ধ এসে নাকে লাগল মনিকার।

গুলিয়ে উঠল পেট। বমি ঠেলে আসতে শুরু করল।

দুর্বল কণ্ঠে শেষবারের মত কুঁই কুঁই করে উঠল কুকুরটা।

চোখ বন্ধ করে ফেলল মনিকা।

কিন্তু মেলতে বাধ্য হলো আবার যখন তার গায়ে ঘষা দিয়ে চলে গেল সিরিশ কাগজের মত খসখসে একটা জিনিস।

হাঙরের চামড়া খসখসে হয়!

চিৎকার করে উঠতে গিয়েও মুখ বন্ধ করে ফেলল সে। হাঙর নয়। কুকুরটার প্রায় অর্ধেকটা শরীর। সাংঘাতিক খসখসে লোম। পানিতেও নরম হয়নি।

চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে রইল সে।

চারপাশে তাকিয়ে হাঙরটার কোন চিহ্ন দেখতে পেল না।

আচমকা চিৎকার যেন ফেটে বেরোতে শুরু করল ওর মুখ থেকে। গত বিশটা মিনিট ধরে যে আতঙ্ক চেপে রাখতে বাধ্য হয়েছে তার শরীর, ছেড়ে দিল হঠাৎ করে। পরিশ্রম সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেছে। ভেসে থাকার শক্তিও নেই আর। ডুবতে শুরু করল। বুঝতে পারছে তীরে পৌছানোর ক্ষমতা তার নেই। হাঙরটা যদি এসে তাকে ছিঁড়ে না-ও খায় এখন, স্রোত ওকে চুবিয়ে মারবে।

সাঁতরাতে হবে! সাঁতরাতে হবে! তাগাদা দিতে লাগল মগজ।

হাঙরটা কি চলে গেছে?

কুকুরের মাংস খেয়ে পেট ভরেছে?

বায়োলজি স্যারের লেকচার কানে ভাসতে লাগল: দাঁতের আওতায় পড়ে গেলে হাঙরের মুখ থেকে বেঁচে যাওয়ার সাধ্য নেই কোন শিকারের। হাঙরের মত এত নিখুঁত হত্যাকারী আজ পর্যন্ত আর সৃষ্টি হয়নি।

হয়নি যে সেটা খানিক আগেই নিজের চোখে দেখেছে মনিকা। ভয়ঙ্কর কুকুরটাকে কি সহজেই না ছিন্নভিন্ন করে ফেলল। তাকেও কি হত্যা করতে আসছে পৃথিবীর ভয়ঙ্করতম শিকারী?

কালো ঢেউয়ের মাথার ওপরে একটা ত্রিকোণ পাখনা খুঁজতে লাগল মনিকার চোখ।

সাঁতরাতে থাকো। মসৃণ গতিতে। বেশি নড়াচড়া কোরো না।

কিন্তু কিভাবে সাঁতরাবে? শরীরে তো আর একবিন্দু শক্তি অবশিষ্ট নেই। হাতই তুলতে পারছে না। তারপরেও জোর করে হাত-পাগুলোকে নড়তে বাধ্য করল সে।

কিন্তু কয়েক ফুটের বেশি এগোতে পারল না। শরীরের সমস্ত পেশীতে ব্যথা। অবশ হয়ে গেছে পা। বুকে এত চাপ, মনে হচ্ছে ফেটে যাবে।

মাথার ওপর দিয়ে ঢেউ বয়ে গেল।

সৈকত! সৈকতটা কোথায়?

দেখতে পাচ্ছি না কেন?

ঘুরতে গেল।

ঘাড়টা সামান্য ঘুরলেও হাত আর নড়ছে না। কথা শোনাতে পারল না ওগুলোকে। সৈকতটা কোথায় দেখল না।

স্রোতে ভাসিয়ে নিয়ে চলল ওকে।

সব লাল হয়ে যাচ্ছে। রক্তের মত লাল।

তারপর কালো।

কালো হয়ে যাওয়ার আগের মুহূর্তে মনে হলো আবছামত ডাঙা চোখে পড়েছে।

বিশ

'মনিকা! মনিকা!'

শক্ত হাত ঠেলা দিতে লাগল মনিকার কাঁধে।

'মনিকা? আমার কথা শুনতে পাচ্ছ?'

ঘোরের মধ্যে বুঝতে পারল উপুড় হয়ে পড়ে আছে মনিকা। মাথা তোলার চেষ্টা করল। কপালে, চোখের ওপর এসে পড়া চুলের ফাঁক দিয়ে তাকাতে চাইল।

'মনিকা, তুমি ঠিক আছ তো?' জিজ্ঞেস করল আবার কণ্ঠটা।

গুঙিয়ে উঠল মনিকা। মাথা তোলার চেষ্টা করল আরেকবার।

'মনিকা?'

'আমি কি বেঁচে আছি?' দুর্বল কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে শরীরটা গড়িয়ে চিত হয়ে শুলো মনিকা।

কপালের ওপর থেকে চুল সরিয়ে চোখ মিটমিট করে তাকিয়ে দেখল একটা অস্পষ্ট চেহারা। 'জাস্টিন!'

হাঁটু গেড়ে ওর পাশে বসে আছে জাস্টিন। ভয়ে বিকৃত হয়ে গেছে চেহারা। 'মনিকা? তুমি ঠিক আছ?'

'জাস্টিন, তুমি এখানে কি করছ?' জিজ্ঞেস করল মনিকা। টেনেটুনে বেদিং স্যুটের ওপরটা ঠিক করল। কালো মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়েছে সূর্য। শেষ বিকেলের আকাশ ছাই রঙে পরিণত হয়েছে। সৈকতে ঠাণ্ডা বাতাস বইছে।

কেঁপে উঠল সে। ছুরির খোঁচার মত তীক্ষ্ণ ব্যথা টের পেল গোড়ালিতে।

'আমি···আমি তোমাকে পড়ে থাকতে দেখলাম,' জাস্টিন বলল। গরম

একটা হাত রাখল মনিকার ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়া কাঁধে। 'যতটা জোরে পারি দৌড়ে এসেছি। স্রোত তোমাকে ভাসিয়ে এনে ফেলেছে সৈকতে। আমি ভাবলাম...' কথা হারিয়ে ফেলল সে। 'জোয়ার বলেই বাঁচলে। গভীর সাগরে টেনে নেয়ার বদলে তীরে এনে ফেলে গেছে...'

'উফ্, আমার পা,' জোর করে শরীরটা টেনে তুলল মনিকা। উঠে বসল। পায়ের ক্ষতটা দেখল। যতটা ভেবেছিল ততটা কাটেনি। নোনা পানি যন্ত্রণাটা বাড়িয়ে দিয়েছিল। তবে নোনা পানি একটা উপকারও করেছে, রক্ত পড়া বন্ধ করে দিয়েছে।

'তোমার ভাগ্য ভাল আমি এসেছিলাম,' জাস্টিন বলল। 'সাঁতার কাটতে ইচ্ছে করল। এসে দেখি তুমি পড়ে আছ...'

উঠে দাঁড়াতে গিয়ে গুঙিয়ে উঠল মনিকা। পড়ে যাচ্ছিল। ধরে ফেলল জাস্টিন। 'হাঁটতে পারবে?'

আহত পা'টায় ভর দিয়ে দেখল মনিকা। 'মনে হয় পারব।' চোখের সামনে দুলে উঠল বালির সৈকত। লম্বা নীল নীল ছায়া ছুটে আসছে ওর দিকে। 'উফ্, মাথা ঘুরছে!'

আরও শক্ত করে ধরল ওকে জাস্টিন। 'আস্তে।...সামান্যই কেটেছে। বাড়ি গিয়ে হিউগিকে বলব ওষুধ লাগিয়ে দিতে। ঠিক হয়ে যাবে।' পরক্ষণেই ভুরু কুঁচকাল জাস্টিন। 'এহ্‌হে, আজকে তো হিউগিরও ছুটি। চলে গেছে। আর আসবে না। ঠিক আছে, আমিই লাগিয়ে দেব।'

ধরে ধরে মনিকাকে সিঁড়ির দিকে নিয়ে চলল জাস্টিন।

ওর কাঁধে ভর দিয়ে আকাশের দিকে তাকাল মনিকা। কালো মেঘে ছেয়ে ফেলছে। এর সঙ্গে যেন পাল্লা দিয়ে নানা রকম কালো ভাবনা ভিড় করে আসছে তার মনে।

কাকতালীয়ভাবে সৈকতে এসে পড়েনি জাস্টিন। ওকেই তখন দৌড়ে সরে যেতে দেখেছিল মনিকা। কুকুরটা ওদেরই। মনিকার পেছনে লেলিয়ে দিয়ে দৌড়ে পালিয়েছিল সে।

তারের বেড়া দেয়া একটা ঘরে আটকে রাখা হয় কুকুরটাকে। রাতে ছাড়া দিনে কখনোই বের করে না হিউগি। আজ ও চলে যাওয়ার পর সুযোগ বুঝে বের করে নিয়ে গিয়েছিল জাস্টিন।

কাঠের সিঁড়ি বেয়ে উঠতে উঠতে কাঁটা দিল মনিকার গা। সাগরের ওপরের আকাশে গুড়ুগুড়ু করে উঠল মেঘ।

'ঝড় আসবে মনে হচ্ছে ভালমতই,' আনমনে বিড়বিড় করল জাস্টিন।

কান দিল না মনিকা। সে তার নিজের ভাবনা ভাবছে। কুকুরটাকে বের করে এনে ওর পেছনে ছেড়ে দিয়েছিল জাস্টিন, ওকে খুন করার জন্যে।

গেটের কাছে এসে নিচু হয়ে ঝোপের ভেতরে লুকানো ধাতব বাক্সে রাখা কীপ্যাড টিপল জাস্টিন। খুলে গেল পাল্লা।

ওর কাঁধে ভর দিয়ে দিয়ে চলল মনিকা। সুইমিং পুল, টেনিস কোর্ট পার

হয়ে বাড়ির দিকে এগোল।

গেস্ট হাউজের কাছ থেকে সামান্য দূরে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল সে। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'ইকটু দাঁড়াও। দম নিয়ে নিই।'

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওকে লক্ষ করছে জাস্টিন। 'ইস্, একেবারে শেষ হয়ে গেছ তুমি!'

আরেকবার মেঘ ডাকল সাগরের ওপর। আগের বারের চেয়ে কাছে।

'একা যেতে পারবে?' জিজ্ঞেস করল জাস্টিন। 'আমি গিয়ে তাড়াতাড়ি কিছু অ্যান্টিসেপটিক ক্রীম আর ব্যান্ডেজ বের করে ফেলি।'

'পারব। যাও।' বলেই পা ফেলতে গিয়ে মুখ বিকৃত করে ফেলল মনিকা। প্রচণ্ড ব্যথা। খাঁচ করে লাগে।

আঙিনা পার হয়ে পেছনের দরজা দিয়ে জাস্টিনকে দৌড়ে ঢুকে যেতে দেখল সে।

ঘুরে দাঁড়াল মনিকা। বাড়ির দিকে না গিয়ে কুকুর রাখার ঘরটার দিকে চলল। তারের খাঁচার কয়েক ফুট দূরে এসে দাঁড়িয়ে গেল।

যা ভেবেছিল। নেই কুকুরটা। দরজাটা কয়েক ইঞ্চি ফাঁক হয়ে আছে। হুড়কোটা ঝুলছে।

তার সন্দেহই ঠিক। দরজা ভেঙে বেরোয়নি কুকুরটা। দরজা খুলে ওটাকে বের করে নেয়া হয়েছে।

'ভয়ানক বিপদের মধ্যে রয়েছি আমরা!' আনমনে নিজেকে শোনাল মনিকা। খোঁড়াতে খোঁড়াতে বাড়ির দিকে এগোল আবার।

বড় ফ্রেঞ্চ ডোর দিয়ে বাড়িতে ঢুকতে যাবে সে, আরেকবার মেঘ ডাকল আকাশে। কয়েক ফোঁটা বৃষ্টি পড়ল ওর খোলা কাঁধে।

আর অপেক্ষা করা যাবে না। চলে যেতে হবে এখান থেকে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।

ঘরে পা রাখল সে। হাঁপাচ্ছে। দরজাটা লাগিয়ে দিয়ে জাস্টিনকে খুঁজল। দেখতে পেল না ওকে।

পেছনের হলঘর দিয়ে সিঁড়ির দিকে এগোল। সিঁড়িতে উঠে থামল। রেলিঙে হেলান দিয়ে জিরিয়ে নিল কয়েক সেকেন্ড। এক পা এক পা করে উঠতে শুরু করল।

নিকি আর অ্যাঞ্জেলা কোথায়?

দোতলায় উঠে সবার আগে অ্যাঞ্জেলার ঘরটা পড়ে, হাতের ডানে। দরজায় টোকা দিয়ে নিচুস্বরে জিজ্ঞেস করল মনিকা, 'অ্যাঞ্জেলা, আছ?'

আরেকবার টোকা দেয়ার আগেই দরজা খুলে দিল অ্যাঞ্জেলা। ওর দিকে তাকিয়ে চমকে উঠল, 'কি হয়েছে তোমার?'

'পরে শুনো। ঢুকতে দাও আগে।' অ্যাঞ্জেলাকে প্রায় ঠেলে সরিয়ে ঘরে এসে ঢুকল মনিকা। দরজাটা লাগিয়ে দিয়ে বলল, 'জলদি করো! ব্যাগ গুছিয়ে নাও। বেরিয়ে যেতে হবে আমাদের।'

'তার মানে?' ঝুলে পড়ল অ্যাঞ্জেলার চোয়াল।

'বললাম তো, ব্যাগ গোছাও। জলদি! নিকি কোথায়?'

'নেই।'

একুশ

'নেই মানে?' প্রায় চিৎকার করে উঠল মনিকা।

হাঁ করে ওর দিকে তাকিয়ে আছে অ্যাঞ্জেলা। চশমার ওপাশে বড় বড় হয়ে গেছে চোখ দুটো।

জানালায় আঘাত হানছে বৃষ্টির ফোঁটা। কালো আকাশ চিরে দিল বিদ্যুতের ঝিলিক।

'শহর থেকে ফেরেনি এখনও। হিউগির সঙ্গে যে গেছে···'

'ফেরেনি! কখন আসবে বলেছে?'

'ডিনারের আগে।'

'জলদি ব্যাগ গোছাও।'

ভ্রূকুটি করল অ্যাঞ্জেলা। 'কিছু বুঝতে পারছি না! কি হয়েছে?'

মনিকা জবাব দেয়ার আগেই দরজা খুলে গেল। ওষুধ আর ব্যান্ডেজ নিয়ে ঘরে ঢুকল জাস্টিন। 'তুমি এখানে। আর আমি নিচের সমস্ত ঘরে খুঁজে মরছি।' অ্যাঞ্জেলার বিছানাটা দেখিয়ে বলল, 'বসো। পা'টা উঁচু করে ধরে রাখতে হবে।'

নির্বিবাদে বিছানার দিকে এগিয়ে গেল মনিকা। বুঝতে পারছে তার ওপর অ্যাঞ্জেলার প্রশ্নবোধক দৃষ্টি স্থির হয়ে আছে। কিন্তু এখন আর বলার সুযোগ নেই।

আর থাকবে না। জাস্টিনকে বিশ্বাস নেই। বার বার খুনের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। নেহাত কপালগুণে কয়েকবার মরতে মরতে বেঁচেছে ওরা। এরপর আর বাঁচবে কিনা জানে না।

নিকি ফিরলেই ওদেরকে গাড়িতে করে বাস স্টেশনে দিয়ে আসতে অনুরোধ করবে জাস্টিনকে। জাস্টিন যদি রাজি না হয়···

হ্যাঁ, রাজি না হলে হেঁটেই যাবে ওরা শহরে। ঝড় আসুক বা না আসুক। কিংবা পুলিশকে ফোন করবে।

গত কয়েক দিনে ঘটে যাওয়া 'দুর্ঘটনা'র মত করে সাজানো খুনের প্রচেষ্টাগুলোর কথা ভাবতে ভাবতে জাস্টিনের সেবা নিতে লাগল মনিকা। অ্যান্টিসেপটিক দিয়ে জখম ধুয়ে, ওষুধ মাখিয়ে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিচ্ছে জাস্টিন। আফসোস আর সমবেদনার ভঙ্গিতে চুক-চুক করছে। কিন্তু একবারও জিজ্ঞেস করছে না কিসে করেছে জখমটা। করবে কি? জানেই তো।

দমকা বাতাস ঝাপটা দিয়ে এনে জানালার কাঁচে ফেলছে বৃষ্টির পানি।

লোক দেখানো আফসোস এসব! খুব বুঝি! তেতো হয়ে গেল মনিকার মন।

বিদ্যুৎ চমকাল। নানা রকম ছায়া লাফ দিয়ে উঠল ঘরের মধ্যে।

নিকি এখনও আসছে না কেন? অস্থির হয়ে যাচ্ছে মনিকা। বৃষ্টিতে আটকা পড়েছে? নাকি ওকেও···বাজ পড়ার বিকট শব্দ চমকে দিল।

'যাও, হয়েছে,' মনিকার দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে বলল জাস্টিন। 'কেমন লাগছে এখন?'

'ভাল,' অন্যমনস্ক হয়ে জবাব দিল মনিকা।

ঘড়ি দেখল জাস্টিন। 'ডিনারের সময় হয়ে গেছে। নিশ্চয় খাবার তৈরি করে রেখে গেছে হিউগি। ফ্রিজ খুঁজলেই পাওয়া যাবে। এই, গ্যাজেবোতে গিয়ে খেলে কেমন হয়?'

'এই বৃষ্টির মধ্যে!' অ্যাঞ্জেলা বলল।

'বৃষ্টিতেই তো ভাল। উঁচু জায়গা। ওপরে ছাউনি আছে। চারদিক কাঁচে ঘেরা। বৃষ্টি পড়বে না। বাতাস লাগবে না। ভেতরে বসে বসে মোমের আলোয় খাব আর জানালা দিয়ে সাগরে ঝড় দেখব। মজা হবে না?' দরজার দিকে এগিয়ে গেল জাস্টিন। বেরোনোর আগে ফিরে তাকাল, 'আমি খাবার নিয়ে যাচ্ছি। নিকি এলেই ওকে নিয়ে চলে এসো। ঠিক ছটায়।'

★

ছয়টা বাজার কয়েক মিনিট আগে হুড়মুড় করে অ্যাঞ্জেলার ঘরে ঢুকল নিকি। মাথায় লেপ্টে রয়েছে ভেজা চুল। হলুদ সানড্রেসটা চুপচুপে। দুজনের মুখের দিকে তাকাতে তাকাতে জিজ্ঞেস করল, 'কি ব্যাপার? কি হয়েছে?'

'গেছিলাম আজকে আরেকটু হলেই,' নিচু স্বরে বলে ইঙ্গিতে পায়ের ব্যান্ডেজটা দেখাল মনিকা।

দম আটকে ফেলল নিকি। 'জাস্টিন···'

'ব্যাগ গুছিয়ে নাও। জলদি! তোমার সন্দেহই ঠিক।' উঠে দাঁড়াল মনিকা। 'আজ বিকেলে ও আমার ওপর কুত্তা লেলিয়ে দিয়েছিল।'

'বলো কি!' চিৎকার করে উঠল নিকি। হাত উঠে গেল মুখের কাছে।

'সৈকতে ওকে দৌড়ে পালাতে দেখেছি আমি। আমি যে দেখে ফেলেছি ও জানে না। ঠিকই বলেছিলে তুমি—ও আমাদের খুন করতে চায়।'

কেঁপে উঠল নিকি। 'দাঁড়াও, কাপড়টা বদলে নিই।'

'তোমার জন্যেই বসে আছি। বদলাও। ব্যাগ গোছাও। তারপর জাস্টিনকে গিয়ে বলব আমাদের বাস স্টেশনে দিয়ে আসতে।'

'যদি মানা করে দেয়? যদি আমাদের আটকানোর চেষ্টা করে?' অ্যাঞ্জেলা বলে উঠল, 'যদি···'

'তিনজনের বিরুদ্ধে একজন,' নিকি বলল। 'পারবে না।'

বিদ্যুৎ চমকাল। আলোকিত করে দিল ঘরটা। আড়ি পেতে যদি জাস্টিন শুনে ফেলে, এই ভয়ে তাড়াতাড়ি দরজা লাগিয়ে দিতে গেল সে।

'যদি বলে বৃষ্টির মধ্যে গাড়ি চালাতে পারব না,' মনিকা বলল, 'তাহলে হেঁটে চলে যাব আমরা···'

বজ্রের কানফাটা শব্দ কথা আটকে দিল তার।

*

সামনের হলঘরে ঢুকে সুটকেসগুলো নামিয়ে রাখল তিনজনে। আলমারি থেকে তিনটে ছাতা বের করে নিল।

হলওয়ে ধরে বাড়ির পেছন দিকে এগোনোর সময় মিটমিট শুরু করল আলো।

'মা-গো!' চিৎকার করতে গিয়েও কণ্ঠস্বর খাদে নামিয়ে ফেলল অ্যাঞ্জেলা, 'কারেন্ট না চলে যায়!'

'জাস্টিন কি সত্যি গ্যাজেবোতে আছে? ব্যাপারটা কেমন অদ্ভুত না?' ফিসফিস করে বলল নিকি।

আবার মিটমিট করল বাতি। তবে নিভে গেল না।

নিকির কথার জবাবে মনিকা বলল, 'জাস্টিন বলেছে ওখানে বসে সাগরের ঝড় দেখা যায়।'

'নাকি ওখানে নিয়ে গিয়ে আমাদের মারার আবার কোন নতুন প্ল্যান করেছে?' শুকনো গলায় বলল নিকি।

'বিশ্বাস কি?' অ্যাঞ্জেলা বলল, 'আমার ধারণা, কোনমতেই আমাদের বেরোতে দেবে না সে।'

একটা দরজা খুলল মনিকা। পেছনের আঙিনা আলোকিত করে জ্বলছে সার্চলাইট। এ বাড়ির আরও অনেক যন্ত্রপাতির মত স্বয়ংক্রিয়ভাবে কাজ করে এই আলোগুলোও। অন্ধকার হলে আপনাআপনি জ্বলে ওঠে। মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে। উজ্জ্বল আলোয় অদ্ভুতভাবে কাঁপছে আর চকচক করছে বৃষ্টির ফোঁটা।

আঙিনায় বেরিয়ে ছাতা মেলল ওরা। জায়গায় জায়গায় পানি জমে গেছে। বাতাসে টান মেরে আরেকটু হলেই মনিকার হাতের ছাতাটা উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছিল।

আকাশ চিরে দিয়ে গেল বিদ্যুতের ঝিলিক। পরমুহূর্তে শোনা গেল বজ্রের গর্জন। মিটমিট করে উঠল সার্চলাইট। নিভল না এবারেও।

'আছে তো গ্যাজেবোতে?' অন্য দুজনের পেছনে হাঁটতে হাঁটতে উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল অ্যাঞ্জেলা।

'কি করে বুঝব? বৃষ্টির মধ্যে কিছু দেখতে পাচ্ছি না,' মনিকা বলল।

'গ্যাজেবোতে একটা আলো দেখলাম মনে হলো,' নিকি বলল। দুহাতে চেপে ধরেছে ছাতার হাতল।

'দেখো কেমন ঘুরে ঘুরে বাতাস বইছে!' অ্যাঞ্জেলাও শক্ত করে ছাতা ধরে রেখেছে। 'ভিজিয়ে দিল একেবারে!'

ভেজা ঘাসে ফচুত ফচুত আওয়াজ তুলছে ওদের স্নীকার। গেস্ট হাউজের দিকে এগোচ্ছে ওরা। টেনিস কোর্ট, সুইমিং পুল আর অন্যান্য জায়গাগুলো সার্চলাইটের আলোয় দিনের মতই স্পষ্ট।

লনের পেছনে বেড়ার ধার ঘেঁষে রয়েছে গ্যাজেবো। আলো দেখা যাচ্ছে ভেতরে।

বৃষ্টির শব্দ ঢেকে দিয়েছে ঢেউয়ের শব্দকে।

লনের কিনারে একটা সাদা রঙ করা ছাউনির কাছে এসে দ্বিধা করল মনিকা। নাক কুঁচকে বাতাস টানতে টানতে বলল, 'গন্ধ কিসের?'

এত বৃষ্টির মধ্যেও পচা মাংস কিংবা ডিমের মত দুর্গন্ধ থেকে থেকে এসে নাকে লাগছে।

'উঁহ্, আমিও পাচ্ছি!' নাকমুখ কুঁচকে বলে উঠল নিকি।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমিও!' অ্যাঞ্জেলা বলল।

সামান্য ফাঁক হয়ে আছে ছাউনির কাঠের দরজাটা।

সেদিকে তাকিয়ে মনিকা বলল, 'অদ্ভুত তো! কে খুলল? আমি তো জানতাম সব কিছু দেখাশোনা করে হিউগি। কোন ঘর খোলা রাখে না। তালা দিয়ে রাখে।'

'সেটা ওর ব্যাপার,' অ্যাঞ্জেলা বলল। 'ও আর ওর মনিব বুঝবে। কিন্তু দুর্গন্ধ কিসের? দেখবে নাকি?'

'দরকার নেই দেখার,' নিকি বলল। 'চলো গ্যাজেবোতে যাই। জাস্টিনকে বলে পালাই এখান থেকে। আর এক মুহূর্ত থাকতে ইচ্ছে করছে না আমার।'

'দাঁড়াও,' হাত তুলে বাধা দিল মনিকা। 'ছাউনিতে কি আছে না দেখে আমি যাব না।'

খোলা দরজাটার দিকে এগিয়ে গেল সে। পেছনে প্রায় ওর গা ঘেঁষে চলল অন্য দুজন।

যতই এগোচ্ছে, গন্ধটা বাড়ছে।

'উঁহ্! ভয়াবহ গন্ধ!' নিকি বলল।

এক হাতে ছাতা ধরে বাতাসের ঝাপটা থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করতে করতে অন্য হাতে দরজায় ঠেলা দিল মনিকা।

দরজাটা পুরো খুলে যেতে সার্চলাইটের আলো ঘরের মধ্যেও গিয়ে পড়ল। সেই আলোয় ভেতরের দৃশ্য দেখে ক্ষণিকের জন্যে স্তব্ধ হয়ে গেল তিনজনে।

বাইশ

সবার আগে চেঁচিয়ে উঠল নিকি। গোঁ-গোঁ করে দুর্বোধ্য স্বরে কি বলল কিছুই বোঝা গেল না।

হাতে ছাতা না থাকলে দুহাতে মুখ ঢাকত মনিকা। তাকানো যায় না। ফুলে ঢোল হয়ে আছে জাস্টিন। বেগুনী হয়ে গেছে চামড়ার রঙ। চোখ দুটো কোটরের গভীরে ঢুকে গেছে। আতঙ্কিত চিৎকারের ভঙ্গিতে পুরো হাঁ হয়ে

আছে মুখ।

ভয়ঙ্কর দৃশ্য!

গোঁ গোঁ করে চোখ উল্টে পড়তে পড়তে কোনমতে নিজেকে সামলাল অ্যাঞ্জেলা।

ঘুরে দাঁড়িয়ে মনিকার কাঁধে মুখ চেপে ধরল নিকি। 'এ-কি দেখলাম! এ-কি দেখলাম!'

'মাত্র দুই ঘন্টা আগে ওর সঙ্গে দেখা হয়েছে,' আপনমনে বিড়বিড় করে বলল মনিকা, 'এ কি করে সম্ভব? মরল কিভাবে?'

'খুন করা হয়েছে ওকে!' কোনমতে বলল অ্যাঞ্জেলা। হাত থেকে ছাতা ছেড়ে দিয়ে দুহাতে মুখ ঢাকল। মুহূর্তে ভিজে গেল ওর খাটো চুল আর সোয়েটশার্ট।

মনিকার গায়ের ওপর থেকে সরে গেল নিকি। 'হিউগিকে বলা দরকার!'

'কোথায় পাবে ওকে?' মনে করিয়ে দিল অ্যাঞ্জেলা। 'ওর তো আজ ছুটি। ডিউটি নেই।'

'কে খুন করল জাস্টিনকে?' মনিকার কণ্ঠস্বর কাঁপছে। ঘোরের মধ্যে রয়েছে যেন। 'অলিভার?'

খুনী ধারেকাছেই কোথাও আছে কিনা দেখার জন্যে যেন এদিক ওদিক তাকাতে লাগল সে। হলুদ শঙ্কু তৈরি করে এসে ছাউনি আর আশপাশের কিছুটা জায়গা আলোকিত করে রেখেছে একটা সার্চলাইট। ঝমঝম বৃষ্টির মধ্যেও সব পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। কোন মানুষ লুকিয়ে থাকার জায়গা নেই।

'এখানে আমরা ছাড়া আর কেউ নেই,' কেঁদে ফেলবে যেন অ্যাঞ্জেলা।

'তাহলে কে খুন করল জাস্টিনকে?' আবার আগের প্রশ্নটাই করল মনিকা। আতঙ্ক ঠেকিয়ে রাখার যথাসাধ্য চেষ্টা করছে। চেষ্টা করছে হার্টবীট কমানোর।

'পুলিশকে খবর দিতে হবে। এক্ষুণি!' নিকি বলল। আরেকবার তাকাল জাস্টিনের পড়ে থাকা দেহটার দিকে। পরক্ষণে মুখ ঘুরিয়ে নিল আবার।

'হ্যাঁ। চলো, চলো,' তাগাদা দিল অ্যাঞ্জেলা।

উত্তেজনায় পায়ের জখমটার ব্যথা বেড়ে গেল মনিকার। খোঁড়াতে খোঁড়াতে লনে জমে থাকা কাদাপানি মাড়িয়ে দুজনের পেছনে ছুটল। বাড়িতে ঢুকে দরজার একপাশে ছুঁড়ে ফেলল ছাতাটা। জোরে জোরে মাথা নেড়ে যেন ঝেড়ে ফেলতে চাইল জাস্টিনের লাশের ভয়াবহ দৃশ্য। বাতাস ঝাপটা মেরে বৃষ্টির পানি দিয়ে ভিজিয়ে দিয়েছে শরীর। অন্য দুজনকে ধরার জন্যে কাঁপতে কাঁপতে রান্নাঘরের দিকে এগোল সে।

দাঁড়িয়ে গেল রান্নাঘরের দরজায় এসে। মিটমিট করল আলো। নিভল না এবারেও।

দরজা থেকেই দেখল কাউন্টারের কাছে দাঁড়িয়ে আছে নিকি। ফোনের রিসিভার তুলে কানে ঠেকাল। ছোট্ট একটা চিৎকার বেরিয়ে এল মুখ থেকে।

'কি হলো?' পেপার টাওয়েল দিয়ে চশমার কাঁচ মুছতে মুছতে জিজ্ঞেস করল অ্যাঞ্জেলা।

'ডেড!' মৃদুকণ্ঠে জবাব দিল নিকি।

'তারমানে পুলিশও ডাকতে পারব না?'

আস্তে মাথা নেড়ে রিসিভারটা ক্রেডলে নামিয়ে রাখল নিকি।

ঘরে ঢুকল মনিকা। এক এক করে দুজনের মুখের দিকে তাকাতে লাগল। 'এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়া দরকার আমাদের। এক্ষুণি। জাস্টিনকে যে খুন করেছে, সে আমাদেরও ছাড়বে না। লাইনটা কেটে দিয়েছে সে, যাতে বাইরের কারও সঙ্গে যোগাযোগ করতে না পারি আমরা।'

মাথার ওপরের ফ্লোরেসেন্ট লাইটের উজ্জ্বল আলোয় রক্তশূন্য দেখাচ্ছে অ্যাঞ্জেলার মুখ।

'যেভাবেই হোক শহরে পৌঁছতে হবে আমাদের,' আবার বলল মনিকা। 'পুলিশকে খবর দিতে হবে।' আতঙ্ক চেপে রাখতে পারছে না আর। গলা টিপে ধরছে যেন।

'কিন্তু মারা গেল কিভাবে জাস্টিন?' একটা উঁচু টুলের কিনার খামচে ধরল নিকি। 'খানিক আগেও দেখলাম। কি করে ঘটল এটা?'

বজ্রপাতের বিকট শব্দ চমকে দিল তিনজনকেই।

মনিকা বলল, 'হাঁটতে হবে, আর কোন উপায় নেই। আলমারিতে রেইনকোট পাওয়া যাবে নিশ্চয়।'

চুপ করে আছে অন্য দুজন।

'এ রকম রাতে লিফট পাব বলেও মনে হয় না,' বলল মনিকা।

'ওর মুখটা···এত ফুলল কি করে?' মনিকার কথায় কান নেই নিকির। জাস্টিনের কথা ভাবছে। 'এমন করে হাঁ হয়ে আছে যেন আতঙ্কে চিৎকার করতে করতে স্তব্ধ হয়ে গেছে।'

'নিকি! দোহাই তোমার, থামো!' আরও ফ্যাকাসে হয়ে গেল অ্যাঞ্জেলার চেহারা।

'মন থেকে এখন জাস্টিনের ভাবনা দূর করো,' অ্যাঞ্জেলার সুরে সুর মেলাল মনিকা। 'এখন আমাদের একমাত্র চিন্তা হওয়া উচিত, এ বাড়ি থেকে বেরোনো। পুলিশের কাছে যাওয়া।'

আবার বিদ্যুৎ চমকাল। ক্ষণিকের জন্যে তীব্র আলোয় আলোকিত করে দিয়ে গেল জানালার বাইরেটা।

সামনের হলঘরে চলে এল ওরা। রেইনকোট পাওয়া গেল না। আলমারির এক তাকে একটা হলুদ স্লীকার পেল মনিকা। ওর গায়ে ছোট হবে। টেনেটুনে সেটাই পরে নিল। অন্য তাকে নিকি পেল একটা সিল্কের স্কার্ফ। আর কিছু না দেখে সেটাই মাথায় জড়িয়ে নিল। ভিজে চুপচুপে সোয়েটশার্টের ওপর হালকা নীল একটা জ্যাকেট পরল অ্যাঞ্জেলা।

'হয়েছে?' জানতে চাইল মনিকা।

'হয়েছে,' শান্ত থাকার চেষ্টা করছে নিকি।

'চলো,' দুই চোখে ভয়, চাপা দিতে পারছে না অ্যাঞ্জেলা।

সামনের দরজা খুলে বাইরে উঁকি দিল মনিকা। ছড়ানো লন। সার্চলাইটের আলো এটাকেও আলোকিত করে রেখেছে। বৃষ্টি সামান্য কমেছে। তবে বজ্র-বিদ্যুৎ পাল্লা দিয়ে চলেছে সমান তালে।

'এসো,' পেছনে তাকিয়ে হাত নেড়ে দুই বান্ধবীকে ডাকল মনিকা।

বাইরে বেরিয়ে এল তিনজনে। বৃষ্টির মধ্যে মাথা নিচু করে দৌড় দিল। নরম ঘাসের মধ্যে পানিতে ডুবে গিয়ে পচাৎ-পচাৎ শব্দ তুলছে স্নীকার।

ঘাসের পর তারের বেড়া। অন্যপাশে সুন্দর করে ছাঁটা পাতাবাহারের বেড়া।

গেটের কাছে এসে হাতলে হাত দিতে গেল মনিকা।

'থামো!' চিৎকার করে উঠল নিকি। ঠেলা মেরে হাত সরিয়ে দিল মনিকার। মাথা থেকে ভেজা স্কার্ফটা খুলে নিয়ে ছুঁড়ে মারল গেটের ওপর। পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ছড়ছড় করে বিদ্যুতের স্ফুলিঙ্গ ছুটতে শুরু করল ওটার গা থেকে।

শিউরে উঠল মনিকা। 'মাগো, ভুলেই গিয়েছিলাম!' নিকির দিকে ফিরে কাঁপতে কাঁপতে বলল, 'থ্যাংকস!'

'এখন কি?' ককিয়ে উঠল অ্যাঞ্জেলা। 'বেরোব কি করে? ভেতর থেকে খোলা যাবে না। কন্ট্রোল বক্স কোথায় আছে তা-ও জানি না।'

'আটকাই পড়লাম,' বিড়বিড় করল নিকি।

'সকালের আগে আর বেরোতে পারব না,' ধাতব পাল্লাটার দিকে তাকিয়ে আছে মনিকা। 'সকালে বিদ্যুৎ-প্রবাহ বন্ধ হবে, তারপর...'

'কিন্তু ততক্ষণ খুনী কি চুপ করে বসে থাকবে?' প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিল অ্যাঞ্জেলা।

তেইশ

স্পটলাইটের ওপর রূপার কণার মত ঝরে পড়ছে যেন বৃষ্টির ফোঁটা। অনেক ওপরে আকাশের গায়ে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে।

'কন্ট্রোলটা খুঁজে বের করতেই হবে আমাদের,' নিকি বলল। 'বিদ্যুৎ-প্রবাহ বন্ধ করার কোন ব্যবস্থা নিশ্চয় আছে।'

'কিন্তু জাস্টিন বলেছিল অটোমাটিক, মনে নেই?' ঝাঁকি দিয়ে চশমার কাঁচ থেকে পানি ফেলল অ্যাঞ্জেলা। 'টাইমার লাগানো।'

'তাহলে টাইমারটাই খুঁজে বের করতে হবে,' বলল নিকি।

'বেসমেন্টে থাকতে পারে,' কেঁপে উঠল মনিকা।

'আর যেখানেই যেতে বলো যাব,' অ্যাঞ্জেলা বলল, 'কিন্তু আমি বেসমেন্টে নামছি না! ট্র্যাপডোর আটকে দিয়ে তারপর খুন করবে!'

একটা বুদ্ধি এল মনিকার মাথায়। 'পেছনের গেট দিয়ে বেরোতে পারি।

গেটের পাশে ওখানে একটা বক্সের মধ্যে কন্ট্রোল সুইচ আছে। জাস্টিন সেদিন ওখান থেকেই সুইচ অফ করেছিল।'

'সাগরে নেমে যেতে বলছ?' তীক্ষ্ণ হয়ে গেল অ্যাঞ্জেলার কণ্ঠ। 'এই তুফানের মধ্যে!'

'সাগরে নামতে যাব কেন?' হলুদ স্লিকারটা দিয়ে মাথা ঢাকল মনিকা। 'পেছনের গেট দিয়ে বাইরে বেরিয়ে বেড়ার কিনার ঘেঁষে ঘেঁষে চলে আসব সামনের দিকে।'

'হ্যাঁ,' নিকি বলল, 'এটা মন্দ হয় না।'

'পেছনের গেটের বিদ্যুৎ-প্রবাহ সত্যি বন্ধ করা যাবে তো?' সন্দেহ যাচ্ছে না অ্যাঞ্জেলার।

'চেষ্টা তো করে দেখতে হবে।' ঘুরে দাঁড়াল মনিকা। পা বাড়াল।

বৃষ্টি আবার বেড়েছে। তার মধ্যে মাথা নিচু করে ছুটল ওরা। নরম কাদায় স্নীকার ডুবে গিয়ে আগের মতই শব্দ হতে লাগল। ধুড়ুম করে আছাড় খেল নিকি। তাড়াতাড়ি টেনে তুলল আবার নিজেকে।

বাড়ির পেছন দিকটা দেখা যাচ্ছে। বাঁধানো চত্বরে শব্দ তুলে আছড়ে পড়ছে বৃষ্টির ফোঁটা। ছাত থেকে পানি পড়ার নল দিয়ে ঝর্নার মত পানি ঝরছে।

'ছাউনিটার পাশ দিয়ে যেতে হবে নাকি?' ভয়ে ভয়ে জানতে চাইল অ্যাঞ্জেলা।

'না, গেস্ট হাউজের পাশ ঘুরে যাব।' পায়ের ক্ষতটায় যেন আগুন ধরে গেছে মনিকার। প্রতিবার পা ফেলার সঙ্গে-সঙ্গে তীব্র ব্যথা যেন ঝলকানি দিয়ে উঠে আসছে মগজে।

কি যেন বলল নিকি। বৃষ্টির জন্যে শোনা গেল না।

গেস্ট হাউজের কাছে পৌছে গেছে ওরা, এই সময় আড়াল থেকে বেরিয়ে এল একটা ছায়ামূর্তি।

অস্ফুট শব্দ বেরোল মনিকার মুখ থেকে।

বরফের মত জমে গেল যেন তিনজনে।

ছায়ামূর্তির পরনে ট্রেঞ্চকোট। কোমরের কাছের ফিতেটা কষে বাঁধা। মাথার চওড়া কানাওয়ালা স্ট্র-হ্যাটে ঢাকা পড়েছে মুখ।

হাতের চকচকে জিনিসটা চিনতে অসুবিধে হলো না কারোরই।

পিস্তল!

হ্যাটের সামনের কানা ঠেলে ওপরে তুলে দিল ছায়ামূর্তি। স্পটলাইটের আলোয় ধকধক করে জ্বলছে নীল চোখ।

'জাস্টিন!' গলায় দম আটকে গেল নিকির। কোনমতে বাকি কথাটা শেষ করল, 'জাস্টিন...তুমি না মরে গিয়েছ!'

চব্বিশ

বৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে অহেতুক ভিজতে চাইল না জাস্টিন। পিছিয়ে গিয়ে গেস্ট হাউজের চালার নিচে দাঁড়াতে বলল ওদের। হাতের উদ্যত পিস্তল আলোয় চকচক করছে। কোমরের কাছে তুলে ধরে রেখেছে সে। তিক্তকণ্ঠে বলল, 'অবাক হয়েছ, তাই না?'

'তোমাকে ছাউনিতে পড়ে থাকতে দেখে এলাম,' মিনমিন করে বলল মনিকা। 'আমরা ভেবেছিলাম···'

'মরে গেছি?' তিক্ত হাসি ফুটল জাস্টিনের ঠোঁটে। 'তুমি তো ভূত বিশ্বাস করো, মনিকা। ধরে নাও, আমি একটা ভূতই।'

এক পা এগোল মনিকা। পিস্তলটার দিকে চোখ। শীতল ভয় চেপে ধরতে আরম্ভ করেছে ওকে। 'ওটা সরাও···'

কানফাটা শব্দে বাজ পড়ল। পিঠে এসে ঝাপটা মারছে বাতাস।

'সবাই মনে হচ্ছে বোকা হয়ে গেছ?' হাসি খেলা করছে জাস্টিনের ঠোঁটে। বৃষ্টি-ভেজা আলোয় চকমক করছে তার নীল চোখ। 'সরানোর জন্যে এনেছি নাকি?'

'তোমাকে বেঁচে থাকতে দেখে খুব ভাল লাগছে আমার,' নিকি বলল।

'কিন্তু যাকে দেখছ ভেবে আনন্দ লাগছে সেই জাস্টিন তো বেঁচে নেই,' কঠিন গলায় বলল জাস্টিন। 'মারা গেছে। সাত দিন আগে ওকে খুন করেছি আমি। তোমরা আসার আগেই।'

'কি বলছ?' চেঁচিয়ে উঠল মনিকা।

বিস্ময়ে চিৎকার করে উঠল নিকিও। অ্যাঞ্জেলা কেবল বরফ হয়ে রইল। তার চোখ আটকে রয়েছে পিস্তলটার ওপর।

'বিশ্বাস হচ্ছে না?' জাস্টিন বলল। 'কেন, গন্ধ পাওনি? জাস্টিনের লাশ থেকে পচা দুর্গন্ধ?' এভাবে বলতেও যেন খুব মজা পাচ্ছে সে।

আচমকা দুর্বল লাগল মনিকার। পা দুটো যেন আর ধরে রাখতে পারছে না শরীরটা। মাথার মধ্যে চাপ দিচ্ছে রক্ত।

'ঠিকই বলছি আমি,' ওদের চুপ করে থাকতে দেখে বলল জাস্টিন। 'আমি জাস্টিন নই। শারমিন।' হ্যাটটা খুলে জমে থাকা পানিতে ছুঁড়ে ফেলে দিল সে। সোনালি চুলগুলো ঝাঁপিয়ে পড়ল এসে মুখের ওপর। মনিকার দিকে তাকিয়ে আছে জ্বলন্ত দুই চোখের তারা। 'আমি শারমিন। মৃত্যুর জগৎ থেকে ফিরে এসেছি। এখন আমি বেঁচে আছি, জাস্টিনই মৃত। অবাক লাগছে? খুউব?'

নির্বাক হয়ে শারমিনের দিকে তাকিয়ে আছে অন্য তিনজন। কেউ নড়ছে না।

মিটমিট করে উঠল স্পটলাইট।

শক্ত করে পিস্তলটা ধরে নিকির দিকে তাক করল শারমিন।

'সবাই এমন চুপ করে আছ কেন?' বৃষ্টির শব্দকে ছাপিয়ে রাগে চিৎকার করে উঠল শারমিন। 'ক্যাম্পে তো এমন ছিলে না! বলো, কথা বলো। ছলবল করে কথা বলো। খলখল করে হাসো।'

'কিন্তু, শারমিন···' বলতে গেল মনিকা।

'অন্ধকার লাগছে? প্রশ্নের জবাব খুঁজে পাচ্ছ না? দাঁড়াও, তোমাদের আলোয় নিয়ে আসছি,' চিবিয়ে চিবিয়ে বলল শারমিন। 'আমি যে বেঁচে আছি একথা জাস্টিনও জানত না। ও ভেবেছিল সেদিন ডিয়ার ক্রীকেই মারা গেছি আমি। গত সপ্তাহে এখানে এসে ওকে খুন করার আগে কল্পনাও করেনি আমি বেঁচে আছি।'

'কিন্তু কেন?' তীক্ষ্ণকণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল নিকি, 'কেন ওকে খুন করলে?'

'কারণ ও আমাকে খুন করতে চেয়েছিল। ডিয়ার ক্রীকে হই-চই শুনে তোমরা যখন দৌড়ে পালালে, জাস্টিনের চেহারাটাই শেষ নজরে পড়েছে আমার। বনের কিনার থেকে আমার দিকে তাকিয়ে ছিল। হাসিমুখে!'

'হাসবে কেন? তুমি মরে গেছ ভেবে ও তো পাথর হয়ে গিয়েছিল।' প্রতিবাদ করল মনিকা।

'ভুল, সব ভুল!' চিৎকার করে উঠল শারমিন, 'ওকে তোমরা চিনতে পারোনি। ঠাণ্ডা মাথায় প্ল্যান করে খুন করতে চেয়েছিল আমাকে। আমার গোঁয়ার্তুমিকে কাজে লাগিয়ে; কৌশলে। আমাকে উত্তেজিত করে ডিয়ার ক্রীকে পাঠিয়েছিল। রাতে যে আমরা যাব ওখানে একথা জানিয়ে কাউন্সেলরের টেবিলে গোপন নোট রেখে দিয়েছিল। নিচে নামটাম কিছু দেয়নি। ইচ্ছে করে বনের মধ্যে ধরা দিয়েছিল কাউন্সেলরের হাতে। আমি যখন গাছটা পেরোতে যাব, ওই সময় হই-হট্টগোলের ব্যবস্থা করেছিল, যাতে আমি তাড়াহুড়া শুরু করি। ও জানত, ঘাবড়ে গেলে আমি নিচে পড়ে যাবই। মারা পড়ব।

'খুনের কি সাংঘাতিক প্ল্যান, তাই না? কেউ বুঝতে পারবে না কিছু। সবাই ধরে নেবে অ্যাক্সিডেন্ট।···আমার দুরবস্থা দেখে তখন হাসছিল জাস্টিন! আমার জন্যে মায়া হয়নি ওর। আমার জন্যে আমাদের পরিবারের কারও কোন মাথাব্যথা নেই, মায়া নেই। আমি মরলাম কি বাঁচলাম কারও কিছু যায় আসে না।

'ঝর্নার পানিতে বহুদূর ভেসে গিয়েছিলাম সেদিন। একটা লোক মাছ ধরতে এসেছিল। দেখতে পেয়ে টেনে তুলল আমাকে। শরীরের অর্ধেক হাড় ভেঙে গিয়েছিল আমার। আধমরা হয়ে গিয়েছিলাম। বাড়ি নিয়ে গিয়ে আমাকে বাঁচাল সে। ওর পরিবারের সবাই এত আদরযত্ন করল আমাকে, নতুন জীবনের স্বাদ পেলাম। নিজের বাড়িতে অবহেলার মধ্যে আর ফিরে আসতে ইচ্ছে করল না। বনের মধ্যে ওদের কাছেই থেকে যাব ঠিক করলাম। ভান করলাম, অ্যামনেশিয়া হয়েছে···'

'কি করলে?' অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে শারমিনের দিকে তাকিয়ে আছে নিকি।

'অ্যামনেশিয়া। স্মৃতি হারানোর ভান। ভাবলাম, তাতে করে আমার অতি জঘন্য পরিবারটার কাছে আর ফিরে যাওয়া লাগবে না। ভাবলাম, নতুন করে জীবন শুরু করার এটাই আমার সুযোগ। কোন পরিবারে আনন্দের সঙ্গে বাস করার, জীবন যাপন করার সুযোগ। সুতরাং অভিনয় করে যেতে লাগলাম। আমি কে, কি আমার নাম, কি পরিচয়, কিছুই জানি না। রয়ে গেলাম ওদের কাছে।'

'তোমার বোন তোমাকে খুন করতে চেয়েছিল, সেজন্যে তাকে খুন করে প্রতিশোধ নিয়েছ, বুঝলাম। কিন্তু আমরা কি করেছি? আমাদের খুন করতে চাইছ কেন?' মনিকার প্রশ্ন।

'তোমাদেরও ঘৃণা করি আমি,' মাটিতে থুতু ফেলল শারমিন। 'গত এক বছরে তোমাদেরকে মন থেকে দূর করতে পারিনি আমি। তাড়াতে পারিনি জাস্টিনের হাসি। গাছের ওপর থেকে আমি যখন পড়ে যাচ্ছিলাম, ওর মুখে ছিল শয়তানী হাসি। ভয়ঙ্কর সে হাসি। তখনই ঠিক করে ফেলেছিলাম, ফিরে আসতে পারলে খুন করব ওকে।

'কয়েক দিন আগে সেই উদ্দেশ্য নিয়েই এখানে এসে ঢুকলাম। আব্বা-আম্মা নেই। জানতাম, থাকবে না। ওরা কখনও বাড়ি থাকে না। নিজেদের নিয়েই ব্যস্ত, দুনিয়ার আরও কারও দিকে কোন খেয়াল নেই। অমানুষ! কায়দামত পেলে ওদেরকেও ছাড়ব না আমি! বাড়িতে ঢুকে প্যানট্রিতে লুকিয়ে রইলাম। হিউগির কাছে জাস্টিনকে বলতে শুনলাম, তোমাদের দাওয়াত করেছে সে।'

শয়তানি হাসি হাসল শারমিন। 'শুনে কি যে ভাল লাগল আমার বলে বোঝাতে পারব না। ভাগ্য খুব ভাল। একেবারে সময়মত এসেছি। সব কটাকে একসঙ্গে হাতে পাব। প্রথম সুযোগেই জাস্টিনকে খুন করে ছাউনিতে লুকিয়ে রাখলাম। ওর জায়গায় আমি সেজে বসলাম জাস্টিন। বুড়ো হিউগি গাধাটা কানা, চোখেও দেখে না ঠিকমত, চিনতেই পারল না আমাকে। তারপর আর কি? হাতের মুঠোয় পেয়ে গেলাম তোমাদের। মরার আগে আর কিছু জানার ইচ্ছে আছে?'

'কেঁচো আর জোঁক ফেলাটা তাহলে তোমারই কাজ?' বিদঘুটে প্রাণীগুলোর কথা ভাবতে গিয়ে মুখ বাঁকাল নিকি।

খিকখিক করে হাসল শারমিন, 'তাতে কোন সন্দেহ আছে? তোমাকে চিৎকার করে গলা ফাটাতে দেখে কি যে ভাল লাগছিল আমার···'

'পিস্তলটা সরাও, শারমিন, প্লীজ!' অনুরোধ করল মনিকা।

'কি যে বলো!' হাসি মুছে গেল শারমিনের। পিস্তলধরা হাতটা উত্তেজনায় কাঁপছে। 'সরানোর জন্যে তুলেছি নাকি?'

'শারমিন! শোনো···'

'থামো! কিসের বিনিময়ে অনুকম্পা ভিক্ষা করছ আমার কাছে?' ভয়ানক রাগে চিৎকার করে উঠল শারমিন। 'তোমরাও তো আমাকে বাঁচাওনি। পালিয়ে গিয়েছিলে। বদমাশ কাউকেলরটার ভয় ত্যাগ করে উঠে আসতে পারতে আমাকে সাহায্য করার জন্যে। কিন্তু বাঁচানোর বিন্দুমাত্র চেষ্টাও করলে না। আমার জন্যে তোমাদেরও এতটুকু মায়া হয়নি।'

প্রচণ্ড আবেগে ফুঁপিয়ে উঠল শারমিন। সামনে নিয়ে পিস্তল তুলল। 'থাক, কারও কাছে করুণা ভিক্ষা করার কোন প্রয়োজন নেই আমার আর। সেদিন ছিল তোমাদের, আজ আমার পালা। তোমাদের মরতে দেখে আমি আনন্দ পাব।' পিস্তলটা এক এক করে তাক করল সবার ওপর। চোখের পাতা সরু হয়ে এল। ভুরু নাচিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কে আগে মরতে চাও? মনিকা, ক্যাম্পে সব সময় তুমি আগে থেকেছ। এখানেও তুমিই আগে যাও, কি বলো?'

মনিকার দিকে পিস্তল স্থির করল সে।

পঁচিশ

বিদ্যুৎ চমকাল। বাজ পড়ল। এত কাছে, মনে হলো টেনিস কোর্টটার ওপর পড়েছে। কানের পর্দা ফেটে যাবার জোগাড় হলো।

বজ্রপাতের শব্দ শুনে মনিকা ভাবল, গুলি করেছে।

মাটি কাঁপিয়ে দিল ভয়াবহ শব্দ।

কিন্তু বুলেট ঢোকার ব্যথা টের পেল না মনিকা। কপালের ওপর থেকে ভেজা চুল সরিয়ে, হাত দিয়ে কপালের পানি মুছে শারমিনের পিস্তলটার দিকে তাকাল।

ঠিক এই সময় ঝটকা দিয়ে খুলে গেল গেস্ট হাউজের দরজা। মাথায় হুড পরা আরেকটা ছায়ামূর্তি আলোয় বেরিয়ে এল।

চোখ মিটমিট করে চোখের পাতা থেকে বৃষ্টির পানি ফেলতে ফেলতে মনিকা দেখল, হুডটা আলাদা নয়। কালচে-নীল উইন্ডব্রেকারে লাগানো মাথা ঢাকার ঢাকনা। মূর্তির গায়ে উইন্ডব্রেকার। পরনে একই রঙের জিনসের প্যান্ট।

ঝোড়ো বাতাস প্রবল এক ঝাপটা মেরে খুলে ফেলল ওর হুড। বেরিয়ে পড়ল কালো কোঁকড়া চুল। কালো একজোড়া বুদ্ধিদীপ্ত চোখ।

চিনতে পারল ওকে মনিকা। সেই ভূতটা!

'অলিভার!' চিৎকার করে উঠল সে।

হাঁ হয়ে গেল শারমিনের মুখ। পিস্তল ঘোরাল ভূতের দিকে। 'কে তুমি?'

জবাব দিল না ভূতটা। দৃঢ় পায়ে এগোল শারমিনের দিকে। কালো চোখের দৃষ্টি নীল চোখের তারায় স্থির।

'কে তুমি?' আবার জানতে চাইল শারমিন।

আরেক পা আগে বাড়ল ভূতটা।

'দেখতে পাচ্ছ না কে?' চেঁচিয়ে বলল মনিকা। 'ভূত! গেস্ট হাউজের ভূত! সত্যিই আছে ওটা!'

'ভূত না ছাই!' রেগে উঠল শারমিন। 'বানিয়ে বলেছি আমি। গেস্ট হাউজে কোনকালে কোন ভূত ছিল না।'

আরেক পা আগে বাড়ল অলিভার। শারমিনের ওপর থেকে মুহূর্তের জন্যে চোখ সরাচ্ছে না। বৃষ্টির পানি স্রোতের মত গড়িয়ে নামছে উইন্ডব্রেকার বেয়ে।

'সরো! সরে থাকো বলছি!' দ্বিধায় পড়ে গেছে শারমিন। তার রাগ আতঙ্কে রূপ নিতে দেরি হলো না। 'কাছে এসো না! গুলি মেরে দেব কিন্তু!'

শুনল না ভূতটা। সামান্যতম থমকাল না। একনাগাড়ে এগিয়ে যাচ্ছে।

আবার হুমকি দিল শারমিন।

কিন্তু ভূতের কানে ঢুকল না যেন তার কথা।

কয়েক ফুট দূরে থাকতে আচমকা ডাইভ দিল অলিভার। কোমর জাপটে ধরে ওকে নিয়ে পড়ল ঘাসের ওপর। ট্রিগারে চাপ লেগে গুলি বেরিয়ে গেল। কারও গায়ে লাগল না গুলিটা।

চিত হয়ে পড়ল শারমিন। তার গায়ের ওপর অলিভার। পিস্তলধরা হাতটা লম্বা হয়ে আছে একপাশে। শারমিন ওটা ঘুরিয়ে অলিভারকে তাক করার আগেই নড়ে উঠল দ্বিধাগ্রস্ত মনিকা। দৌড়ে গিয়ে শারমিনের হাত থেকে পিস্তলটা কেড়ে নিল।

আবার বিদ্যুৎ চমকাল। আবার বাজ পড়ল। মিটমিট করেও আর উজ্জ্বল হলো না এবার স্পটলাইট। নিভে গেল।

গাঢ় অন্ধকারে ঢেকে গেল চতুর্দিক।

বাড়ির দিকে তাকাল মনিকা। কোথাও আলো নেই। ইলেকট্রিসিটি ফেল করেছে।

মাটিতে ধস্তাধস্তির শব্দ। কানে এল শারমিনের চিৎকার, 'ছাড়ো! ছেড়ে দাও!'

যন্ত্রপাতি রাখার ছাউনিতে ভটভট করে চালু হয়ে গেল একটা স্বয়ংক্রিয় জেনারেটর। কয়েক সেকেন্ড পর আলো জ্বলে উঠল আবার। সেই আলোয় দেখা গেল, শারমিনকে কাবু করে ফেলেছে অলিভার। বুকের ওপর বসে দুই হাত চেপে ধরেছে। মনিকাদের দিকে ফিরে তাকিয়ে চেঁচিয়ে বলল, 'একটা দড়ি নিয়ে এসো! কুইক!'

★

'আমি ভূতও নই, অলিভারও নই,' হাসিমুখে বলল ছেলেটা।

গেস্ট হাউজে ঢুকে পড়েছে সবাই। শারমিনকে বেঁধে একপাশে ফেলে রাখা হয়েছে। উন্মাদ বনবিড়ালীর দৃষ্টি ওর চোখে।

'তাহলে কে তুমি?' জানতে চাইল মনিকা।

'আমি কিশোর পাশা। গোয়েন্দা।'

চমকের পর চমক। ধাক্কার পর ধাক্কা। বিমূঢ় হয়ে গেল যেন তিন বান্ধবী।

'কে!' কিশোরের কথা শুনতেই পায়নি যেন মনিকা।

'কিশোর পাশা। চিনতে পারছ না? সৈকতে মুসা আর রবিনের সঙ্গে যাকে দেখেছ। বোর্ডওয়াকে ফেরিস হুইলে তোমার পাশে আমিই বসেছিলাম। জলজ্যান্ত একজন মানুষ।'

বিমূঢ়তা কাটিতে সময় লাগল ওদের।

নিকি জিজ্ঞেস করল, 'তুমি এখানে এলে কি করে?'

'হিউগি আঙ্কেল নিয়ে এসেছে।'

'কেন?'

শারমিনের দিকে তাকিয়ে হাসল কিশোর। 'ওর তো ধারণা ছিল, বুড়ো হিউগি কানা, বোকা লোক, চোখে দেখে না, বুঝতেও পারবে না কিছু। কিন্তু এত বছর ধরে এ বাড়িতে আছে। জাস্টিনকে দেখছে। শারমিনকে দেখেছে। শারমিনের আচার-আচরণে সন্দেহ করে বসল সে। তাকে ফাঁকি দিতে পারেনি শারমিন। আমাকে চেনে হিউগি আঙ্কেল। রকি বীচে বাড়ি। ফোন করে তার সন্দেহের কথা জানাল। অনুরোধ করল, এখানে এসে রহস্যটার তদন্ত করার জন্যে। চলে এলাম আমার দুই সহকারী মুসা আর রবিনকে নিয়ে। বুঝলাম, শারমিনের ওপর নজর রাখতে হলে এখানেই থাকতে হবে আমাকে। হিউগি আঙ্কেলের সহায়তায় গেস্ট হাউজে লুকিয়ে থেকে শুরু করলাম তদন্ত। তোমাদেরকে ভূতের গল্প বলে আমাদের তদন্তের সুবিধে করে দিয়েছে শারমিন। কাকতালীয় ঘটনা প্রচুর ঘটে পৃথিবীতে। এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। সুযোগটা লুফে নিলাম। ভূত সেজে মনিকার সঙ্গে দেখা করে তার কাছ থেকে তথ্য আদায়ের চেষ্টা করলাম। বাইরে থেকে আমাকে সাহায্য করে চলল মুসা আর রবিন। দিন-রাত প্রায় চব্বিশ ঘণ্টাই এ বাড়ির ওপর নজর রাখতে লাগল ওরা। ওয়াকি-টকিতে যোগাযোগ রেখেছে আমার সঙ্গে।

'আজ একটু আগে জাস্টিনের লাশটা আবিষ্কার করেছি। কুকুরটা ছিল এক মস্ত বাধা। ওটার যন্ত্রণায় রাতে বেরোতেই পারতাম না। বেরোতে পারলে আরও আগেই জাস্টিনের লাশ পেয়ে যেতাম। রাতে আটকে রাখলে শারমিনের সন্দেহ হতে পারে, এজন্যে কুকুরটাকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হত হিউগি আঙ্কেল। দিনে ওটা আটকা থাকলেও চোখে পড়ার ভয়ে তল্লাসি চালানোর উপায় ছিল না আমার।…আজ ওটাকে না দেখে বেরিয়েছিলাম। দুর্গন্ধ পেয়ে এগিয়ে গেলাম ছাউনির দিকে…'

দূরে সাইরেনের শব্দ শোনা গেল। কান পাতল কিশোর। কিছুক্ষণ শোনার পর বলল, 'ওই যে, পুলিশ নিয়ে আসছে মুসা আর রবিন। লাশটা পাওয়ার পর পরই ওদের চলে যেতে বলেছিলাম।'

কান পেতে মনিকাও শুনল সাইরেনের শব্দ। তারপর মাথা দুলিয়ে বলল মনিকা, 'হুঁ, সৈকতে তাহলে তুমিই আমাকে বাঁচিয়েছিলে। গা এত ঠাণ্ডা করেছিলে কিভাবে? গা ঠাণ্ডা না থাকলে ভূতের ধারণাটা ধোঁকায় ফেলত না আমাকে।'

@grohon.com

'কেন, তোমাদের যখন স্রোত থেকে উদ্ধার করল মুসা আর রবিন, তখন তোমাদের পা ঠাণ্ডা হয়ে যায়নি? এমনিতেই এখানকার সাগরের পানি অতিরিক্ত ঠাণ্ডা। ঘণ্টাখানেক থাকলে বরফের মত শীতল হয়ে যায় শরীর। গরমকালে প্রচণ্ড গরমের মধ্যে পানিতে নামলে মনে হয় এয়ারকুলার লাগানো ঘরে ঢুকলাম।'

ঠোঁট কামড়াল মনিকা। এক আঙুল তুলল, 'আর একটা প্রশ্ন। দুপুরবেলা পানিতে ভিজে নাহয় শরীর ঠাণ্ডা করেছিলে, বুঝলাম। বোর্ডওয়াকে হাত এত ঠাণ্ডা ছিল কেন?'

হাসল কিশোর। 'তোমাকে ধোঁকা দেয়ার জন্যে হাতে বরফ ঘষে নিয়েছিলাম। কারণ তুমি তখন বিশ্বাস করতে আরম্ভ করেছ, অলিভার নামের ভূতটা সত্যি সত্যি বাস করে জাস্টিনদের গেস্ট হাউসে।'

★★★

Grohon || Adhare Alor Pothojatri

Grohon
Adhare Alor Pothojatri

www.grohon.com